উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,০৮৫.৯৪ (-১১২.১৬)
নিফটি : ২২,১১৯.৩০ (-৫.৪০)

কমিশনকে নিশানা
ভুয়ো ভোটার প্রশ্নে কমিশনকে নিজেদের ভুল স্বীকার এবং দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ করতে হবে বলে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিল তৃণমূল।
» ৫

চিন্তা ট্রাম্পের
বর্তমানে মার্কিন সরকারের যাবতীয় দুশ্চিন্তা আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্যই করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩২°	৩১°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৩°	১৪°	১৪°

অস্কারে ইতিহাস শ্যন বেকারের
» ৮

শিলিগুড়ি ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 4 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 284

কথায় কথায়

পদ্ম নেতাদের পিছন পিছন কেন্দ্রেরই পাহারাদার

আশিস ঘোষ

একসময় সামনে পিছনে পাইক বরকন্দাজ নিয়ে পথে নামতেন হোমরাচোমরারা। যে যত ওজনদার তার তত বেশি লোকলস্কর। দেখে সভয়ে রাস্তা ছেড়ে সাত হাত দূরে সরে দাঁড়াত আমআদমি। দূর থেকেই সেলাম ঠুকত তারা।

এ যুগে তাঁরাই ভিআইপি। অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ক'জন হতে পারেন? নিশ্চয়ই হাতেগোনা, গন্ডায় গন্ডায় ভিআইপি হতে পারে? হতেই পারে যদি দল ক্ষমতায় থাকে। দিল্লিতে ক্ষমতায় বিজেপি। তাই সে দলের নকড়া-ছকড়ার নেতারাও এখন ভিআইপি। তাঁদের পিছনে থাকে ভারী বন্দুক হাতে জলপাই উর্দি পরা সান্ত্রিরা। যে যত 'গুরুত্বপূর্ণ' তার পিছনের পাহারাদারের ভিড়ও ততই বেশি। আবার গুরুত্বেরও ক্যাটিগোরি আছে। জেড, জেড প্লাস, ওয়াই, ওয়াই প্লাস এইরকম নানা স্তর আর সেইমতো বাড়েকমে পাহারাদারের সংখ্যা।

এই যেমন সদ্য এ রাজ্যের ৩২ জন বিজেপি নেতার নিরাপত্তারক্ষী তুলে নিয়েছে অমিত শা'র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আর সেই সুবাদে জানা গিয়েছে, কোন ভিআইপিরা আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান পেয়ে আসছিলেন। তপশিলি জাতি-উপজাতি জাতীয় কমিশনের প্রাক্তন সহ সভাপতি অরুণ হালদার, কোচবিহারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ বর্মন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস, নেতা অজয় রায়, নদিয়ার জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, উলুবেড়িয়ার সাংসদ প্রার্থী অরুণোদয় পালচৌধুরী, আরামবাগের সাংসদ প্রার্থী অরূপকান্তি দিগর, জয়নগর-মজিলপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা অশোক কাণ্ডারি-- এমন গাদাগুচ্ছের নাম। ক'জন তাঁদের নাম শুনেছে সন্দেহ।

অমিত শা'র মন্ত্রক মনে করেছিল তাঁদের প্রাণের বিপদ আছে। তাই সরকারি খরচে ঢালাও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। তাঁদের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলাও রয়েছেন। পদ্ম ছেড়ে জোড়া ফুলের দিকে ঝুঁকতেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাঁর নাম। এখন তাঁর ঝুঁকি কমে গিয়েছে। বাদ পড়াদের মধ্যে সাতজন গত

এরপর দশের পাতায়

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি

পরীক্ষা শুরুর আগে বইয়ে চোখ। উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনে। শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

এক বাড়িতে তিনজনের দেহ উদ্ধার

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩ মার্চ : এবার কলকাতার ট্যাংরা কাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটল মাদারিহাটেও। মাদারিহাট রবীন্দ্রনগর সংলগ্ন মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসে একটি কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হল

ধন্দ যেখানে

- পুলিশের ধারণা পরিকল্পিতভাবে সৎমা ও ভাইপোকে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন রবি
- পাশের ঘরে বড় ছেলে, ভাই ও সৎমায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুতেও টের পাননি বিনোদ ও তাঁর স্ত্রী
- মৃতদের দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই
- মা বিবি লোহারের মুখ থেকে রক্ত বেরোনোয় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু বলে সন্দেহ

সৎমা, ছেলে ও নাতির মৃতদেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ছেলে তাঁর সৎমা ও ভাইপোকে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। তবে মাদারিহাট থানার পুলিশ খবর পায় সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ। দুপুর ১২টা নাগাদ দেহগুলি উদ্ধার করে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার দেহগুলি ময়নাতদন্ত করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘরের মেঝেতেই পড়ে ছিল সৎমা বিবি লোহার ওরাওঁয়ের (৫২) দেহ। পাশের রুমে গলায় নাইলনের দড়িতে ফ্যান থেকে ঝুলে ছিল ছোট ছেলে রবি ওরাওঁয়ের (৩০) দেহ। রবির বিছানার ওপর পড়ে ছিল রবির বড় ভাইপো বিবেক ওরাওঁ (১৩)।

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, রবির বাবা মালু ওরাওঁ চাকরি করতেন বন দপ্তরে। তাঁর দুটি বিয়ে। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে বিনোদ ও রবি। চাকরিরত অবস্থায় ২০১৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর যাবতীয় টাকা নিয়ে নেন রবির দাদা বিনোদ ওরাওঁ। সৎমা পেনশনের টাকা তুলে একটি টাকাও রবিকে দিতেন না। অথচ তিনি পেনশন অ্যাকাউন্ট থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বড় ছেলেকে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে প্রায়ই দাদা ও মায়ের সঙ্গে রবির ঝগড়া হত। অপরদিকে, রবি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বাবার চাকরি পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টাও করছিলেন। তিনবার শুনানি হলেও চাকরি হয়নি তাঁর। এইসব হতাশায় তিনি ভুগছিলেন। তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা, সেই ক্ষোভ থেকেই মাকে খুন করেছেন রবি। আর দাদার প্রতি বদলা নিতেই দাদার ছেলেকেও খুন করেছেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

পেতাম যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

সম্মুখসমরে শাসক-বিরোধীরা

ছাত্র ধর্মঘটে তুমুল হাতাহাতি

সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৩ মার্চ : যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ডিএসও এবং এসএফআইয়ের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ঘিরে ধুন্ধুমার শিলিগুড়িতে। ধর্মঘট সফল করতে ডিএসও এবং এসএফআই এদিন পথে নেমেছিল। ধর্মঘটের প্রতিবাদে পালটা পথে নেমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) দফায় দফায় ডিএসও এবং এসএফআইয়ের সঙ্গে মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে সোমবার শিলিগুড়িতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের সামনেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। মারামারির ঘটনায় বেশ কয়েকজন ডিএসও এবং এসএফআই কর্মী আহত হয়। অভিযোগ, পুলিশের সামনে টিএমসিপির নেতা-কর্মীরা ডিএসও ও এসএফআই কর্মীদের ব্যাপক মারধর করে। হাতাহাতি চলাকালীন পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও শাসকদলের ছাত্র-নেতারা বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ বাঘা যতীন পার্কের সামনে ডিএসও নেতা-কর্মীরা জমায়েত হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বাস আটকানোর খবর পেয়েই টিএমসিপি নেতা-কর্মীরা বাঘা যতীন পার্কের সামনে পৌঁছে ডিএসও কর্মীদের সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে। স্লোগান-পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে প্রথম দফায় ধাক্কাধাক্কি হয়। এমন পরিস্থিতি পুলিশ সেখানে পৌঁছে ডিএসও কর্মীদের কোর্ট মোড়ের দিকে যেতে বলে। কিন্তু ডিএসও কর্মীদের পিছু নেয় টিএমসিপি। শিলিগুড়ি পান্থনিবাসের সামনে হঠাৎ টিএমসিপি কর্মীরা ডিএসও কর্মীদের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়। পুলিশ এসে দু'পক্ষকে সরিয়ে দেয়। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে একদফা বচসা হয় শাসকদলের

বাঘা যতীন পার্কের সামনে ডিএসও এবং টিএমসিপি কর্মীদের হাতাহাতি।

দিনভর ধুন্ধুমার

- বাঘা যতীন পার্কের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস আটকে বিক্ষোভ ডিএসও-র
- টিএমসিপি কর্মীরা সেখানে গেলে শুরু হয় হাতাহাতি
- পান্থনিবাসের সামনে ডিএসও কর্মীদের উপর চড়াও হয় টিএমসিপি
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে এসএফআই কর্মীদের মারধরের অভিযোগ টিএমসিপির বিরুদ্ধে

ছাত্র নেতাদের। এরপর কোর্ট মোড়ের সামনে আবার মারামারির ঘটনা ঘটে।

বিকালে ঘটনার প্রতিবাদে ডিএসও একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। কিন্তু পুলিশ কোর্ট মোড়েই সেটিকে আটকে দেয়। বিষয়টি নিয়ে ডিএসও-র রাজ্য নেতা শাহারিয়া আলম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে একজনও ছাত্র ছিলেন না। যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির তলায় একজন ছাত্রকে নির্মমভাবে পিষে দেওয়া হল, তার প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছিলাম। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সমস্যা না হয় সেই কারণে স্কুলে ধর্মঘট ডাকা হয়নি। কিন্তু টিএমসিপির গুন্ডারা আমাদের মারধর করে ধর্মঘট বিফল করার চেষ্টা করে।'

এদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে বসে বিক্ষোভ দেখান জনাকয়েক এসএফআই কর্মী। অভিযোগ, সেখানে টিএমসিপি নেতা-কর্মীরা গিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করে হটিয়ে দেয়। মারধরের ঘটনায় তন্ময় অধিকারী নামে এক এসএফআই কর্মী আহত হন। এফআইয়ের জেলা সভাপতি অঙ্কিত দে বলেন, 'টিএমসিপির গুন্ডারা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

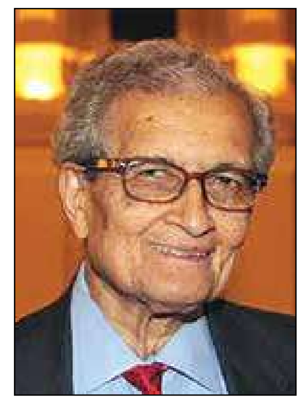

অমর্ত্যের নিশানায় জামায়াতে, ইউনূসের মুখে সহমত

কলকাতা ও ঢাকা, ৩ মার্চ : জামায়াতেই যে বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ, স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন অমর্ত্য সেন। মুহাম্মদ ইউনূস ছাড়া বাংলাদেশের পূর্বতন কোনও শাসকের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর দৃঢ় অভিমত, অতীতে জামায়াতেকে কড়া নজরে রাখা হত বলে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে থাকতে পেরেছিল। এখন সমস্যা হচ্ছে।

বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক উল্লেখ করে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের বক্তব্য, 'সংখ্যালঘু ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ওপর আস্থা রেখেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ইউনূস আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি।' কিন্তু ইউনূসের সামনে চ্যালেঞ্জগুলিকেও বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

অমর্ত্যের কথায়, 'যখন হঠাৎ কেউ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে, তখন তাঁকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। ইউনূস সেরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। সেখানে ইসলামিক দল আছে, হিন্দুরাও আছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যই হল ধর্মীয় সহাবস্থান নিশ্চিত করা। আমি বিশ্বাস করি, ইউনূস তাঁর দক্ষতা দিয়ে চ্যালেঞ্জগুলি সফলভাবে মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এখন শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়িতে আছেন। সেখানেই এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে দলীয়ভাবে একসঙ্গে কাজ করার যে ধারা আছে, তা বজায় রাখা উচিত। কোনও নির্দিষ্ট দলকে একপাশে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়।' কোনও দলের নাম না বললেও অমর্ত্য যে আওয়ামি লিগের কথা বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট।

তাঁর কথাগুলি নিয়ে সরাসরি ইউনূস বা তাঁর সরকার কোনও মন্তব্য করেনি বটে। তবে নাম না করে হাসিনার দল সম্পর্কে বার্তা দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়, 'আমার বরাবরের অবস্থান হল, আমরা সবাই এ দেশের নাগরিক। এই দেশের ওপর আমাদের সবার সমান অধিকার। সেই অধিকার কারও কেড়ে নেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু যার বিচার হওয়া উচিত, তার বিচার হওয়া উচিত।'

মনে করা হচ্ছে, এই মন্তব্যে তিনি শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগকে নিশানা করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

গুজরাটের গির অরণ্যে সিংহের ছবি ক্যামেরাবন্দি করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে।

অজি-বধে ভারতের ভরসা স্পিন মন্ত্রই

আজ সেমিফাইনাল

দুবাই, ৩ মার্চ : পরিসংখ্যান কখনও ভুল তথ্য দেয় না। ইতিহাস কখনও মিথ্যা বলে না!

পরিসংখ্যান ঘাঁটলেই দেখা যাবে, সাম্প্রতিক অতীতে যতবার কোনও প্রতিযোগিতার নক আউট পর্বে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে, শেষ হাসি হেসেছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ। সিডনিতে ২০১৫ একদিনের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, আহমেদাবাদে ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল, ওভালে ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল- সর্বত্রই একই ছবি। ফেভারিট হিসেবে শুরু করে টিম ইন্ডিয়া ব্যর্থতার সরণিতে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের পাশে যদি ইতিহাসের পাতা উলটে ১৪ বছর আগে ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে পৌঁছে যাওয়া যায়, তাহলে সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতের সাফল্যের কাহিনী পাওয়া যাবে। আর সেটাই অজিদের বিরুদ্ধে আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে ভারতের শেষ সাফল্য। মাঝের সময়ে ক্রিকেট বদলেছে বিস্তর। ১৪ বছর আগের আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়াম এখন নরেন্দ্র মোদি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম হয়েছে। ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটন ধোনির হাত থেকে এখন রোহিত শর্মার হাতে। কিন্তু তারপরও মাঝের সময়ে ছবিটা বদলায়নি।

এখানেই শেষ নয়। বরং আরও রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে যতবার অজিদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া নক আউট পর্বে হেরেছে, ততবারই ভারতের পথের 'কাঁটা' হয়ে দাঁড়িয়েছেন ট্রাভিস হেড। ভারতীয় বোলিংকে নিয়ে 'খেলা' করতে তিনি বোধহয় একটু বেশিই পছন্দ করেন। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালের যুদ্ধের আগে সেই হেডও তাল ঠুকতে শুরু করেছেন। অভিজ্ঞ মহম্মদ সামির চেয়েও বেশি করে আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার স্পিনারদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে ট্রাভিস 'ঝড়' থামানোর। শুধু হেডই নন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জোশ ইনগ্লিস, স্টিভেন স্মিথরাও ভালো ছন্দে রয়েছেন। তাঁদের দাপটে অজি শিবিরে প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডদের অনুপস্থিতির কথাই ভুলতে শুরু

এরপর দশের পাতায়

প্রাচীন দিঘি ভরাট করে বাড়ি তৈরি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩ মার্চ : মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তাড়িজোতে একটি পুরোনো জলাভূমি ভরাট করে সেখানে বাড়ি তৈরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয়েছে। এ নিয়ে বাসিন্দারা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ক্ষোভ জানিয়েছেন। প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

এলাকায় হুহু করে জমির দাম বাড়ছে। বালাসন, মহানন্দা নদীর চর বিক্রি করা হচ্ছে। এবারে জলাভূমিও ছাড় পাচ্ছে না। তাড়িজোতের এই দিঘি চৌধুরীদিঘি নামে পরিচিত। সোমবার তাড়িজোতে গিয়ে দেখা গেল প্রায় ১ একর ৮৭ ডেসিমাল আয়তনের দিঘিতে নানা আবর্জনা ফেলে ভরাট করা হয়েছে। শুখার মরশুম হলেও দিঘির কিছু কিছু জায়গায় এখনও ভালো পরিমাণে জল রয়েছে। সেটি দখল করতে দিঘিতে বাঁশের খুঁটি দেওয়া হয়েছে। দিঘির চারপাশে বেশ কয়েকটি পাকা ঘর তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে।

বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বললেন, 'পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে এভাবে জলাভূমি ভরাট করা যায় না। আইনকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কারবার চলছে। সবার চোখের সামনে সবকিছু চললেও প্রশাসন কেন কিছু করছে না সেটাই আমাদের প্রশ্ন।' দিঘি দখলের বিষয়টি শাসক শিবিরও মেনে নিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের শংকর দাস বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে এই জলাভূমি ভরাটের বিষয়টি দেখছি। এ কাজে একটি দালালচক্র জড়িয়ে রয়েছে।' এবিষয়ে প্রশাসনের সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তিনিও দাবি জানিয়েছেন। জলাভূমি ভরাটের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তবে এই কারবারিদের ভয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে রাজি নন। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাঁরা অবশ্য সরব হয়েছেন।

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বললেন, 'ওই জলাভূমিটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নাকি কারও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন তা আমার জানা নেই। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এই বিষয়টি বলতে পারবেন। তবে সেটি যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়েও থাকে তবে এভাবে জলাভূমি ভরাট করা যায় না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া ব্লকের ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ক্লেমেন্ট ভুটিয়াকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

তাড়িজোতে ভরাট হচ্ছে চৌধুরীদিঘি। -সংবাদচিত্র

বসন্তে গ্রীষ্মের আবহাওয়া

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : গ্রীষ্মের দাপট কি শুরু হয়ে গেল? আগে তো মার্চ মাস এমন ছিল না, একথাই এখন সর্বত্র। শহর শিলিগুড়ি তো বটেই, সময়ের সঙ্গে পালটেছে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশটাই। ফলে অতীতের মতো ফাল্গুনের শীতল হাওয়া এখন অতীত। কিন্তু তাই বলে মার্চের শুরুতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁয়ে ফেলবে! হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, দিন যত যাবে, ততই বাড়বে তাপমাত্রা। চলতি সপ্তাহের শেষ থেকেই গরমের শুরু, আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন আবহবিদরা।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সক্রিয় প্রভাব রয়েছে উত্তর সিকিমে। যে কারণে সেখানে অব্যাহত তুষারপাত। যার জেরে প্রায়দিনই বন্ধ থাকছে যান চলাচল। মংগন তো বটেই, বৃষ্টির জলে ভিজছে গ্যাংটকের মাটিও। যার প্রভাবে দার্জিলিংয়ের আকাশের হালকা মেঘের আস্তরণ দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। দু'-এক পশলা বৃষ্টিও পাওয়া যাচ্ছে। যে কারণে সন্ধের পর পালটে যাচ্ছে পাহাড় সংলগ্ন সমতলের রাত্রিকালীন আবহাওয়া। সন্ধের পর থেকেই মিলছে, হালকা বাতাস। যাতে দুপুরের গরমের ক্লান্তি কিছুটা হলেও দূর হচ্ছে। কিন্তু তা সাময়িক হিসেবেই দেখছেন আবহবিদরা। না দেখার কারণও নেই। কেননা, বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও আগামী ক'দিন সমতলের আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে সূর্যের তাপ সরাসরি এসে পড়বে ভূপৃষ্ঠে।

কিন্তু তাপমাত্রা কতটা বাড়তে পারে? আকাশের মতিগতিতে স্পষ্ট, আগামী দিনগুলিতে সমতল উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে আর নামবে না। বরং কয়েকটি এলাকা ৪০-এর ঘরে পৌঁছে গেলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। পাহাড়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ২০-র কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তবে তো সমতলের তাপমাত্রাও বাড়বে।

আবহবিদদের বক্তব্য, বর্তমানে পাহাড়ি অঞ্চলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার যে প্রভাব রয়েছে, তা কয়েকদিনের মধ্যে কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে পাহাড়-সমতল, দুই জায়গাতেই তাপমাত্রা বাড়বে। পাশাপাশি, গরম যত বাড়বে, ততই বজ্রপাতের আশঙ্কা দেখা দেবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিও হতে পারে। তাতে হয়তো কিছুটা স্বস্তি মিলবে, কিন্তু তা সাময়িক। তাহলে কি গ্রীষ্ম এবার আগাম? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এভাবে বলার সময় এখনও আসেনি। তবে চলতি সপ্তাহের শেষ থেকেই উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আর্দ্রতাজনিত সমস্যাও দেখা দেবে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে আরও কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।'

চড়ছে পারদ

- আগামীতে সমতল উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির নীচে আর নামবে না বলে অনুমান
- বরং কয়েকটি এলাকা ৪০-এর ঘরে পৌঁছে গেলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না
- পাহাড়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ২০-র কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তবে তার প্রভাব পড়বে সমতলেও

বর্ষার আগে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি রাজ্যের

উত্তরে বরাদ্দ ৩৯ কোটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ : বর্ষার আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে আগাম প্রস্তুতির জন্য রাজ্য সেচ দপ্তর ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায়। এর মধ্যে সবথেকে বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে মালদায় গঙ্গা নদীর ভাঙন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তারপরেই জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে বর্ষার আগে দুর্যোগ রোধে আগাম প্রস্তুতির জন্য মোট ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে দপ্তর। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে, বর্ষার সময় উত্তরবঙ্গে যেখানে এত ভূমিধস, বন্যা, নদীভাঙন দেখা যায় তখন এই অল্প টাকায় এমন কী কাজ করা সম্ভব?

দপ্তর সূত্রে খবর, এই অর্থ প্রাথমিকভাবে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে নদীভাঙন রোধে বোল্ডার, নেটের তারজালি, বাঁশ ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস মজুত করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া বৃষ্টির জমা জল দ্রুত বের করার জন্য স্লুইস গেটগুলিকে পরিষ্কার করে রাখতে বলা হয়েছে। এর বাইরে নদীবাঁধে রেইনকাট মেরামত, নদীতট ও সেচখালগুলিকেও পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে। যাতে বর্ষার সময় খুব সহজেই জল বেরিয়ে যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা রয়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে। এই বিভাগে ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মালদার গঙ্গাভাঙন, বাঁধের মেরামতি সহ বেশ কিছু কাজ করতে বলা হয়েছে। নর্থ বিভাগের অধীনে মহানন্দা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণেও এই আগাম অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকা। সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর থেকে চুমুকডাঙ্গি লালটং, টটগাঁও, ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি, দোমোহনি, মিলনপল্লি ও বীরেন বস্তির মতো এলাকাগুলি বন্যাপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এসব এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'এইসব এলাকার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তবর্তী বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

কালিম্পং ও সিকিমের পাহাড় থেকে নেমে আসা তিস্তা।

কোথায় কত

- উত্তর-পূর্ব বিভাগকে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ
- তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনকে ১৫ লক্ষ
- উত্তর বিভাগকে ২৮ কোটি

রক্ষাকর্তা কুম্ভের সন্ন্যাসীরা

জয়গাঁ, ৩ মার্চ : মহাকুম্ভে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন জয়গাঁর চম্পাদেবী জয়সওয়াল। প্রায় ১৬ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে সোমবার বাড়ি ফিরলেন তিনি। এদিন হাসিমারা হয়ে জয়গাঁয় ফিরে আসেন। এতদিন তাঁর ঠাঁই হয়েছিল কুম্ভের একটি আশ্রমে। সেখানকার সন্ন্যাসীরাই তাঁর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কুম্ভমেলায় নিখোঁজ হওয়া জয়গাঁ শহরের এই মহিলাকে নিয়ে এলাকার সকলেই চিন্তিত ছিলেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জয়গাঁ থেকে মোট সাতজন প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে হঠাৎই এই বছর ৬৫-র চম্পাদেবী নিখোঁজ হয়ে যান। জয়গাঁর ভগৎ সিং নগরে তাঁর বাড়ি। মহিলার দেওর শংকরলাল জয়সওয়াল, ছোট ছেলে সঞ্জয় জয়সওয়াল এবং পুত্রবধূ দেবী জয়সওয়ালও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া পাড়ার আরও তিনজন মহিলাও ছিলেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁরা সকলে মহাকুম্ভে পৌঁছে স্নান করতে যান। এরপর সেখান থেকে স্থানীয় মন্দিরগুলি দর্শন করতে যাওয়ার সময়েই হঠাৎ করেই চম্পাদেবীকে আর দেখতে পাননি তাঁর সঙ্গীরা। সেখানের নিখোঁজ শিবিরেও অনেকবার চম্পাদেবীর নাম ঘোষণা করা হলেও তাঁর খোঁজ মেলেনি। এরপর তাঁর পরিবারের সকলে প্রয়াগরাজের নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এর পরেও চম্পাদেবীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকলে বাড়ি ফিরে এলেও তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় ফের প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন। জয়গাঁ থানাতেও নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অবশেষে ১৬ দিন পর সোমবার বিকেলে তিনি বাড়ি ফেরেন। তিনি বলেন, 'ওখানে আমি এক আশ্রমে ছিলাম। মেলা শেষ হওয়ার পর ভিড় কমতে আশ্রমের সন্ন্যাসীরাই আমাকে আলিপুরদুয়ারগামী একটি ট্রেনে তুলে দেন। ট্রেনে আমি প্রথমে হাসিমারা হয়ে তারপর জয়গাঁতে এসেছি।'

এদিকে, চম্পাদেবীকে ফিরে আসতে দেখে চোখের জলে ভাসল তাঁর পরিবার। পা ধুইয়ে তাঁকে বরণ করে নেন তাঁর পুত্রবধূ। ছেলে সঞ্জয় বলেন, 'যাঁরা মাকে রেখেছিল, তাঁদের কীভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আমরা কত খুঁজেছি তবুও তাঁকে পাইনি। মায়ের থেকে আমরা সেই সন্ন্যাসীদের খোঁজ নিয়ে আরও একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব।'

ফিরলেন নিখোঁজ চম্পা

> মেলা শেষ হওয়ার পর ভিড় কমতে আশ্রমের সন্ন্যাসীরাই আমাকে আলিপুরদুয়ারগামী একটি ট্রেনে তুলে দেন। ট্রেনে আমি প্রথমে হাসিমারা হয়ে তারপর জয়গাঁতে এসেছি।
>
> **চম্পাদেবী জয়সওয়াল**

প্রজনন পথে সংক্রমণে ভুগছে ৮ শতাংশ নারী

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৩ মার্চ : সম্প্রতি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক এক তথ্য। সেই তথ্য অনুযায়ী, ঋতুস্রাবের সময় প্রায় ২৫ শতাংশ, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণীরা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারণ করেন না এবং তার ফলে যৌনাঙ্গে ঘা বা আলসার এবং অস্বাভাবিক যৌনাঙ্গ স্রাবের মতো প্রজনন পথ সংক্রমণের সমস্যায় ভুগছেন প্রায় ৮ শতাংশ।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তমাল বসু রায়, গবেষক পার্থ দাস ও গবেষক তনু দাস মিলিতভাবে 'মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার ফলে কিশোরীদের মধ্যে প্রজনন পথে সংক্রমণের সমস্যা দেখা যাচ্ছে' নামক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। প্রায় ৩৬ হাজারের বেশি মহিলার ওপর করা এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, নিজেদের সমস্যার কথা না বলতে পারা হোক বা লজ্জার খাতিরে অনেক মহিলারাই এখনও নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন।

এমনকি সরকারের তরফে নানা পদক্ষেপ নিলেও ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে এখনও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে অজ্ঞতা থেকেই গিয়েছে। ভারতে ১৫-২৪ বছর বয়সি নারীদের মধ্যে প্রায় ২৫% তাদের ঋতুস্রাব চলাকালীন অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করেন এবং বর্তমানে তাঁদের প্রায় ৮% নারী সাধারণ প্রজনন পথ সংক্রমণে ভুগছেন। এছাড়াও এই গবেষণায় "নারী ক্ষমতায়ন" কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা।

গবেষকদের দাবি, যে সমস্ত পরিবারে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত পরিবারে মেয়েদের স্বাস্থ্যকর ঋতুস্রাব কাঙ্ক্ষিত স্তরে আছে। কিন্তু ভারতের বেশিরভাগ পরিবার পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় অধিকাংশ মেয়েরাই স্বাস্থ্যসম্মত ঋতুস্রাব পালন করতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের দাবিগুলি পরিষ্কারভাবে জানাতেই পারেন না। তাই ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বেশি জরুরি।'

অধ্যাপক তমাল বসু রায় জানান, 'যাদের বাড়িতে শৌচাগারের সুবিধা নেই তাঁরা বেশি ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এক্ষেত্রে মধ্য ভারতীয় অঞ্চলের মেয়েরা ঋতুস্রাব চলাকালীন অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রতি বেশি অভ্যস্ত।' এখন অপেক্ষা একটাই, কতদিনে অসীম মানসিক শক্তি জোগাড় করে এই 'অসুস্থতা'র ট্যাবু থেকে বেরোতে পারবেন মহিলারা।

ছবি : এআই

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল হোলি স্পেশাল পর্ব সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বন্ধন, ১০.০০ প্রেমী, দুপুর ১.০০ শিবাজী, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.৩০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, ১.০০ মন চায় তোমায়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৩০ কুলি, রাত ১০.৩৫ শুধু একবার বলো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বৌমার বনবাস, দুপুর ২.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.৩০ অঞ্জলি, রাত ১০.০০ সুখ দুঃখের সংসার, ১২.৪৫ বেডরুম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিশিভোর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

জি সিনেমা : সকাল ১০.৫৬ করণ অর্জুন, দুপুর ২.৩০ কুরুভি, বিকেল ৫.৩২ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.৩০ সূর্য-দ্য সোলজার, ১১.৩৫ আইপিসি ৩৭৬

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩২ ধরতিপুত্র, দুপুর ২.২৩ গ্যাম্বলার, সন্ধে ৭.৩০ কৃষ্ণা, রাত ১০.২৩ সিক্স

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৯ সির্ফ তুম, বিকেল ৪.২৪ কেশরি, সন্ধে ৭.৩০ খিলাড়ি ৭৮৬, রাত ১০.০৪ রাবণাসুরা

এমএনএক্স : দুপুর ১.৫০ ওয়াইল্ড কার্ড, বিকেল ৩.১০ লেডি ব্লাডফাইট, সন্ধে ৬.০০ দ্য রেসিডেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ রেডি অর নট, রাত ১০.৩০ হট টাব টাইম মেশিন-টু।

নারীদের জন্য পর্বে সোমা লাহিড়ি রাঁধবেন **মরিচ মুরগি এবং সোয়া ফুল কলিফ্লাওয়ার। রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

শ্রীমান ভূতনাথ বিকেল ৪.৪০ **জলসা মুভিজ**

কেশরি বিকেল ৪.২৪ **অ্যান্ড পিকচার্স**

চিরদিনই তুমি যে আমার বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাগ দেখিয়ে সংসারে কোনও কাজের বিরুদ্ধে গেলে অনুতাপ করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা। **বৃষ :** কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। হাঁটুর নীচে ব্যথা ভোগাবে। **মিথুন :** নতুন যানবাহন কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। **কর্কট :** কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথার জালে ফেঁসে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। বিলাসিতায় ব্যয় বাড়বে। **সিংহ :** আপনার সামান্য ভুলে পরিবারে অশান্তি হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **কন্যা :** সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। স্ত্রীর সহযোগিতায় বড় কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। **তুলা :** বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সামান্য কথায় মনোমালিন্য। **বৃশ্চিক :** কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দেবেন না। জনহিতকর কাজে সুনাম অর্জন। **ধনু :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিরোধ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **মকর :** বিনা কারণে কাউকে কটু কথা বলে অনুতাপ করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন কোনও কাজে গুরুজনদের সাহায্য পাবেন। ব্যক্তিগত কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **মীন :** যে কোনও কারণেই হোক সারাদিন খুব চিন্তায় থাকতে হতে পারে। বাড়িতে পূজার্চনায় নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৩ ফাল্গুন, ৪ মার্চ, ২০২৫, ১৯ ফাগুন, সংবৎ ৫ ফাল্গুন সুদি, ৩ রমজান। সূঃ উঃ ৬।২, অঃ ৫।৩৭। মঙ্গলবার, পঞ্চমী রাত্রি ৭।৫৫। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ৮।৫২। ব্রহ্মযোগ দিবা ৯।৪২। ববকরণ দিবা ৯।৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৫৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৭।৫৫ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।২৯ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১০ গতে ৮।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৫২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২৯ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ৭।১০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৫ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ১।৪০ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

N.I.Q No:- 669, Dated:- 03.03.2025 invited by the undersigned for the Supply of 250 RIR/LIT Poultry Bird per batch including packing and Transportation at Sadar Block Jalpaiguri. Last of submission of quotation dated :- 03.03.2025 up to 14.00 hours.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

ট্রান্সফর্মার অয়েল ফিলট্রেশন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই/সিওএন/আরইএমএলজি/১২/২০২৫ তারিখঃ ২৫-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারের লাইসেন্স থাকা অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ইএল-সি-আরই-এমএলজি-১২-২৪-২৫। কাজের নামঃ বঙ্গালবাড়ি, বুনিয়াদপুর এবং আরারিয়া টিএসএসের ট্রান্সফর্মার অয়েল ফিলট্রেশন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। টেন্ডার রাশিঃ ২২,২৭,৩৩৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিইই/সিওএন-II/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনে গেটম্যান হিসেবে প্রাক্তন সার্ভিস ম্যান নিয়োগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/১৮ অফ ২০২৫, তারিখ: ২৫-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/সি/লামডিং-এর এখতিয়ারাধীন আগিয়াঠরী-বরপথার, চাপারমুখ-শিলঘাট টাউন এবং সেনচোয়া-মৈরাবাড়ি সেকশনে ঠিকাদারের সম্পূর্ণ নিজস্ব শ্রমিক, সরঞ্জাম এবং কারখানার মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য গেটম্যান হিসেবে প্রাক্তন সার্ভিস ম্যান নিয়োগ (মোট = ১৩৪টি গেট)। টেন্ডার মূল্য: ৩১,৭৬,৭৯,৮৪০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৭,৩৮,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৫-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে একজন কমার্সিয়াল লাইসেন্স যুক্ত প্রাইভেট ড্রাইভার চাই। M : 9002590042. (C/115211)

আয়ের সুযোগ - বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে (জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি) দারুণ আয়। Mb : 8240311982. (K)

সিকিউরিটি কোম্পানিতে মার্কেটিং-এর জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। বাইক আবশ্যক। M : 8653877529. (M/M)

Pharmacist Required

Pharmacist required in Medical Store in Siliguri. (M) 9832011520. (C/115213)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Biswanath Biswas Chain Deed No- 2588 Date- 20-06-1997 এই নম্বরে দলিলটি গত 28-02-25 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 9382555825 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। (C/115148)

অ্যাফিডেভিট

আমার এবং বাবার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্স (No-WB6920070897983)-এ ভুল থাকায় ২৭/০২/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sankar Dewan, পিতা- D. Dewan থেকে Shankar Dewan পিতা - Deo Kumar Dewan হলাম। (C/113798)

এয়ার ব্রেক সিস্টেম, ওয়াইপার পাইপলাইন এবং আনুষঙ্গিক প্রণালীর নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৮৩-এসজিইউডি-মডিফিকেশন-২০২৪ তারিখঃ ২৭-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ির ডব্লিউডিজি-৪/ডব্লিউডিপি৪তে আবশ্যক হওয়া পাইপলাইন স্থাপনের সঙ্গে এয়ার ব্রেক সিস্টেম, ওয়াইপার পাইপলাইন এবং আনুষঙ্গিক প্রণালীর নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪৪,৪০,৩২১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৮,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-11/MLDMCH 2023-2024 (5TH Call) Dated-01/03/24 service of hiring vehicles, MSVP/E-NIT-13/MLDMCH 2023-2024 (3RD Call) Dated- 15/03/24 service of pest control, MSVP/E-NIT-16/MLDMCH I) Dated- 03/03/25 supply of EYE Equipment, MSVP/E-NIT-17/MLDMCH 2024-2025 Dated-03/03/25 Supply ce of HBNC & MSVP/E-NIT-15/MLDMCH Dated- 03/03/25 Supply of ENT Equipment items at Malda Medical College & Hospital, Malda.
www.wbhealth.gov.in/ www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in
Or office of the Under signed

MSVP, Malda MCH

৫০ টি এইচএইচপি ডিজেল রেল ইঞ্জিনের পিইউ পেইন্টিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯০-এসজিইউডি-পিইউ পেইন্টিং-২০২৫ তারিখঃ ২৬-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়িতে ৫০ টি এইচএইচপি ডিজেল রেল ইঞ্জিনের পিইউ পেইন্টিং। টেন্ডার রাশিঃ ৬৪,৬০,৪১১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২২,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE

Ref : Notice : No.-04/SRMC/2024-2025, Memo. No. 119/SRMC dated 03.03.2025 on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 25 Nos. of Stall at Bhalo manshi Hat of Phanshidawa Block under Siliguri Regulated Market Committee.
Last date of submission : 24.03.2025 up to 2.00 P.M.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCH BEHAR
RECRUITMENT NOTICE

1. Librarian:
- Qualification: BLIS/Graduate with Diploma in Library Science.
- Work Experience: 0-2 years.

2. IT Technician:
- Qualification: Graduate with sound knowledge in maintenance of IT Systems and Photoshop designing.
- Work Experience: 0-2 years.

Please send your resume at the latest by 14th March 2025
Email ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur, Balurghat
Vill-Paschim Rainagar, P.O- Amritakhanda Hat,
P.S- Balurghat, Dist- Dinajpur, WB, Pin- 733103
(https//balurghat.kvs.ac. in)

Interview for the Contractual Teachers (2025-26)

A walk-in-interview will be conducted at Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur (Balurghat) to prepare a Panel of contractual teachers for the session 2025-26 on 12.03.2025.
Registration is upto **9 AM only** on 12.03.2025
There will be a selection written exam, if there are more candidates for same post.
Interview will be held for the following post.
PGT:- Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer Science, Hindi, Economics & Accountancy.
TGT:- English, Mathematics, Social Science
PRT's, Computer Instructor, Nurse, Special Educator, Counsellor, Yoga Instructor, Balvatika -NTT, Bengali Language Instructor, Doctor, Self defence Trainer, Dance Instructor.
Qualified and interested candidates may download the registration form from the Vidyalaya website (**https//balurghat.kvs.ac.in**) fill up the same and bring it with a set of photocopies of testimonials along with original documents on the day of interview by 9 AM.
Note : -
1. No TA/DA will be paid for attending the interview
2. For PRT and TGT post candidates must be CTET Qualified.
3. PRT must have 24 months D.Ed and CTET Paper 1 Qualified.
4. Candidates must have the essential qualification as per the KVS norms.

Principal
PM SHRI KV Dakshin Dinajpur, Balurghat

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তালিকা নিয়ে হইচই

দুই ফুলের বিবাদ শিলিগুড়িতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : বিজেপিকে নিশানা করে ভুয়ো ভোটারের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুয়ো ভোটার রুখতে দলকে রাস্তায় নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে। দলীয় নেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে নামতে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এবার পালটা অভিযোগ তুলল বিজেপি। নির্বাচন কমিশনের বাইরে কেউ কি ভোটারদের ভোটার কার্ড খতিয়ে দেখতে পারে, প্রশ্ন পদ্ম শিবিরের। এরমধ্যে অবশ্য অন্যায় কিছু দেখছেন না তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভুয়ো নাম ঢুকিয়েছে। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ভূত তাড়াব। প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করবে। আমরা আমাদের কাজ করব। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।' বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের পালটা, 'এটা ভোটারদের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ। পরবর্তীকালে এখান থেকে কোনও ধরনের ব্যাংক সহ অন্য ক্ষেত্রে প্রতারণার ঘটনা ঘটলে তার দায় তৃণমূল নেবে? পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। আমরাও কমিশনে যাচ্ছি।'

ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখছেন তৃণমূল নেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

'২৬-এ রাজ্য বিধানসভার ভোট। তার প্রেক্ষিতে রাজ্য রাজনীতি তপ্ত হয়ে উঠছে ভুয়ো ভোটারকে কেন্দ্র করে। নেত্রীর নির্দেশে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলও ভুয়ো ভোটার ধরতে অভিযানে নেমেছে। দলীয় কর্মীরা ছুটছেন পাড়ায় পাড়ায়। তাঁরা কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন সঙ্গে থাকা ভোটার তালিকা। সোমবার সদলবলে বাগডোগরায় এমন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পাপিয়া। ভোটার লিস্ট হাতে নিয়ে প্রতিটি বাড়িতে বাড়ির কর্তার কাছে পরিবারের সদস্যদের ভোটার কার্ড চাইছেন। সেই কার্ডগুলির সঙ্গে ভোটার লিস্ট মিলিয়ে দেখছেন তাঁরা। পাশাপাশি, প্রত্যেককে শনি এবং রবিবার দলের বিশেষ শিবিরে গিয়ে ভোটার লিস্টে নিজেদের নাম, ঠিকানা পরীক্ষা করে দেখার কথাও বলছেন। বিজেপি ভোটার তালিকায় অনলাইনে প্রচুর ভুয়ো নাম ঢুকিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

তৃণমূলের এমন উদ্যোগে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'কোনও রাজনৈতিক দল বাড়িতে গিয়ে নথিপত্র পরীক্ষা করতে পারে না। এটা নির্বাচন কমিশনের কাজ। কিন্তু তৃণমূল এই কাজটাই করছে। এর বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি মানুষকেও সচেতন করব।' তাঁর অভিযোগ, 'ভোটার তালিকায় যদি কোনও গড়মিল থাকে তাহলে সেটা তৃণমূলই করেছে। বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা থেকে ভূতুড়ে ভোটার তৃণমূলই ঢুকিয়েছে। এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে।' পাপিয়ার বক্তব্য, 'বিজেপি লোকসভা ভোটের সময় তালিকায় ভূতুড়ে নাম ঢুকিয়েছিল। সেই সময় ধরা যায়নি। এখন বিজেপির ছলচাতুরী ধরে ফেলেছি। এবার মানুষের স্বার্থেই দলের তরফে নাগরিকদের ভোটার কার্ড পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

আশঙ্কা

- নেত্রীর নির্দেশে ভুয়ো ভোটার ধরতে পথে তৃণমূল
- ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে কার্ড
- রাজনৈতিক দল কি এমন কাজ করতে পারে, পালটা প্রশ্ন বিজেপির
- প্রতারণার আশঙ্কা উসকে দিচ্ছে পদ্ম শিবির

ভূতুড়ে ভোটার খুঁজলেন মন্ত্রী

গোয়ালপোখর ও চোপড়া, ৩ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে পথে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। সোমবার তিনি গোয়ালপোখরের লোধন, খাগর সহ একাধিক এলাকায় ভোটার তালিকা যাচাই করেন। অন্যদিকে, চাকুলিয়ায় খোঁজখবর নেন বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন ও চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম। তাঁরা কারিয়াত, ঝাড়বাড়ি, বুচাগাড়ি বুথে ভোটার তালিকা যাচাই করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন।

অন্যদিকে, সদর চোপড়ায় সোমবার তৃণমূলের ব্লক দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক আয়োজিত হয়। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'এদিনের বৈঠকে ভোটার লিস্ট নিয়ে আলোচনা হয়।'

আজ তৃণমূলের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে বৈঠক ডেকেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বেলা ১১টায় শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে বর্ধমান রোডের একটি ভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি দুপুর দুটোয় ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বিধাননগর সমবায় সমিতির হল ঘরে বৈঠক হবে। বিকেল চারটায় মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানভা কেন্দ্র নিয়ে নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে বৈঠক হবে। বৈঠকে জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি বিধানসভা এলাকার ব্লক, অঞ্চল কমিটির নেতৃত্ব, বুথ সভাপতি, বুথ লেভেল এজেন্ট সহ সকলকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'সোমবার জেলা স্তরের বৈঠক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভাভিত্তিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। ভোটার তালিকা নিয়েই মূলত এই বৈঠক হবে। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটার তালিকা মিলিয়ে ভূতুড়ে ভোটার বের করা এবং ভোটার তালিকা থেকে সেই নামগুলি বাদ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

বইয়ে চোখ

প্রথম দিন পরীক্ষা শুরুর আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি ছাত্রীদের। সোমবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

পুলিশের তৎপরতায় নির্বিঘ্নে প্রথম পরীক্ষা

পরীক্ষার্থীদের ভয় গেল প্রশ্নপত্র দেখে

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : নির্বিঘ্নে কাটল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনের প্রথম ভাষার পরীক্ষা। সোমবার সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, আটটার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ভিড় লক্ষ করা যায়। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পরীক্ষাকেন্দ্রের গেটের বাইরে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করে তারপর পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ঢোকানো হয়। এবছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট ৩৮টি কেন্দ্রে ৮৯৯৪ জন পরীক্ষায় বসছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কনভেনার রাম ছেত্রী জানান, সুষ্ঠুভাবেই প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে এসএফআইয়ের ডাকা আন্দোলনের ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেজন্য সকাল থেকেই স্কুলগুলির পাশাপাশি রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে এবং পরীক্ষার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এদিন বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। খড়িবাড়িতে পুলিশ সুপারের সঙ্গে ছিলেন নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। ডায়েরি, কভার ফাইল ও পেন দিয়ে শতাধিক পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানান পুলিশ সুপার।

> পরীক্ষা চলাকালীন কোনও অনুষ্ঠানে মাইক কিংবা ডিজে বাজালে আমাদের জানালে পুলিশ গিয়ে আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ করবে।
>
> **প্রবীণ প্রকাশ,** *পুলিশ সুপার দার্জিলিং জেলা*

তিনি বলেন, 'পরীক্ষা চলাকালীন কোনও অনুষ্ঠানে মাইক কিংবা ডিজে বাজালে আমাদের জানালে পুলিশ গিয়ে আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ করবে।' সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী এবার পরীক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হয়। চম্পাসারি থেকে যানজটের ফলে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হয়েছিল ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সীমা ওরাওঁয়ের। হাসমি চকে ট্রাফিক পুলিশের হেল্প ডেস্কে এসে সমস্যার কথা জানাতেই ওই ছাত্রীকে হুটার বাজিয়ে গেটবাজারের লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলে পৌঁছে দেন পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের সাব-ইনস্পেকটর মোহম্মদ জিয়াউল হক। এদিকে কবি সুকান্ত হাইস্কুলের দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সময় পেরিয়ে গেলেও পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে না পারায় মাঝ রাস্তা থেকে দুই ছাত্রীকে নিজের বাইকে চাপিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয় পুলিশ।

অনেক পরীক্ষাকেন্দ্রে একটি মেটাল ডিটেক্টর থাকায় পরীক্ষার্থীদের সার্চ করে ঢোকাতে সময় লেগেছিল বলে জানা গিয়েছে। যা নিয়ে অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিকে প্রথম দিনের প্রথম ভাষার পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আসা মহম্মদ ইমরান জানাল, প্রথমে ভয় লাগলেও, প্রশ্নপত্র দেখে সেই ভয় কেটে গিয়েছিল।

তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে, সাগর বাগচী ও কার্তিক দাস

কর্মীসংকটে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : রাজ্যের সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (এসটিএ) মাধ্যমে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত এসটিএ-র অফিস থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি, সিকিমগামী সমস্ত গাড়ি সহ পরিবহণ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তরটি ভুগছে কর্মীসংকটে। মাত্র একজন স্থায়ী কর্মী দিয়ে হচ্ছে দপ্তরের সমস্ত কাজ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংস্থার এক কর্মী বলেন, 'একজন স্থায়ী কর্মী জানুয়ারিতে অবসর নিয়েছেন। এখন কম্পিউটার চালানোর মতো কেউ নেই। তাই অনলাইনে পারমিটের লিংক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।' বিষয়টি নিয়ে এসটিএ উত্তরবঙ্গ ইনচার্জ মিলটন দাসের বক্তব্য, 'কর্মীসংকট কমবেশি সব বিভাগেই রয়েছে। তবে আরও এক-দুজন কর্মী হলে ভালো হয়। আমরা ওপরমহলে বিষয়টি জানিয়েছি। কর্তৃপক্ষ দ্রুত কর্মী নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে।'

দেরিতে হচ্ছে একাধিক কাজ

এদিকে, কর্মী না থাকায় গ্যাংটক থেকে গাড়ির পারমিট করতে এসে সমস্যার সম্মুখীন হন অমিত কুমার। তিনি বলেন, 'পারমিট পেয়েছি, তবে অনেক দেরি করে। এভাবে দেরি করে পারমিট পাওয়ার কারণে অনেক কাজ আটকে গিয়েছে।' একমাস হয়ে গেলেও পারমিটের রিনিউয়াল করাতে পারেননি মিলন মোড়ের বাসিন্দা সুরজ চিকবড়াইক। তাঁর কথায়, 'ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখ থেকে চক্কর কাটছি। শুক্রবার সারাদিন বসে সন্ধ্যায় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, কর্মী না থাকায় এনবিএসটিসি দপ্তর থেকে কর্মী নিয়ে এসে কাজ চালানো হচ্ছে। তাদের দপ্তর থেকে কর্মী নিয়ে গিয়ে অন্য দপ্তরের কাজ পরিচালনা করা নিয়ে এনবিএসটিসির এক কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তিনি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

বিকল পথবাতি

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : তিন-চার বছর ধরে পথবাতি বিকল। সন্ধ্যার পর থেকে অন্ধকারে ডুবে থাকে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণেশ্বর মোড় থেকে ছোট ফাঁপড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি। সাহু নদীর ব্রিজের ওপর পথবাতিগুলিও বিকল। বাসিন্দাদের আক্ষেপ, স্থানীয় স্তরে শাসক বদলালেও পরিস্থিতি একই জায়গায়।

এ ব্যাপারে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তৃণমূলের সুধা সিংহ বর্তমান প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকারের দিকে আঙুল তুলেছেন। সুধা বলেন, 'বাণেশ্বর মোড় থেকে ছোট ফাঁপড়ি পর্যন্ত রাস্তায় পথবাতিগুলো লাগিয়েছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। আমার সময়ে ছ'মাস পরপর বাতিগুলো সারানো হত। এখন কী হচ্ছে জানি না।'

সুধা প্রশ্ন তুলেছেন, 'এখন প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সবই ওদের (বিজেপির)। তাহলে কাজ হচ্ছে না কেন?' যদিও বর্তমান প্রধান মিতালি মালাকার কোন এলাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথা, 'এলাকায় গিয়ে সবটা খতিয়ে না দেখে কিছু বলতে পারব না।'

এদিকে, শহরের সঙ্গে সংযোগকারী মূল রাস্তাটি সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকার কারণে নিত্যযাত্রী এবং চালকদের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ব্রিজের পাশে চায়ের দোকান রয়েছে নীলম প্রসাদের। রাস্তায় আলো না থাকায় তিনি মেয়েকে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে পড়াশোনা করান। নীলমের বক্তব্য, 'রাস্তায় আলো না থাকায় স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য রাস্তাটি বিপজ্জনক। সন্ধ্যা নামার আগেই আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই।'

এই এলাকায় ২০ বছর ধরে বসবাস করছেন শান্তিগোপাল দাস। তিনি জানালেন, বিগত ৩-৪ বছর ধরে পথবাতি বিকল। তাঁর কথা, 'পঞ্চায়েত সদস্যকে বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও ফল পাওয়া যায়নি। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার সময় ভয় লাগে। পথবাতি না থাকায় রাস্তার আশপাশে কী হচ্ছে, কিছু বোঝা যায় না। অনেক সময় সন্দেহজনক লোকজন ঘোরাঘুরি করে।' তাঁর সুরেই সুর মিলিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জু চৌধুরী, প্রদীপ রায়। সকলেই বিকল পথবাতি সারানোর দাবি তুলেছেন।

অজয়ের দাবি

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে চা পর্যটন প্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জরুরি বৈঠক ডাকার দাবি তুললেন অজয় এডওয়ার্ড। জিটিএ-র সদস্য অজয় সোমবার জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপাকে চিঠি দিয়ে এই দাবি জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পাহাড়জুড়ে বিরোধ হচ্ছে। দ্রুত জিটিএ-র সাধারণ সভা ডেকে সেখানে এই বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যের মতামত নেওয়া উচিত।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ৩ মার্চ : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের বচসা ও মারপিটের ঘটনা ঘটল চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সোমবার মুন্সিগছ ও বেগলুগছ গ্রামের মাঝে একটি জমির একাংশ সহ কিছুটা চা বাগানের জমির মালিকানা নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে ঝামেলা হয়। এদিন একপক্ষ ওই জমিতে চাষ করতে গেলে অপরপক্ষ বাধা দেওয়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এরপরই হাতাহাতিতে জখম হন চারজন।

পরীক্ষার্থীদের টিপ পরাল হিন্দু মঞ্চ

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : সাহায্যের আড়ালে হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান। বিজেপির পথে হেঁটে শক্তি বৃদ্ধিরও চেষ্টা। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে যে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের এমন উদ্যোগ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন সোমবার দিনের শেষে তা স্পষ্ট। পরীক্ষায় এমন চেষ্টা নিয়ে প্রশ্নও উঠছে।

পরীক্ষার্থীদের কপালে দই বা চন্দনের টিপ, কলম বা জলের বোতল এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। পরীক্ষার্থীরাও খোলা মনে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নেয়। কিন্তু কয়েকটি ব্যানার এবং বিজেপির কায়দায় হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বিলির মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনটির আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। নতুন প্রজন্মকে হিন্দুত্বের ধ্যানধারণা দেওয়ার পাশাপাশি একত্রিত করাটাই যে মূল উদ্দেশ্য, তা স্বীকার করছেন মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'হিন্দুত্ব সম্পর্কে সবাই যাতে অবগত হয়, সনাতনীরা যাতে একত্রিত হয়, তার জন্য আমরা ব্লকে ব্লকে সংগঠন তৈরি করছি। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে শহরজুড়েই যোগদান বার্তা সংবলিত পোস্টার ছাপাব।'

বাংলাদেশে অরাজকতার পরিস্থিতির পর থেকেই হিন্দুত্বের পালে হাওয়া দিয়ে রাজনৈতিক রণনীতি সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি। পাশাপাশি, সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে শাখা সংগঠন এবং সনাতনী মতাদর্শে বিশ্বাসী সংগঠনগুলিকে। সক্রিয় হয়েছে মহামঞ্চও। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবার নতুন কৌশলে সংগঠনটি বেছে নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে। বিক্রমাদিত্য বলছেন, 'শুধু নতুন প্রজন্ম নয়, মহিলাদেরও সংগঠনে যুক্ত করতে চাইছি। নকশালবাড়ি থেকে ভালো সাড়া মিলছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার থেকেও সংগঠনে যুক্ত হতে চাইছেন অনেকে।'

মাদক কারবারে না, আগ্রহ ভুট্টা চাষে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা বরাবরই মাদক কারবারের সেফ করিডর হিসাবে পরিচিত। মোটা টাকা উপার্জনের ফাঁদে পড়ে এলাকার অনেকেই এই কারবারে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলির বাসিন্দারা চাষাবাদে মনোযোগ দিয়েছেন। এইসব এলাকায় বেড়েছে ভুট্টার চাষ। এলাকায় হাতির আনাগোনা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। তবে স্থানীয়দের এই উদ্যোগে কৃষি ও বন দপ্তর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় খুশি সকলে।

ইরফান খান নামে এক কৃষক বলেন, 'হাতির হানার ভয়ে ভুট্টা চাষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে বন দপ্তর হাতির হানা রুখতে অনেক সহযোগিতা করছে।' পড়াশোনা করতে করতেও ভুট্টা চাষে ব্যস্ত কর্ণ বর্মন, মায়া ভুজেল, কৃষ্ণা ছেত্রীরা। তাঁরা সকলে জানিয়েছেন, পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজে হাত দিয়েছেন।

নকশালবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক তমালি সরকারের কথায়, 'এই ব্লকে মোট ৩০০ হেক্টর জমিতে এবছর ভুট্টা চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে ১০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টার বীজ সরকারিভাবে বিতরণ করা হয়েছে। হাতির আনাগোনা সত্ত্বেও ভুট্টা চাষের সংখ্যা বেড়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণ, ভুট্টার পোকার ওষুধ দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে।'

কার্সিয়াং ডিভিশনের পানিঘাটার রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ জানিয়েছেন, চার-পাঁচ বছর আগে ডিভিশনের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় হাতির হানার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে বন বিভাগকে। তবে গত বছর তা কমে প্রায় ৩০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, 'রেঞ্জের এক্তিয়ারভুক্ত কলাবাড়ি বনাঞ্চলে দুটি হাতি রয়েছে। তবে ভুট্টার মরশুমে শেষের দিকে হাতির দল বনাঞ্চলে ঘাঁটি গাড়বে। তবে হাতির হামলার মোকাবিলা করতে বন বিভাগ প্রস্তুত রয়েছে।'

মারধরে অভিযুক্ত কাবাডি প্রশিক্ষক

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : বাড়িতে ডেকে দুই ছাত্রী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ উঠল কাবাডি ও ক্রিকেট প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা এই প্রশিক্ষক পপি দালালের বিরুদ্ধে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও পপি মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন।

এদিকে অভিযোগকারী প্রদীপ ঘোষের বক্তব্য, 'গত কয়েকদিন ধরে পপি দালাল আমার আর কৃষ্ণ বাড়ুইয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছিলেন।' এই বিষয়ে পপির সঙ্গে কথা বলতে চায় দুই পরিবার। প্রদীপ জানান, পপি দুই পরিবারকে সোমবার তাঁর বাড়িতে আসতে বলেন। কথামতো এদিন দুপুরে প্রদীপ এবং কৃষ্ণ পরিবার সমেত পপির বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন দুই মেয়ে। প্রদীপের অভিযোগ, 'কথা বলার মাঝে হঠাৎ আমাদের ওপর রড নিয়ে চড়াও হন পপি। এলোপাতাড়ি মারতে থাকেন। আহত হন আমার স্ত্রী রমা ঘোষ, কৃষ্ণের স্ত্রী দীপা বাড়ুই।'

মা-কে মার খেতে দেখে ছুটে যান মেয়ে প্রীতি ঘোষ। তিনিও আহত হন। প্রীতি বলেন, 'সামান্য কথা থেকে এত বড় ঘটনা ঘটে যাবে ভাবতেই পারিনি। মাকে বাঁচাতে গেলে আমার মাথায় আঘাত লাগে। আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছেন ম্যাম (পপি)।'

আহতদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। ঘটনায় দুই পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করে পপির শাস্তির দাবি করা হয়েছে। এদিকে, পপির দাবি, 'আমি কাউকে মারধর করিনি। উলটে প্রদীপ ঘোষ এবং কৃষ্ণ বাড়ুইয়ের পরিবারের লোকেরা আমায় মেরেছে।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনুপস্থিত ৯৪

চোপড়া, ৩ মার্চ : চোপড়া ব্লকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার প্রায় ৫০০ জন পরীক্ষার্থী প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিকে অনুপস্থিতির সংখ্যা কমেছে। সোমবার প্রথম দিনের পরীক্ষায় ৯৪ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। গত বছরের তুলনায় ৫৯৮ জন পরীক্ষার্থী কমেছে এবার। এবার মোট পরীক্ষার্থী ২,১২৯ জন। পরীক্ষাকেন্দ্র ১০টি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। *ইসলামপুরের রামগঞ্জে শুভম শর্মার ক্যামেরায়।*

চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গিয়েছিল, দাবি পরিবারের

বাড়ি থেকে উধাও শিশুর হদিস ঝোপে

ফাঁসিদেওয়া, ৩ মার্চ : দেড় বছরের ছেলেকে ঘরে রেখে চাল কিনতে পাড়ার দোকানে গিয়েছিলেন বাবা-মা। বাড়ি ফিরে দেখলেন, খেলনার মতো খেলনা পড়ে আছে, কিন্তু আশপাশে ছেলে নেই। শেষে বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ঝোপে শিশুটির হদিস পায় পরিবার। সোমবার ফাঁসিদেওয়ার গঙ্গারাম চা বাগানের আঁচানক বস্তিতে ঘটনাটি ঘটেছে। বাবা-মায়ের দাবি, তাঁদের সন্তান এখনও হামাগুড়িই দিতে শেখেনি। নিশ্চিতভাবে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও শিশুর গায়ে কোনও আঁচড় বা কামড়ের দাগ দেখা যায়নি। তাহলে শিশুটিকে কে সেখানে ফেলে গেল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। বনকর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গঙ্গারাম চা বাগানের আঁচানক বস্তিতে চিতাবাঘের আনাগোনা রয়েছে। এর আগেও এখানে একাধিকবার বুনোর দেখা মিলেছে। এদিন ওই দম্পতি ঘরে সন্তানকে রেখে কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়েছিলেন। ঘরে ফিরে সন্তানকে না দেখে তাঁরা চিন্তায় পড়েন। এদিক-ওদিক ছেলের খোঁজ শুরু করেন। শেষে একটি ঝোপ থেকে শিশুর কান্না শুনতে পান তাঁরা। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁদের ছেলে কাঁদছে। সন্তানকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে আসেন দম্পতি। কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালের নেতৃত্বে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দকুমার সুবোধ বলেন, 'এলাকায় আগে অনেকবার চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। এদিন চিতাবাঘ শিশুটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে অনেকের অনুমান।' শিশুর বাবা আশিস লাকড়ার বক্তব্য, 'গ্রামে চিতাবাঘের আনাগোনা রয়েছে। এদিন বুনোই ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও কোনও ক্ষতি করেনি।'

প্রশ্ন কোথায়

- বাবা-মায়ের দাবি, তাঁদের সন্তান এখনও হামাগুড়িই দিতে শেখেনি
- তাই তাঁরা নিশ্চিত, চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায়
- যদিও শিশুর গায়ে কোনও আঁচড় বা কামড়ের দাগ দেখা যায়নি
- সে ঘর থেকে এত দূরে কীভাবে পৌঁছাল, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে

তিনি এমন দাবি করলেও, শিশুর শরীরে প্রাথমিকভাবে চিতাবাঘের কামড় বা আঁচড়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আবার শিশুটি হামাগুড়িও শেখেনি। ফলে সে ঘর থেকে কয়েকশো মিটার দূরে কীভাবে পৌঁছাল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'এলাকায় চিতাবাঘের কোনও পায়ের ছাপ প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে আমরা তল্লাশি চালাচ্ছি। শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'চিতাবাঘ বাচ্চাটিকে মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এমনটা কেউ দেখেননি। বাস্তবে কী ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পাঁচ হাতির মৃত্যুতে সংক্রমণের আশঙ্কা জঙ্গলে

বুনোদের বিরল রোগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩ মার্চ : বেজে গেল বিপদঘণ্টা।

না, শহরে কিংবা গ্রামে নয়। এবার বিপদের শঙ্কা জঙ্গলে।

বিরল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে হাতি। ইতিমধ্যেই পাঁচটি হাতি মারা গিয়েছে বলে খবর। কী এই বিরল রোগ? এর নাম ট্রাইপানোসোমা। মূলত বন্যপ্রাণী এবং গবাদিপশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। গবাদিপশু বিশেষত মোষের শরীর এই রোগের সঙ্গে লড়াই করে কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু বন্যপ্রাণীদের শরীরে সেই ক্ষমতা নেই। জানা যাচ্ছে, ট্রাইপানোসোমা সংক্রামক। ভাইরাসের মতো এক প্রাণীর থেকে আর এক প্রাণীর দেহে সংক্রামিত হয়।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, সন্দেহ করা হচ্ছে এর আগে ট্রাইপানোসোমার সংক্রমণে বৈকুণ্ঠপুর, সুকিয়াখোলা এবং মহানন্দা অভয়ারণ্য মিলিয়ে মোট পাঁচটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। কীভাবে জানা গেল এই রোগের বিষয়টি? কয়েকদিন আগে বাগডোগরা জঙ্গলে এক হস্তীশাবকের পা ফুলে ঢোল হয়ে যায়। তারপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, শাবকটি ট্রাইপানোসোমায় আক্রান্ত।

সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ভারতীয় প্রতিনিধি ঋকজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, 'এই ধরনের রোগ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দেখা গেল। চিকিৎসকরা অন্তত তেমনটাই জানিয়েছেন। এজন্য চিন্তা আরও বাড়ছে। বন বিভাগের পাশাপাশি আমরাও শাবকটির চিকিৎসার জন্য সহায়তা করে যাচ্ছি।'

সংক্রামক ট্রাইপানোসোমা

- মূলত বন্যপ্রাণী এবং গবাদিপশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়
- মোষের শরীর এই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম
- বন্যপ্রাণীদের শরীরে সেই ক্ষমতা নেই
- এক প্রাণীর থেকে আর এক প্রাণীর দেহে সংক্রামিত হয়
- জয়েন্ট, লিগামেন্ট দুর্বল হয়ে যায়
- আক্রান্ত প্রাণী শুয়ে পড়লে বাঁচানো যায় না
- সেইজন্য সবসময় দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়

হাতিরা জানে

- এই রোগের সংক্রামক দিকটি সম্পর্কে হাতিরা অবগত
- দলের মধ্যে কেউ এতে আক্রান্ত হলে বুনোটিকে আলাদা করা হয়

সন্দেহ

- বৈকুণ্ঠপুর, সুকিয়াখোলা এবং মহানন্দা অভয়ারণ্য মিলিয়ে মোট পাঁচটি হাতির মৃত্যু হয়েছে
- সন্দেহ, ওই পাঁচটি হাতিও ট্রাইপানোসোমায় আক্রান্ত ছিল

রক্তের নমুনা

- অসুস্থ হস্তীশাবকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়
- পরীক্ষায় জানা যায়, শাবকটি ট্রাইপানোসোমায় আক্রান্ত
- আরও নিশ্চিত হতে আইভিআরআইতে নমুনা পাঠানো হয়
- সেখান থেকে রিপোর্ট এলে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে

বাঁশ দিয়ে ঘিরে হস্তীশাবককে দাঁড় করিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বাগডোগরা রেঞ্জের ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের সিক্সটিন এফএডি'র সংরক্ষিত এলাকায় ছয় বছরের শাবকটিকে দেখতে পাওয়া যায়। সেদিন থেকেই শুরু হয় তার চিকিৎসা। দেবেশের বক্তব্য, 'ছোঁয়াচে এই রোগ যাতে অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। সোমবার পোর্টেবল মেশিনে এক্স-রে করা হয়। তবে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়ার কথা, 'শাবকটি দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়েছে। বাঁশ দিয়ে চারপাশ ঘিরে শাবকটিকে দাঁড় করিয়ে চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসক এবং বনকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা হাতিটির কাছাকাছি রয়েছেন। শাবকটিকে কোয়ারান্টিন করে রাখা হয়েছে।'

এর আগে চারজনের চিকিৎসক দল গঠন করে শুরু হয় শাবকটির চিকিৎসা। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করতেই জানা যায়, শাবকটি ট্রাইপানোসোমায় আক্রান্ত। আরও নিশ্চিত হতে ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে রিপোর্ট এলে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সোনম।

এই রোগের লক্ষণ কী কী? সোনম জানান, জয়েন্ট, লিগামেন্ট দুর্বল হয়ে যায়। প্রাণীটি শুয়ে পড়লে আর বাঁচানো যায় না। সেইজন্য সবসময় দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। জানা যাচ্ছে, এই রোগের সংক্রামক দিকটি সম্পর্কে হাতিরা নিজেই অবগত। তাই দলের মধ্যে কেউ যদি এতে আক্রান্ত হয়, তখন সংক্রমণের ভয়ে বুনোটিকে দল থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যেই বাগডোগরা বনে আরও একটি হাতির মধ্যে এই রোগের যাবতীয় লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। সেই বুনোটিকেও তার দল থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীরা আপাতত নজরদারি চালাচ্ছেন।

ধরপাকড়ের ভয়ে গ্রামছাড়া

চোপড়া, ৩ মার্চ : পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের অনেকেই এখন ঘরছাড়া। কয়েকদিন আগে পুলিশের কাজের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই গ্রামে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। গ্রেপ্তারি এড়াতে অনেক গ্রামবাসী আত্মীয়পরিজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। সোমবার চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অভিযুক্তদের খোঁজে চুটিয়াখোর এলাকায় তল্লাশি চালান। পুলিশের কাজে কোনওরকম বাধা দেওয়া হলে রেয়াত করা হবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে নির্দোষদের অভয়বাণীও শোনান আইসি।

অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত কালিকাপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা মজিবর রহমানকে গত শনিবার আটক করে পুলিশ। কিন্তু গ্রামবাসীর একাংশ পুলিশের হেপাজত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নেন বলে অভিযোগ। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরের চেষ্টাও চলে। সেদিনের ঘটনায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার সহ চারজন অল্পবিস্তর জখম হন। পুলিশের কাজে বাধায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে চোপড়া থানা। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মজিবর রহমানের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস মেলেনি।

গ্রেপ্তার

চোপড়া, ৩ মার্চ : গত শনিবার ভুট্টাখেতে এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। সেদিনই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। রবিবার রাতে সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়।

খুন, অপহরণে নারী নিরাপত্তায় প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : একদিকে বিবাহিত তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার স্বামী। অন্যদিকে, নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তরুণ। একটি ঘটনা আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার। অন্যটি এনজেপি থানা এলাকার। আর এমন জোড়া ঘটনায় নারীর নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক বিবাহিত তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত ওই তরুণীর নাম পূজা সাহা। দেহ উদ্ধারের পরেই তরুণীর বাবার বাড়ির তরফে অভিযোগ করা হয়, শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওই তরুণীকে খুন করেছে। এমনকি, এই অভিযোগকে সামনে রেখে পূজার পরিবারের সদস্যরা আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন।

আরও অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই ওই তরুণীর ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালাত। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে পূজার স্বামী শুভঙ্কর সাহাকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই তরুণ জানিয়েছে, এই তরুণী বাড়ি পরিষ্কারের কাজ করছিল। এমন সময় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পায়। এরপর তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও সত্যতা জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

অন্যদিকে, ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে বিয়ে করে নেওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম রাকেশ রায়। এনজেপি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ মার্চ এনজেপি থানা এলাকার ওই নাবালিকার পরিবার একটি অভিযোগ দায়ের করে।

গ্রেপ্তার ২

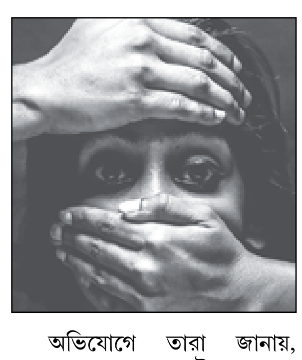

অভিযোগে তারা জানায়, তাদের মেয়েকে কেউ অপহরণ করে ফেলেছে। এরপর এনজেপি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে তিনবাত্তি মোড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে ওই তরুণ ও নাবালিকাকে উদ্ধার করে। তরুণটি ওই নাবালিকাকে নিয়ে তিনবাত্তি মোড়ে থাকা এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ডাম্পার আটক, বিপাকে বিজেপি কর্মীরা

নকশালবাড়ি, ৩ মার্চ : বোল্ডারবোঝাই ডাম্পার আটকানোর কারণে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে বিজেপির অভিযোগ। শনিবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত পানিঘাটা মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারগুলি বেলগাছির মানঝা নদী থেকে নকশালবাড়ির দিকে আসছিল। নকশালবাড়ি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সেগুলি পানিঘাটা মোড়ে আসতেই বিজেপির বেশ কিছু কর্মী–সমর্থক ডাম্পারগুলিকে আটক করেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ওই ডাম্পারগুলির নথিপত্র যাচাই করা হয়। তিনটে ডাম্পারের কাগজপত্র ঠিক থাকলেও বোল্ডারবোঝাই একটি ডাম্পারের অবশ্য তা ঠিক ছিল না।

অভিযোগ, এরপরই সমস্যা শুরু হয়। বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল সভাপতি সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ডাম্পার চালানোর অভিযোগ ছিল। তাই আমাদের কর্মীরা সেগুলিকে আটক করেছিলেন। পরে দেখা যায়, বাকিগুলির কাজগপত্র ঠিক থাকলেও একটি ডাম্পারের কাগজপত্র ঠিক নেই। সেটিকে আটকানোয় আমাদের ওপর এখন চাপ আসছে।' নকশালবাড়ি থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'যে ডাম্পারটিতে কাগজপত্র ঠিক ছিল না সেটিকে আটক করা হয়েছে। মামলা দায়ের করা হয়েছে। যারা নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিয়ে ডাম্পার আটক করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

শুধু বাম জমানার তুলনা

সব এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি। স্বজনপোষণের অভিযোগ বিস্তর। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? তাঁরা কি নিজের কাজটা ঠিক করে করছেন? কী বলছেন আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন অরুণ ঝা।

জনতার চার্জশিট

আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত

জাকির হুসেন
প্রধান, আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : আপনার ভয়ে নাকি এলাকায় বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায় বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। মানুষ মুখ খোলার সাহস পান না। এটা কি সত্যি?

প্রধান : আমার এলাকায় ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। বাম আমলের হিংসার সংস্কৃতি আমি এসে শেষ করেছি।

জনতা : তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি হওয়ার পাশাপাশি প্রধানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এতে নাগরিক পরিষেবা দিতে কি কোনও সমস্যা হচ্ছে?

প্রধান : না, সমস্যা হচ্ছে না। সবটা সামলাতে পারছি। আমি হোলটাইমার। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছি। আবার নাগরিক পরিষেবাতেও কোনও খামতি রাখছি না।

জনতা : আপনার এলাকায় জমি মাফিয়াদের দাপট ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপ করছেন না কেন?

প্রধান : এই অঞ্চলে জমি মাফিয়া বলে কিছু নেই। সবটাই গুজব।

জনতা : এলাকায় সার্বিকভাবে উন্নয়নের গতি নেই। সাঁতালিয়া গ্রামের পাশাপাশি বহু এলাকায় রাস্তা বেহাল। এলাকায় নিকাশিনালা গড়ে ওঠেনি। কেন?

প্রধান : এটা মানতে পারছি না। কারণ বাম আমলে লুটের শিকার হওয়া এই বঞ্চিত এলাকাটি তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই উন্নয়নের মুখ দেখেছে।

জনতা : এখনও বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি কেন?

প্রধান : এলাকার অধিকাংশ সংসদে পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক সংসদে মানুষ জল পাচ্ছেন। বাকি কাজ দ্রুত হয়ে যাবে।

জনতা : সরকারি প্রকল্প নিয়ে স্বজনপোষণ এবং কাটমানি নেওয়ার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সেসব বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : কাটমানি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ আমার কাছে এখনও পর্যন্ত আসেনি। স্বজনপোষণ নিয়েও অভিযোগ নেই। তবে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে কড়া হাতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ২৮
জনসংখ্যা : ৩৭,৩৩৬
(২০১১ *সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)

মহার্ঘ সিলিন্ডার, জঙ্গলে কাঠকুড়ানিরা

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে প্রতিদিন ভোরে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ছোটেন নেপালি বস্তির বাসিন্দারা। এজন্য অনেক সময় তাঁদের বন্যপ্রাণীর হামলার মুখেও পড়তে হয়। বাড়িতে ভরতুকির গ্যাস সংযোগ থাকলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা কাঠ কুড়োতে যান মূলত পেটের দায়ে। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ির বিট অফিসার জাহিরুল আলি বলছেন, 'এভাবে জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা যায় না। আমরা নিয়মিত অভিযান চালাই, মানুষকে সচেতন করি।'

নেপালি বস্তির কমলা দাস, শান্তি রায়, লাইলি ওরাওঁদের মতো অনেকে পুব আকাশে লাল আভা দেখার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের পথে হাঁটতে শুরু করেন। লক্ষ্য, বনের গভীরে পৌঁছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ থাকলেও কেন বনে যেতে হচ্ছে? কমলারা জানাচ্ছেন, দু'বেলা দু'মুঠো বন্দোবস্ত করাই যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে নতুন সিলিন্ডার কেনার কথা তো ভাবাই যায় না।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে নেপালি বস্তির পথে।

ষাটোর্ধ্ব শান্তি রায় বলেন, '৪ জনের পরিবার। যা আয় হয়, তার অধিকাংশই ব্যয় হয় খাবার, ওষুধ এবং অন্য খাতে। নতুন সিলিন্ডার কেনা আমাদের কাছে বিলাসিতা।'

তবে শুধু যে রান্নাবান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছেন, বিষয়টি এমন নয়। লাইলিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দুঃস্থ এই পরিবারগুলিকে দু'মুঠোর সংস্থানের জন্যও কম ঝক্কি পোহাতে হয় না। স্থানীয় বাজারে জ্বালানি কাঠ বিক্রি করে যা উপার্জন হয়, তা দিয়ে কোনওরকমে তাঁদের পেট চলে।

লাইলির বক্তব্য, 'স্বামীর একার পক্ষে সংসার চালানো মুশকিল। জঙ্গল থেকে যে জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনি, তাতে একদিকে যেমন ঘরের রান্নাবান্নাও হয়, আবার তা বিক্রি করে দুটো পয়সাও আসে।'

কিন্তু গভীর জঙ্গলে ঢুকে কাঠ সংগ্রহ করা তো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোনও মুহূর্তে পড়তে হতে পারে বন্যজন্তুর হামলার মুখে। এছাড়া রয়েছে বন দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা। সেসবের তোয়াক্কা না করেই চলছে কাঠ সংগ্রহ। দয়াল লামা নামে একজন বললেন, 'জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ মোটেই সহজ নয়। কিন্তু পেটের তাগিদে সকলে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হন।' অন্যদিকে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, জঙ্গলে এভাবে না ঢোকার জন্য বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। কিন্তু তারপরও ছবিটা বদলায়নি।

এ বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'ওদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করব আমরা।'

গ্রামে গেলেন পুলিশ সুপার

নকশালবাড়ি, ৩ মার্চ : মাদক কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারবার থেকে সরে আসার বার্তা দিলেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। সোমবার প্রথমে নকশালবাড়ি থানায় আসেন তিনি। তারপর চলে যান তোতারামজোতে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে ছিলেন নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন, নকশালবাড়ি থানার ওসি ওয়াসিম বারি।

কয়েক মাস আগে তোতারামজোতের বাসিন্দারা ১৬ জন মাদক কারবারির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তারপরেই ধারাবাহিক অভিযান চলে এই এলাকায়। ওই ঘটনার পর এই প্রথমবার পুলিশ সুপার তোতারামজোতে গেলেন। এদিন চারজনের বাড়িতে যান তিনি। তিনজনই মহিলা। সকলের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রবীণ। যদিও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি পুলিশ সুপার।

বধিরত্ব দূর হবে সঠিক চিকিৎসায়

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : বধিরত্ব দূর করা সম্ভব। বিশ্ব শ্রবণ দিবসে এমনটাই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। শুরুতেই চিহ্নিত করে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে একটি শিশুকে বধিরত্ব থেকে সুস্থ করে তোলা যাবে। সোমবার শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে শ্রবণ বিষয়ক একটি আলোচনায় এমনটাই জানিয়েছেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ আনন্দব্রত বসু। তিনি বলেন, 'বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে বধিরত্ব দূর করা সম্ভব হয়েছে। তবে সচেতনতার অভাবে অনেকেই সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন না। যার ফলে চিকিৎসায় সমস্যা হয়।' এদিনের আলোচনায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আশাকর্মীদেরও হিয়ারিং স্ক্রিনিং সম্পর্কে বোঝানো হয়। কীভাবে কানের যত্ন নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে বোঝান ডাঃ প্রসন্ন দত্ত।

পর্যবেক্ষণ কোর্টের

রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় বাম আমলে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা পেনশন ও অবসরকালীন বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা পাবেন না, এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের।

স্কাইওয়াক উদ্বোধন

১৪ এপ্রিল কালীঘাট মন্দিরের স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হবে। সোমবার নবান্ন থেকে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খবরে খুশি সাধারণ মানুষ।

ছাড়া পেলেন প্রসূন

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ট্যাংরার দে পরিবারের ছোট ছেলে প্রসূন দে। সোমবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিভাবকদের জন্য

হুগলির চুঁচুড়ায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য চাউমিন, বিরিয়ানি, জলের বন্দোবস্ত করল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের এই ব্যবস্থায় খুশি অভিভাবকরা।

মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিন উত্তর কলকাতার একটি স্কুলে। ছবি : আবির চৌধুরী

ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশন যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার না করে, তাহলে তৃণমূল আরও বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিল। অন্যদিকে দেখা গেল, এরাজ্যের ভোটারদের এপিক নম্বর এবং হরিয়ানা ও গুজরাটের ভোটারদের এপিক নম্বর এক।

কমিশনকে সময় বেঁধে দিল তৃণমূল

ভুলের জন্য দায় স্বীকারের দাবি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে দাবি, ভুয়ো ভোটার প্রশ্নে কমিশনকে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে হবে এবং দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ করতে হবে। এজন্য তারা ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, কমিশন যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার না করে, তাহলে দল আরও বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করবে। এই মর্মেই সোমবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল।

.দলের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন, উপ-দলনেতা সাগরিকা ঘোষ এবং লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ একটি ফৌজদারি অপরাধ। এক এপিক নম্বরে দুজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্তকারীদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে চলতি সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল।

সম্প্রতি দিল্লিতে ভোটের পর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকায় বিপুল সংখ্যক 'ভুয়ো ভোটার' রয়েছে। এবার এই একই অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একই এপিক নম্বরে একাধিক রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোটার কার্ডের নম্বর কখনই ইউনিক আইডি নয়। প্যান কার্ড বা আধার নম্বর ইউনিক হলেও ভোটার কার্ডের নম্বর নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই যুক্তি মানতে নারাজ তৃণমূল।

নজরে ভোট/১

তৃণমূলের কড়া বার্তা, 'কমিশনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুল স্বীকার করতে হবে। না হলে আমরা নতুন তথ্য সামনে আনব।'

ভোটার তালিকা থেকে সন্দেহজনক বা 'ভূতুড়ে' ভোটার চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যে তৃণমূল সক্রিয় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের রাজ্য সম্মেলনে সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ার পরই মাঠে নেমেছেন তৃণমূলের নেতারা। দলীয় সূত্রে দাবি, তৃণমূলের এই পদক্ষেপে ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসাবে এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস ছাড়া অন্তত পাঁচটি আঞ্চলিক দলের সমর্থন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি সহ অনেকেই।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, 'আমরা চাই শুধুমাত্র রাজ্যের বাসিন্দারাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যে ভোট দেবেন। শুধুমাত্র বাংলার ভোটাররাই যেন বাংলায় ভোট দেন। প্রকৃত ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। অথচ তাঁদের ভোট দেবেন একই এপিক নম্বরে নাম থাকা ব্যক্তি, এটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা।'

সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'বিজেপি সংবিধানের অবমাননা করছে। এটা বিরাট বড় ধোঁকা। অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। এই ঘটনার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কোন কোন আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন, তাও খুঁজে বের করতে হবে। ' এ প্রসঙ্গে সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, 'এটা পুরোটাই দুর্নীতির খেলা। কমিশন নিজেদের ভুল মানছে না। সিবিআই যদি খাঁচাবন্দি তোতাপাখি হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন খাঁচাবন্দি ময়না।'

উল্লেখ্য, বাংলায় বিধানসভা ভোটের আগে এই ইস্যুতে একদিকে নির্বাচন কমিশন তাদের অবস্থান পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তৃণমূল ক্রমাগত আক্রমণ শানাচ্ছে।

১৭৮২ ভূতুড়ে ভোটারের তালিকা

কলকাতা, ৩ মার্চ : নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে ভূতুড়ে ভোটার তাড়াতে দলের নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য ৩৬ সদস্যের একটি কোর কমিটিও তিনি গঠন করে দিয়েছিলেন। ভোটার তালিকা 'ক্লিন' করার কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে ৬ মার্চ তৃণমূল ভবনে বৈঠক ডাকা হয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী কোর কমিটির সদস্য ছাড়াও দলের জেলা সভাপতিদেরও ওই বৈঠকে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে থাকতে পারেন মমতাও। বিভিন্ন জায়গার ভোটার তালিকা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, মূলত 'এক্সওয়াইজেড' এবং 'এলপিজেড' সিরিজের এপিক কার্ডে এই জালিয়াতি বেশি হয়েছে।

শুধুমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৮২ জন এমন ভোটারের নাম রয়েছে। তাঁদের এপিক কার্ডের যে নম্বর, একই নম্বর গুজরাটের দানিলিমডা, গান্ধিনগর সাউথ, ঘাটলোডিয়া, কালোল, নাবোদা, ঠাক্করবাপা নগর, গোন্ডল, মানসা ও ভেজালপুর, বিধানসভার ৪৮২ জন ভোটারের। তাঁদের এপিক কার্ডের নম্বরে মিল রয়েছে হরিয়ানার বারওয়ালা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদেরও।

তৃণমূল সূত্রে খবর, রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার মহম্মদ সাইদুল ইসলামের এপিক কার্ড

নজরে ভোট/২

নম্বর এক্সওয়াইজেড ০৬০০৪৮১। ওই একই নম্বরের এপিক কার্ড রয়েছে হরিয়ানার বারওয়ালা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার সুনীতার। গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার মানিক রায়ের এপিক নম্বর এলপিজেড ২৫২৫৯৭০। ওই নম্বরেরই এপিক কার্ড রয়েছে গুজরাটের দানিলিমডা কেন্দ্রের নরেশকুমার সোনির। মানিকবাবুর ভাই বিপ্লব রায়ের এপিক কার্ড নম্বর এলপিজেড ২২৬৮০৮৪। ওই নম্বরেরই এপিক কার্ড রয়েছে গান্ধিনগর সাউথ কেন্দ্রের গোমতীবেন ঠক্করের। ঘটনাচক্রে হরিয়ানা ও গুজরাট বিজেপি শাসিত রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে মূলত জাল ভোট করার জন্যই এই ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে ঢোকানো হয়েছে বলেই মনে করছেন তৃণমূলের নেতারা। এখনও পর্যন্ত গুজরাট ও হরিয়ানার ৬১১ জন এরকম ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এরাজ্যের ভোটারদের এপিক নম্বর ও হরিয়ানা ও গুজরাটের ভোটারদের এপিক নম্বর এক।

তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত গোটা রাজ্যে মোট ১৭৮২টি এই জাতীয় ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে। ৬ মার্চ পর্যন্ত সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

জলবণ্টন চুক্তি পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

কলকাতা, ৩ মার্চ : গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ঢাকার প্রতিনিধিদল সোমবার কলকাতায় এসেছে। বাংলাদেশের তরফে ১১ জন এই সফরে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা বৈঠক করবেন। এদিনই ওই প্রতিনিধিদল ফরাক্কা ব্যারেজ পরিদর্শনে গিয়েছে। গঙ্গা ও পদ্মা থেকে প্রবাহিত জলের পরিমাণ ও অবস্থা তারা খতিয়ে দেখে। ফরাক্কা ব্যারেজ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নদীর জলবণ্টনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গঙ্গা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ জল কীভাবে পদ্মায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা। আগামী ৭ মার্চ কলকাতায় একটি বিলাসবহুল হোটেলে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসবেন।

সরকারি সূত্রে খবর, গঙ্গার জলবণ্টন ছাড়াও তিস্তা এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত নদী নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি কার্যকর করার জন্য সেখানকার সরকারের ওপর চাপও আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। মূলত মমতার আপত্তিতেই এই চুক্তি হয়নি। ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ফলে দুই দেশ গঙ্গার জল ভাগ করে নেওয়ার একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করে। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। অর্থাৎ আগামী বছর এটি শেষ হবে। চুক্তির ৩০ বছর উপলক্ষ্যে নতুন করে কিছু পর্যালোচনা ও সংশোধনী আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশ গঙ্গার প্রভাব ও বণ্টন নিয়ে নিয়মিত বৈঠকে বসে। তবে বাংলাদেশ অভিযোগ তোলে, শুষ্ক মরশুমে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে তারা পর্যাপ্ত জল পায় না। যদিও ভারতের দাবি, জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ওঠানামার কারণে কিছু সময়ে জলের পরিমাণ কমবেশি হয়। এবারের বৈঠকে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

গত বছর ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতেই এই বৈঠক হচ্ছে। এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই দেশের কূটনৈতিক মহল। রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'ইন্দো-বাংলাদেশ গঙ্গা-পদ্মা নদী কমিশনের টেকনিকাল কমিটি এসেছে। তারা ফরাক্কা ব্যারেজ পরিদর্শনে গিয়েছে। ৭ মার্চ বৈঠকে আমাদের দপ্তরের প্রধান সচিব উপস্থিত থাকবেন।'

ডাক পড়ল ১১ পুলিশের

কলকাতা, ৩ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এবার ১১ জন পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে সিবিআই। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই কলকাতা পুলিশের থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। তার ভিত্তিতেই হাসপাতালের পুলিশ আউটপোস্টে কর্মরতদের তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, সোমবার তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। মঙ্গলবারও তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

আজ প্রতিবাদ মিছিল ওয়েবকুপার

এখনও হুমকি, ক্ষুব্ধ অধ্যাপকরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকালে যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিল করবে ওয়েবকুপা। ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে যাদবপুর থানায় শেষ হবে ওই মিছিল। শনিবারের ঘটনার পর এখনও উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের অভিযোগ, তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ক্লাস বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, সোমবার বিকালে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর হামলার পালটা অভিযোগ এনে যাদবপুর থানা থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত মিছিল করে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। যদিও মাঝপথেই তাদের মিছিল আটকে দেওয়া হয়। মিছিলে বাম ছাত্রদের পাশাপাশি জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশও অংশগ্রহণ করেন। গোলপার্ক থেকে অপর একটি মিছিল করে বিজেপি যুবমোর্চা। সন্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয় গেটে মুখোমুখি হয় দু'পক্ষ। শুরু হয় উত্তেজনা। যুবমোর্চার এক সদস্য গেটে উঠে বামেদের পতাকা ছুড়ে ফেলে তাদের পতাকা লাগায়। ছেঁড়ে পোস্টার। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। আসে র‍্যাফ। রাত পর্যন্ত উত্তেজনা চলে। এদিন যে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি, তাতে খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

শিক্ষামন্ত্রীর ওপর আক্রমণের ঘটনার দিনই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার হুমকি দিলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। বাম ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের ২-৩ হাজার সমর্থক যাদবপুরে ঢুকলে ওরা বাঁচবে? ওদের সৌভাগ্য যে, ছেলেটা আহত, তা নাহলে কেউ সমবেদনা দেখাত না।' সৌগতর এই বক্তব্যের পালটা এসএফআই নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, 'থানায় পুলিশকে রেখে তৃণমূল সমর্থকরা যাদবপুর ক্যাম্পাসে ঢুকুক। আমরাও বুঝিয়ে দেব।'

শনিবার বিক্ষোভের সময় শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির তলায় পড়ে ইন্দ্রানুজ রায় নামে এক ছাত্রের চাপা পড়ার অভিযোগকে ভুয়ো বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র ও আইটি সেলের সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য। ওই ঘটনার ভিডিও বিশ্লেষণ করে প্রতি সেকেন্ড মেপে তিনি দেখান গাড়ির ধাক্কায় জখম হননি ইন্দ্রানুজ। সিপিএম মিথ্যা ছবি তৈরি করে প্রচার করার চেষ্টা করছে। বাম ছাত্র সংগঠন এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন বিকালে যাদবপুর থানা থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে। মিছিল গোলপার্কের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ মাঝপথে তাদের থামিয়ে দেয়। এই নিয়ে একপ্রস্থ ঝামেলা হয়। ওই মিছিলে উল্লেখযোগ্যভাবে যোগ দেন আরজি কর আন্দোলনের প্রতিবাদী ডাক্তাররা। যদিও জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার বলেন, 'ডাক্তার আন্দোলনের মুখ হিসেবে নয়, মানবিকতার খাতিরে মিছিলে যোগ দিয়েছি। ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে ছাত্রদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না।'

এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে ফের এই ঘটনাকে পরিকল্পিত বলে দাবি করেন অধ্যাপকরা। যাদবপুরের অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল বলেন, 'শনিবারের পর থেকে আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নাম ধরে বলা হচ্ছে, তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের ক্লাস বয়কট করা হবে। আমি ক্যাম্পাসেই থাকি। ওদের এই হুমকিকে ভয় পাই না।' অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আক্রমণের ফলে ৩০ জন অধ্যাপক জখম হয়েছেন।' অধ্যাপিকা চন্দনা সাহা এই ঘটনাকে দেশের ইতিহাসের কলঙ্কিত দিন বলে উল্লেখ করেন।'

যাদবপুরের জল গড়াল হাইকোর্টে

কলকাতা, ৩ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চে বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান একাধিক ব্যক্তি। আবেদনকারীদের দাবি শুনে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক নই।' তবে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয়েছে। বিচারপতি ঘোষও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলন ঘিরে শনিবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিনি আক্রান্ত হন বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি এক ছাত্রও আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় সোমবার রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় এসএফআই। এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এক মামলাকারী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চান। তাঁর আইনজীবী জানান, যাদবপুরের পড়ুয়াদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়েও পুলিশ আউটপোস্ট তৈরি করা হোক। উপাচার্য পড়ুয়াদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের প্রাক্তন কোনও বিচারপতির তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করা হোক। এমনকি সিআইএসএফ বা অস্ত্রধারী পুলিশ মোতায়েন করা হোক ক্যাম্পাসে। এই আবেদন শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'প্রশাসকের কাছে যান, আমি যাদবপুরের প্রশাসক নই।' তবে শনিবারের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন।

এদিকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আইনজীবী শামিম আহমেদ অভিযোগ করেন, যাদবপুরের ঘটনায় পুলিশ কখনও অতিসক্রিয় আবার কখনও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এই ঘটনায় মোট সাতটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার মধ্যে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত দুটি এফআইআর দায়ের করেছে। বামপন্থী পড়ুয়াদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। পড়ুয়াদের মেসে অনৈতিকভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন।

সংঘ চাইছে বিজেপি নেমে পড়ুক ময়দানে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ মার্চ : রাজ্য বিজেপির সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে যেভাবে জলঘোলা হচ্ছে, তাতে শেষপর্যন্ত আরএসএসের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দিনদিন উজ্জ্বল হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে আরএসএস চাইছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজেপি সাংগঠনিক নির্বাচনপর্ব সেরে ভোটের মাঠে নেমে পড়ুক। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে আরএসএসের এই মনোভাবের কথা সদ্য রাজ্যে আরএসএসের এক সাংগঠনিক বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আরএসএসের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে দু'দিনের আলোচনা শেষেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে সংঘের আগ্রহের কথা জানা যায়। রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন পর্ব সেরে অবিলম্বে বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হতে বঙ্গ বিজেপি মাঠে নামুক। যা পরিস্থিতি রাজ্যের তাতে দেরি করলে দলের ফল ভালো হবে না। অথচ রাজ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে এমন কিছু জনবিরোধী ইস্যু তৈরি হয়েছে যা কাজে লাগাতে না পারলে বিজেপিরই ক্ষতি। এইসব আলোচনার ফাঁকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গ সরাসরি না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে ওঠে। ওই সময় আরএসএস নেতৃত্বের যা মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে, তাতে রাজ্যে দলের সভাপতি নির্বাচনে সংঘ পরিবার সরাসরি না হলেও তার প্রভাব খাটাবে। সেক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষ, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর মধ্যে কেউ অগ্রাধিকার পেতে পারেন। এই নিয়ে অবশ্য বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কেউই মুখ খুলতে চাননি।

ইটভাটায় ব্যস্ততার মুহূর্তে। সোমবার বীরভূমের সুপুরে। - পিটিআই

লগ্নিকারীদের জন্য নির্দেশ মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ মার্চ : রাজ্যে বিনিয়োগে লালফিতের ফাঁস কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর সোমবার বিকেলে নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে জোর দেওয়ার কথা বলে তিনি বলেন, 'যে ফাইল আটকে রয়েছে, তা দ্রুত ছেড়ে দিতে হবে। ফাইল কেন আটকে রয়েছে তা খতিয়ে দেখে অবিলম্বে নিষ্পত্তি করতে হবে। কাজে কোনওরকম গাফিলতি চলবে না।' এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। বিনিয়োগকারীরা যাতে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় সমস্ত ছাড়পত্র পেয়ে যান, তার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে একটি সিনার্জিও গঠন করেছেন মমতা। ওই কমিটিতে সমস্ত দপ্তরের প্রধান সচিবরা রয়েছেন। এদিনের বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতি চার সপ্তাহ অন্তর এই কমিটি বৈঠকে বসবে। সমস্ত কাজ তারা খতিয়ে দেখবে। লগ্নিকারীরা বিনিয়োগের সময় যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন তা দেখতে হবে।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন, শিল্পের উন্নয়নই

নবান্নে সিনার্জি বৈঠক

রাজ্যের মূল লক্ষ্য। যে লগ্নির প্রস্তাব এসেছে সেগুলি যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য ভালো করে ফাইল স্টাডি করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, 'গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে সবার আগে নজর রাখতে হবে।' মমতা বলেন, 'কেউ টাকা চাইলে সরাসরি অভিযোগ করুন। সরকারি কাজের জন্য কারোর কাছে টাকা নেওয়া অপরাধ।'

চিড়িয়াখানায় শৈশবে ফিরলেন প্রবীণরা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৩ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন। সবে সকাল ১০টা। আলিপুর চিড়িয়াখানা শুনসান বললেই চলে। হঠাৎই হইচই। ঘুম ভেঙে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন বাঘ মহারাজ। তাকে দেখা মাত্রই শিশুর মতো হইহই করে হাসি-আনন্দে মেতে উঠলেন তাঁরা। ফিরে গেলেন সেই শৈশবে। আজকের প্রবীণরা তখন বাবা-মায়ের হাত ধরে চিড়িয়াখানায় এসে কী আনন্দটাই না করেছেন, সেই গল্পই ফিরতে লাগল তাঁদের মুখে মুখে। বাঘ মহারাজ জানেন না সোমবারই ছিল বন্যপ্রাণ দিবস। আর কলকাতা পুলিশের প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে তৈরি 'প্রণাম' গোষ্ঠীর সদস্যরা এই উপলক্ষ্যে শুরু করলেন 'বাঘ বাঁচাও আন্দোলন'।

বাঘেরা যে জঙ্গলে খাবার পাচ্ছে না, তা আর কারও অজানা নয়। আর তাই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে প্রায়ই বাঘ-বাঘিনীরা খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ছে এই রাজ্যের লোকালয়ে। এই পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এনভায়রন সংস্থার উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবীণ-প্রবীণাদের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত গাড়িতে চিড়িয়াখানা সফরে যোগ দিলেন আলিপুর চিড়িয়াখানার ডেপুটি ডিরেক্টর পিয়ালি বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রবীণদের জানালেন, 'আপনাদের সেই ছোটবেলার দেখা চিড়িয়াখানা কিন্তু অনেকটাই বদলেছে। তবে হ্যাঁ, একই রয়ে গিয়েছে সেই ঝিল আর কয়েকটি পুরোনো এনক্লোজার। আর যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সভা করছি, সেই জায়গাটা পুরোনো আমলে সরীসৃপদের ঘর ছিল, মনে আছে?' জানালেন আরও কত তথ্য। আলিপুর চিড়িয়াখানার বয়স হয়ে গিয়েছে ১৫০ বছর। সেই উপলক্ষ্যে শীঘ্রই এখানে একটি গ্রন্থাগার চালু হচ্ছে। এখানকার সব বই ডিজিটালাইজড করা হয়ে গিয়েছে।

বাঘ বাঁচানোর ডাক দিয়ে নেচার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী ও বিশিষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার শিলাদিত্য চৌধুরী প্রণাম গোষ্ঠীর ৪০ জন প্রবীণ-প্রবীণার হাতে 'বাঘ ছাল রাখি' পরিয়ে দেন। শিলাদিত্যবাবু বলেন, 'ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাঁচ দশক পরে এদেশে বাঘের সংখ্যা ভালোই বাড়ছে। গোটা পৃথিবীর বাঘের সংখ্যার ৭০ শতাংশই ভারতে। যদিও উদ্বেগের বিষয় হল, গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আমরা ৬০টি বাঘকে হারিয়েছি। ব্যাঘ্র সংরক্ষণে আমাদের সচেতনতা ও উদ্যোগ খুব জরুরি।' বিশ্বজিৎবাবু বলেন, '৫০ বছর ব্যাঘ্র প্রকল্প চলার পরেও রয়েল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণে লড়াই শেষ হওয়ার মতো জায়গায় আসেনি। এটা ঠিক যে, বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বাঘ-মানুষের স্বার্থের সংঘাত, অবৈধ শিকার ইত্যাদির কারণে বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১

ভাতার ভাবনা

ভোটমুখী ভাতার প্রতিযোগিতা এখন আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছিল দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু থেকে। এখন দেশের প্রায় সব প্রান্তে সব দল নানা ভাতা বা ছাড়কে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি করে তুলেছে। মহারাষ্ট্র ও দিল্লি বিধানসভা অথবা গত বছরের লোকসভা নির্বাচন- প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ভোটমুখী ভাতা ভোটের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

এটা রাজনৈতিক দলগুলিকে তাৎক্ষণিক সুবিধে দিলেও দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি করছে। সব রাজনৈতিক দলই এখন ভাতা দিতে দরাজহস্ত। নানারকম ভাতা। বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ জমা করা থেকে শুরু করে নিঃখরচায় বিদ্যুতের জোগান, ঋণ মকুবের মতো ভূরিভূরি প্রতিশ্রুতি।

যথাযথ আর্থিক উন্নয়নের আশ্বাসের বদলে আঞ্চলিক দলগুলির পাশাপাশি জাতীয় দলগুলি ভোটারদের চটজলদি কিছু সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার মনোরঞ্জন প্রকল্পে মনোনিবেশ করেছে। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন পাইয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাষায় এটা ছিল 'রেউরি সংস্কৃতি।' কিন্তু ওই ঘোষণার এক বছরের মধ্যে তাঁর দল বিজেপি সরাসরি অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০২২-এর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনেই তা স্পষ্ট হয়।

এমন পাইয়ে দেওয়া ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে সুখকর নয়, তা রাজনৈতিক দলগুলি বোঝে। কিন্তু শুধু ভোটের তাগিদে এই চমকের রাজনীতিতে সব দল গা ভাসাচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে রাজস্ব ঘাটতি এখন ভয়াবহ। নীতি আয়োগের ফিসকাল হেলথ ইনডেক্স অনুযায়ী, গত এক দশকে ওই চার রাজ্যে দরাজ ভোটমুখী ভাতা দেওয়ার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অর্থনীতিতে।

দলগুলি যুক্তি দেয়, এটা মানুষের চাহিদা। সরাসরি অর্থসাহায্য করলে গরিবের উপকার হয়। বাস্তবে এই বক্তব্য অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও মূল্যায়নহীন ভাতা বহুক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে না। এখানে বাজার অর্থনীতির বিশেষ ভূমিকা আছে। বিনা খরচে পরিষেবা দেওয়া হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে চাহিদা ও জোগানে। ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলি বিনিয়োগে আগ্রহ হারায়।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ এজন্য কমতে পারে। অন্যদিকে, ভাতা পেয়ে মানুষের মধ্যে কাজ না করার প্রবণতা তৈরি হয়। সুযোগসুবিধা পাইয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বৈষম্য তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক গাফিলতি হয়। তাতে সমাজে বৈষম্য বাড়ে। ক্ষণিকের সুবিধায় সুদূরপ্রসারী উন্নয়নকে অবহেলা করার মানসিকতা তৈরি হয়।

তাছাড়া ভাতার রাজনীতি দলগুলির নীতি নির্ধারণে শুধু নির্বাচনি লাভক্ষতির অঙ্ককেই বড় করে তোলে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন সেখানে উহ্য হয়ে যায়। কিছুদিন আগে সেন্টার ফর ইকনমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজের এক অনুষ্ঠানে আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর ডি সুব্বারাও বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলি যাতে ভোটমুখী ভাতা ঘোষণায় সাবধানি হয়, সেজন্য কোড অফ কনডাক্ট দরকার।'

সত্যিই তাই। পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টিতে অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষায় আইন থাকা জরুরি। সুনির্দিষ্ট আইন ছাড়া কোড অফ কনডাক্ট করে আখেরে লাভ হবে না। চিনা দার্শনিক লাউত জু বলতেন, 'কাউকে একদিন মাছ দিলে তাঁর সেদিনটা কেটে যাবে। কিন্তু মাছ ধরা শেখালে গোটা জীবনটা ভালোভাবে কাটবে।' কথাটা এক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী।

ভারতীয় নেতাদের বোঝা উচিত, তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের বদলে নীতিগত উন্নয়ন অনেক বেশি জরুরি। শুধু ভোটের কথা ভেবে এমন মনেরঞ্জনের ঘোষণা ভারতীয় অর্থনীতিতে কুপ্রভাব ফেলতে বাধ্য। নীতি নির্ধারকদের বরং কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে দেশবাসীকে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিতে অগ্রণী হওয়া উচিত। দেশের সুরক্ষিত আর্থিক ভবিষ্যৎকে সবসময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা প্রয়োজন। এজন্য সব দলেরই ভোটমুখী ভাতা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এখন।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

পার্থ, ব্রাত্য এবং নয়া 'সিভিক পড়ুয়া'

যাদবপুরে ব্রাত্য বসু দেখালেন, একশোটা শব্দে পঞ্চাশবার দিদির নাম আওড়ালেও দিদির থেকে শেখেননি কিছুই।

শুভাশিস মৈত্র

ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাস লিখতে গেলে, বিধানচন্দ্র রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধীনে কাজ করেছেন এমন শিক্ষামন্ত্রীদের নামে দু'লাইনও কেউ লিখবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকার আমাদের গত দেড় দশকে এমন দুজন শিক্ষামন্ত্রী উপহার দিয়েছেন, যাঁদের নাম বাদ দিয়ে এই রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাস লেখা অসম্ভব। একজন পার্থ চট্টোপাধ্যায়- কোটি কোটি টাকা চুরির অভিযোগে জেলে। অন্যজন ব্রাত্য বসু- যাঁর গাড়ির চাকার নীচে পড়ে ছাত্র হাসপাতালে।

যে ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুরে সেদিন মন্ত্রীর সঙ্গে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কি মন্ত্রী নেমে কথা বলতে এলে তাঁকে ঘেরাও করতেন? সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ যাদবপুরে অমানবিক ঘেরাওয়ের অসংখ্য নজির রয়েছে। অতীতে যাদবপুরের পড়ুয়াদের আন্দোলন, র‍্যাগিং, র‍্যাগিং নিয়ে পড়ুয়াদের বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা, এমন বহু বিষয় নিয়ে সঠিক কারণেই বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু এসব কোনও যুক্তিতেই ছাত্রের গায়ের ওপর দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি চলে যাওয়াকে সমর্থন করা যায় না।

সাম্প্রতিক অতীতে এক গেরুয়া নেতা বলেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এসে কলার ধরে ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশদ্রোহীদের বের করে আনবেন। ছাত্র চাপা দেওয়া গাড়িতে আসীন ব্রাত্যবাবুও কিন্তু এক ধাক্কায় মানসিকতায় প্রায় তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন।

এটা ঠিক, ব্রাত্যবাবুর জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে তিনি নেমে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতেন। অতীতে বহুবার তিনি তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের আন্দোলনের জায়গায় গিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু ব্রাত্যবাবুদের মতো নেতারা, যাঁরা একশোটা শব্দ উচ্চারণ করলে পঞ্চাশবার দিদির নাম আওড়ান, সেই দিদির থেকে তাঁরা কিছুই শেখেননি। গাড়ির মাথায় যতগুলো লাল-নীল বাতিই থাক না কেন, রাজনীতির ইস্কুলে ব্রাত্য যে একজন শেষ বেঞ্চের ছাত্র, তাও প্রমাণ হল এই ছাত্র চাপা পড়ার ঘটনায়।

সরকারের চোখে যা অনিয়ম, তেমন অনেককিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে থাকে। এটা নতুন কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞানচর্চা চলে, সেখানে আঘাত করতে পারলে বাকি সমাজকে শাসন করা সহজ হয়ে ওঠে। সত্য তখন অধীন হয়ে পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির। সেই অপচেষ্টা বড় দল করে যাচ্ছে বড় করে। ব্রাত্যবাবুরা ছোট দল, তাঁরা সেটা করে চলেছেন তাঁদের ঢং-এ। এর আগের শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু বলেছিলেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাক গলাবেন, কারণ তাঁরা শিক্ষকদের মাইনে দেন। ব্রাত্যবাবুর বিভিন্ন মন্তব্যে পরিষ্কার, তিনি যাদবপুরের আন্দোলনকারীদের দুর্বৃত্ত ছাড়া কিছু মনে করেন না।

কোনও প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, সেকথা মনে রেখেও বলা যায়, যাদবপুরের একটা সংস্কৃতি আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক নিতাই বসু তাঁর জীবনকথায় পড়ুয়াদের আন্দোলন এবং উপাচার্যের ভূমিকা নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। গল্পটা ব্রাত্যবাবুদের কাজে লাগতে পারে।

১৯৪৮ সাল, যাদবপুরে সমাবর্তনে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার বলদেও সিং। তখন উপাচার্য ত্রিগুণা সেন। ছাত্র ইউনিয়ন বলল, বলদেও সিং নয়, ডাকা হোক কোনও বিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষা দপ্তর গবেষণার জন্য বিপুল অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছে। ত্রিগুণা সেন ছাত্রদের মেনে নিতে বললেন। ছাত্ররা অনড়।

একদিনের ঘটনা। ছাত্ররা কলেজের গাছের গায়ে আঠা দিয়ে বলদেও বিরোধী পোস্টার সাঁটছেন, হঠাৎ দেখা গেল, পেছন পেছন পোস্টার ছিঁড়তে ছিঁড়তে আসছেন ত্রিগুণা সেন। ছাত্ররা বলল, 'আমরা কষ্ট করে পোস্টার লাগাচ্ছি, আর আপনি সেসব ছিঁড়ে ফেলছেন?' ত্রিগুণা সেন বললেন, 'তোমাদের পোস্টার লাগানোর স্বাধীনতা যেমন আছে, আমারও তেমন উপাচার্য হিসেবে স্বাধীনতা আছে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ওই পোস্টার সরিয়ে ফেলার। তোমাদের তো বাধা দিচ্ছি না আমি।' সমাবর্তনের দিন সকালে হঠাৎ ছাত্রদের দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য আন্দোলনকারী ছাত্র নেতাদের একটি ঘরে ডেকে পাঠালেন ত্রিগুণা সেন। ছাত্র নেতারা সেই ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই সেই ঘরটিতে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হলে তালা খুলে ছাত্রদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন ত্রিগুণা সেন। ছাত্রদের বললেন, 'তোমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের আটকাইনি। বিক্ষোভ হলে পুলিশ তোমাদের গ্রেপ্তার করত, তাই আটকেছি।'

এই গোটা ঘটনার মধ্যে যে ভালোবাসার ছোঁয়া আছে, তার কণামাত্রও দেখা গেল না প্রাক্তন অধ্যাপক, মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর আচরণে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞানচর্চা চলে, সেখানে আঘাত করতে পারলে বাকি সমাজকে শাসন করা সহজ হয়ে ওঠে। সত্য তখন অধীন হয়ে পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির। সেই অপচেষ্টা বড় দল করে যাচ্ছে বড় করে। ব্রাত্যবাবুরা ছোট দল, তাঁরা সেটা করে চলেছেন তাঁদের ঢং-এ। ব্রাত্যবাবুর বিভিন্ন মন্তব্যে পরিষ্কার, তিনি যাদবপুরের আন্দোলনকারীদের দুর্বৃত্ত ছাড়া কিছু মনে করেন না।

বারো বছর আগে গার্ডেনরিচের হরমোহন ঘোষ কলেজের ছাত্র সংসদের ভোটের সময় সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ কনস্টেবল খুন হন। সেই থেকে এক যুগ ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন।

ভয় দুটো। এক, পঞ্চায়েতের মতো করে ভোট করতে না পারলে বহু জায়গায় সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠন হেরে যাবে। দুই, নয়তো চড়াম-চড়াম পদ্ধতিতে জিতলে, ভাগাভাগি নিয়ে উপদলীয় কোন্দলের ঘটনায় খবরের কাগজের প্রথম পাতা ভরে যাবে।

ফলে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে বহু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন আনা হয়েছে বিভিন্ন নবান্ন-অনুগত গোষ্ঠীর অধীনে। তাদের নেতৃত্বে মুম্বই থেকে শিল্পীদের উড়িয়ে এনে জলসার আয়োজনও হচ্ছে। কারা টাকা দিচ্ছে, কাদের হাতে টাকা যাচ্ছে, সবটাই অস্পষ্ট। এর সঙ্গে ভর্তি এবং টাকা সংক্রান্ত অসংখ্য অভিযোগ। নির্বাচন না করে এই যে নতুন এক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হল বহু উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র, সেই বাহিনীই এখন রাজ্যের নতুন 'সিভিক-পড়ুয়া'। আর এসবের সামনে নবান্ন ধৃতরাষ্ট্রের পিতা। ক্ষমতার দুধে-ভাতে বেড়ে ওঠা এই নতুন শক্তির উত্থানের দায় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ব্রাত্য মোটেই এড়াতে পারেন না।

এক যুগ ধরে নির্বাচন বাতিল করে রেখে এই যে ছাত্র রাজনীতি থেকে পড়ুয়াদের দূরে সরিয়ে রাখা হল এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। ক্যাম্পাসের রাজনীতি থেকে রাজনীতির মূলস্রোতে এসেছেন, এমন তালিকায় জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরও অসংখ্য নাম রয়েছে। চোখের সামনে বর্তমান রাজনীতিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে এই বাংলায় ভালো ছাত্রছাত্রীদের মূলস্রোতের রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ এমনি অনেকটা কমে গিয়েছে। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রীর এই যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত, এর ফলে রাজনৈতিক চর্চার অভাবে ভালো লেখাপড়া করা বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আরও বিমুখ হয়ে পড়তে পারে মূলস্রোতের রাজনীতির প্রতি।

ফলে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন বন্ধ রেখে ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে যে শূন্যতার জন্ম দিয়েছেন, তা যদি আমাদের যোগ্য, ভালো লেখাপড়া করা ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ না হয়, তা হলে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবে অযোগ্যরা। অবশ্য এটা ঠিক, তাতে ক্ষমতায় টিকে থাকা, ভোট ম্যানেজ করা, এসব কাজ আরও অনেক সহজ হয়ে উঠবে। যদিও বাংলার জন্য সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হওয়ার ইঙ্গিত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৫৬

কবি তরু দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৩

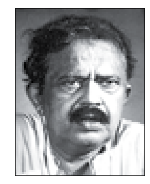

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

মুহাম্মদ ইউনূস অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি। তবে, হঠাৎ কেউ ক্ষমতায় এলে তাঁকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। বাংলাদেশে এর আগে জামায়াতেকে নজরদারিতে রাখা হত। ইউনূসকে তাঁর দক্ষতা দিয়ে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

- অমর্ত্য সেন

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের প্রেক্ষাগৃহে 'ছাবা' সিনেমার পর্দায় ঔরঙ্গজেবের সেনারা শম্ভাজিকে নৃশংসভাবে মারার সময় দর্শকদের চোখের জল মানছিল না। সেই সময় একদল তরুণ হাসাহাসি করায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন অন্য দর্শকরা। পাঁচজনকে হলেই ক্ষমা চাওয়ানো হয়।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ে শিবসেনার তিলকনগর অফিসে মদের আসরের ভিডিও পোস্ট করেছে শিবসেনা-ইউবিটি। অফিসে ছত্রপতি শিবাজি, বালাসাহেবের মতো সম্মাননীয়দের ছবি টাঙানো। সেখানেই টেবিলে সাজানো মদের গ্লাস-বোতল।

জনমন

জনমত

বদলে গিয়েছে রং খেলার ধরন

এখনকার বসন্ত উৎসব যেভাবে উদযাপন করা হয়, আমাদের সময় সেটা ছিল না। আমাদের ছোটবেলায় লাল আবির বা আভা আবির আমরা ঠাকুরকে ছুঁইয়ে বড়দের পায়ে দিয়ে প্রণাম করেছি। তারপর পাড়ায় সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেলেছি কিংবা রাস্তায় বন্ধুরা মিলে সবাই সবাইকে রং লাগিয়েছি। সেইসঙ্গে বালতিতে রং গুলে রাস্তা দিয়ে যাঁরা যেতেন তাঁদের দিকে পিচকারি তাক করে রং ছুড়তাম।

এখন দেখি, শহরের বিভিন্ন মাঠে অপূর্ব উৎসবের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হয়। সত্যিই মন যেন বসন্ত এলেই কেমন আবির আবির গন্ধে ভরে যায়। তার ওপর থাকে পলাশ ফুলের সাজ। অল্পবয়সি থেকে বয়স্করা সবাই সেজেগুজে উৎসবে মেতে ওঠেন, সঙ্গে বেজে ওঠে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত গানের কলি- 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।

মিঠু ঘোষ
নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

আশিঘর মোড়ে 'জলাতঙ্ক'

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আশিঘর মোড়ে জলাতঙ্কে ভুগছেন মানুষজন। ডাবগ্রাম ২ নম্বর অঞ্চলের ১৯/২৯ পার্টের এবং ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনস্থলে মেইন রোড ছোঁয়া ড্রেনটির নিকাশি ব্যবস্থা এতই অপরিকল্পিত যে, ড্রেন উপচে জল রাস্তায় চলে আসে নিয়মিত। এতে প্রায় তিন মাস ধরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পথচলতি মানুষ, স্কুল পড়ুয়া ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

ড্রেনের জলের তীব্র গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা ও প্রধানকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি পেলেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি।

প্রতিদিন এই আশিঘর মোড় দিয়ে অনেক ভিআইপি সহ হাজার হাজার লোক ও প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। অথচ সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। এমতাবস্থায় মেয়র, এলাকার বিধায়ক ও সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রাজীব দাস
আশিঘর মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রেম ঋতু আসলে কুসুমের মাস

পৃথিবীর সব জ্যামিতি বদলে গেছে, তবু বসন্তে প্রেম পুরোনো অ্যাপসেই ডাউনলোড হয় প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

সম্প্রতি একজন স্বামী নিজের কিডনি বেচে সেই টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার পরও তাঁর স্ত্রী সেই টাকা নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে চম্পট দিয়েছেন। খবরটা যাঁরা পড়েছেন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন, তাঁরা কেউ হতাশ কেউ বা হতবাক। মানুষের মন বলে কি কিছু নেই? সবাই 'কুসুম'!

বিজ্ঞান বলছে, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে জন্ম নেয় প্রেম। প্রেমের হরমোন অক্সিটোসিন। জমা হয় পিটুইটারিতে। সেখান থেকে ক্ষরণ হয়েই মানুষকে মদনবাণে জর্জরিত করে। পরবর্তীতে প্রাথমিক উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে 'ডোপামিন'। দিল ধকধক অর্থাৎ হৃৎস্পন্দনের বৃদ্ধি, হাতের তালু ঘেমে ওঠা ইত্যাদি।

সুখে সংসার করতে চাওয়া মানুষটি নিজের শরীর থেকে জরুরি অঙ্গ খুলে দিয়েও কুল রাখতে পারলেন না। কেননা তাঁর স্ত্রী 'ডাকাতিয়া বাঁশি'র সুর শুনে ফেলেছিলেন। আমাদের কাব্য সাহিত্যে পাই, সমাজ সংসার তোয়াক্কা না করে রাতবিরেতে অভিসারে বেরিয়ে পড়া রাধাকে কেউ আটকাতে পারেনি।

প্রেম সম্ভবত উচিত অনুচিত, মানবিকতার তোয়াক্কা করে না। প্রেমই একমাত্র সত্য, একমাত্র সুন্দর। বালি এলাকায় একই বাড়ির দুই গৃহবধূ, সম্পর্কে দুই জা বাড়িতে কাজ করতে আসা রাজমিস্ত্রির হাত ধরে সমাজ সংসারকে মিথ্যা করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রেম জাত, ধর্ম, শিক্ষা, রুচি, অর্থ, সামাজিক অবস্থান— কোনও কিছুকে তোয়াক্কা করে না। সবকিছুই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে সর্বশক্তিমান পিটুইটারি। তার নির্দেশেই প্রেমিক-প্রেমিকার যাবতীয় কর্মসূচি নির্ধারিত হতে থাকে। তখন আমি কে? তুমি কে? শুধু কি শারীরিক সৌন্দর্য প্রেমের জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার জন্য দায়ী!

কিছু মানুষ বুদ্ধিমত্তার প্রেমে পড়ে। বিজ্ঞান বলছে, এই গোত্রের মানুষ হন 'স্যাপিওসেক্সুয়াল'। এদের প্রেম অনুভূতি ও যৌনতা আবর্তিত হয় বুদ্ধিমত্তা দেখে। বিভূতিভূষণের কনিষ্ঠা স্ত্রী কল্যাণী তাঁর চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট ছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখার প্রেমে পড়ে কল্যাণী বিভূতিভূষণের জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে গেলেন। এই পংক্তিতে পড়বেন সলমন রুশদি, সত্যজিৎ।

সব প্রেম সার্থকতা পায় না। অবশ্য এই সার্থকতা প্রচলিত ধারণার সার্থকতা। মিলনাত্মক পরিণতি প্রেমের সার্থকতার মাপকাঠি হতে পারে না। প্রেমের গভীরতাই আসলে প্রেমের সার্থকতা। তা মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক হতে পারে। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা'য় দেখি-প্রেমের মিলনান্তক পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ফ্লোরেন্টিনো আরিজা ও ফারমিনা ডাজাকে একটা গোটা জীবন। ফ্লোরেন্টিনো আরিজা অকৃতদার হয়ে শুধু অপেক্ষা করে থেকে গিয়েছিল। ফারমিনা ডাজা বিবাহিত জীবন পার করে স্বামীর মৃত্যুর পর পুরোনো সম্পর্কে ফিরছে যখন, তারা দুজনই জীবনের উপান্তবর্তী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা।

কবি বিনয় মজুমদার যেভাবে আহ্বান করেছেন তাঁর জীবনের অতৃপ্তিকে, তা রাধার 'ভাবসম্মীলন'কেই মনে করায় – "আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা'/ রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো"।

পৃথিবীর সব জ্যামিতি বদলে গেছে, তবু এই কৃষ্ণচূড়ার বসন্ত ঋতুতে প্রেম আজও পুরোনো অ্যাপসেই ডাউনলোড হয় প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে। ভালো প্রেম, খারাপ প্রেম, বঞ্চিত প্রেম, বঞ্চনার প্রেম হয়ে রয়েছে আসলেই 'প্রেম'।

(লেখক বালুরঘাটের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮০

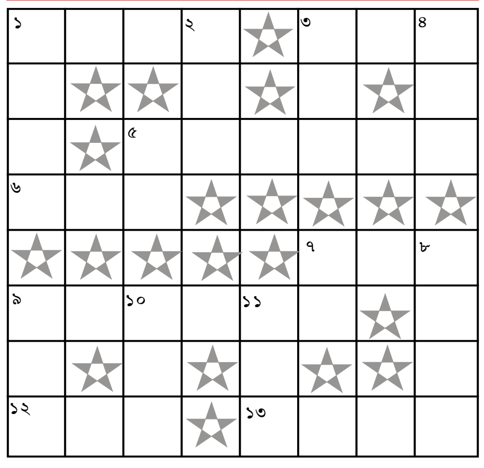

পাশাপাশি : ১। ক্ষৌরকারের কাজ, ক্ষৌরকর্ম ৩। ফারসি শব্দ যার অর্থ বিপ্লব ৫। আজেবাজে কথা, বকবকানি,অবাস্তব কথা ৬। অপছন্দ, বিরক্তি, বৈরাগ্য, অসম্প্রীতি ৭। যমজ, ভিন্ন অর্থে সমোচ্চার্য শব্দ ব্যবহারের অলংকার ৯। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিতদের উপাধি,'তন্ত্রসার' গ্রন্থের সংকলন কর্তা কৃষ্ণানন্দ ১২। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৩। বকুনি ভর্ৎসনা, নিন্দা।

উপর-নীচ : ১। আজেবাজে, অবজ্ঞার যোগ্য, তুচ্ছ ২। বড় পুকুর, দিঘি, গভীর জলাশয় ৩। গুজরাটি নৃত্যবিশেষ ৪। কৌতুক, তামাশা ৫। আগুন, অগ্রভাগ, রঙ্গ ৭। খ্যাতি, কীর্তি, সুনাম ৮। অন্য কথা, কথা বলার ফাঁকে, কথা কাটাকাটি ৯। হিন্দু উগ্রক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ ১০। মহড়া, অভিনয়াদির অভ্যাস ১১। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, পণ্ডিত।

সমাধান ■ ৪০৭৯

পাশাপাশি : ১। কুম্ভক ৪। বিগ্রহ ৫। ধাম ৭। পয়রা ৮। মহাবীর ৯। ধনুর্বেদ ১১। হালুই ১৩। করী ১৪। মনিব ১৫। লায়েক।

উপর-নীচ : ১। কুলুপ ২। কবিরা ৩। বিহঙ্গম ৬। মন্দার ৯। ধমক ১০। দয়াময় ১১। হাবলা ১২। ইলেক।

বিন্দুবিসর্গ

রোহিত বিতর্কে পিছু হটল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : দেশকে আরও একটা আইসিসি ট্রফি দেওয়ার লক্ষ্যে যখন ঘাম ঝরাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল, তখন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে তর্জায় সরগরম জাতীয় রাজনীতি। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে ব্যর্থতার পর সবাইকে অবাক করে হিটম্যানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ। যাকে কেন্দ্র করে তর্জায় জড়িয়েছে বিজেপি-কংগ্রেস। তবে পরিস্থিতি আঁচ করে শামার মন্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে শতাব্দী প্রচীন দল। দলীয় মুখপাত্রকে রোহিত শর্মা সম্পর্কিত পোস্ট মুছে ফেলতে বলা হয়েছে। তবে জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের বিরুদ্ধে শামা মহম্মদের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। ক্রিকেট সংস্থার সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, 'রোহিত শর্মা সম্পর্কে মোটা-লজ্জাজনক পোস্টটি অপমানজনক।' অন্যদিকে, কংগ্রেস মুখপাত্রের সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। সব মিলিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে গভীর হয়েছে শর্মাজির ছায়া।

রোহিতকে 'মোটা', 'সাধারণ মানের প্লেয়ার', 'সাধারণ অধিনায়ক'-এর মতো বাছাই করা বিশেষণে ভরিয়ে দিয়েছিলেন শামা মহম্মদ। বিজেপির তরফে যার পালটা জবাব এসেছে। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা শামার বক্তব্যকে ভারতবিরোধী কাজ আখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার নিউজিল্যান্ড ম্যাচে রোহিত আউট হওয়ার পর। ভারত অধিনায়কের ব্যর্থতার পর সামাজিক মাধ্যমে কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ লেখেন, 'ক্রীড়াবিদদের নিরিখে রোহিত শর্মা তুলনায় মোটা। ওজন কমানো দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের বোধহয় সবচেয়ে সাধারণ অধিনায়কও। সৌরভ, শচীন, দ্রাবিড়, ধোনি, কোহলি, কপিলদেবদের তুলনায় ওর মধ্যে বিশ্বমানের কী গুণ রয়েছে? ভাগ্যক্রমে অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন। মাঝারি মানের খেলোয়াড়, মাঝারি মানের অধিনায়ক।' পরে অবশ্য সেই পোস্ট মুছে ফেলেন তিনি। দলের প্রচারবিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা জানিয়েছেন, শামা মহম্মদের বক্তব্য দলের অবস্থান নয়। তাঁকে বিতর্কিত পোস্ট মুছে ফেলতে বলা হয়েছে।

এদিকে বিজেপি মুখপাত্র পুনাওয়ালা বিভিন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধির ব্যর্থতাকে তুলে ধরে কটাক্ষ করে পোস্ট করেছেন, 'দিল্লি নির্বাচনে ৬টা শূন্য, ৯০ শতাংশ নির্বাচনে হার দুর্দান্ত, কিন্তু টি২০ বিশ্বকাপ জয় নয়! অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের ট্র্যাকরেকর্ড খুব ভালো। আসলে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা, ভারতবিরোধিতাকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ওরা। এবার কংগ্রেসের টার্গেট ভারতীয় দলও।'

আরও সংযোজন, 'রোহিতের শরীর নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য কার্যত বডি শেমিংয়ের নামান্তর। ওরাই প্রমাণ করছে কংগ্রেস তথাকথিত 'ভালোবাসার দোকান' নয়, আদপে 'ঘৃণার দূত'। নিজের দল ও নেতার বিগ-জিরো নিয়ে ভাবুন। যার নেতৃত্বে ১৪০-এর মধ্যে ১০০টিতে জয়, টি২০ বিশ্বকাপ এসেছে, সে কি না সাধারণ! পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের জয় সহ্য হচ্ছে না কংগ্রেসের। তাই বিষ ছড়াচ্ছে দেশের বিরুদ্ধে।' গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের আগে প্রিয় তারকাকে নিয়ে কটাক্ষে চটেছেন রোহিত ভক্তেরাও। সামাজিক মাধ্যমে কংগ্রেস মুখপাত্রকে রীতিমতো তুলোধোনা করা হয়েছে। 'আপনার নেতা রাহুল গান্ধি। আপনার মুখে এরকম কথা শোভা পায় না।' 'রাজনীতি করেন, সেখানেই মন দিন, ক্রিকেট নিয়ে দয়া করে ঢুকবেন না', 'রোহিত শর্মার জয়ের হার ৭২ শতাংশ, রাহুল গান্ধির ৬ শতাংশ' লিখেছেন পালটা তোপ দেগে। উলটো পথে হেঁটেছেন তৃণমূলের সৌগত রায়। তাঁর পালটা বক্তব্য, শুনেছি ইদানীংকালে রোহিত শর্মার পারফরমেন্স বেশ খারাপ। তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন, তাছাড়া ২, ৩, ৪, অথবা ৫ রান করার পরে আউট হয়ে গিয়েছেন। তাঁর দলে থাকা উচিত নয়। ভারত জিতছে কারণ অন্য খেলোয়াড়রা ভালো খেলছেন, কিন্তু অধিনায়ক অবদান রাখতে পারছেন না।

'ও মোটা, অত্যন্ত সাধারণ মানের'

“ ক্রীড়াবিদদের নিরিখে রোহিত শর্মা তুলনায় মোটা। ওজন কমানো দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের বোধহয় সবচেয়ে সাধারণ অধিনায়কও। সৌরভ, শচীন, দ্রাবিড়, ধোনি, কোহলি, কপিল দেবদের তুলনায় ওঁর মধ্যে বিশ্বমানের কী গুণ রয়েছে? ভাগ্যক্রমে অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন। মাঝারি মানের খেলোয়াড়, মাঝারি মানের অধিনায়ক।

শামা মহম্মদ, কংগ্রেস মুখপাত্র

“ রোহিত শর্মা সম্পর্কে মোটা-লজ্জাজনক পোস্টটি অপমানজনক।

দেবজিৎ সইকিয়া, বিসিসিআই সচিব

বাড়ির পথে একসারিতে স্কুল পড়ুয়ারা। সোমবার ফিলিপিন্সের ম্যানিলাতে।

রণবীরকে পডকাস্ট চালুর অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : শীর্ষ আদালতে বড় স্বস্তি মিলল ইউটিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়ার। তাঁর পডকাস্ট বন্ধের আবেদন খারিজ করে তাঁকে শর্তসাপেক্ষে অনুষ্ঠান চালানোর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় রেখে রণবীর তাঁর পডকাস্ট চালিয়ে যেতে পারবেন। আদালতের কথায়, 'রণবীর বলেছেন, পডকাস্ট বন্ধ থাকলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁর অধীনে থাকা কর্মীরা। তাই নৈতিকতা ও শালীনতা বজায় রেখে যদি তিনি অনুষ্ঠান চালাতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারেন।' একইসঙ্গে রণবীরকে সতর্কবার্তা দিয়ে বিচারপতিরা বলেন, 'বলিউডে সৃজনশীল ও প্রতিভাবান কৌতুক শিল্পী কিংবা লেখকের অভাব নেই। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত পডকাস্ট নির্মাতা রণবীরের।'

মাধবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়

মুম্বই, ৩ মার্চ : আর্থিক জালিয়াতি ও নিয়মভঙ্গের অভিযোগে সেবির প্রাক্তন প্রধান মাধবী পুরী বুচ সহ অন্যান্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আপাতত কোনও পদক্ষেপ করবে না দুর্নীতি দমন সংস্থা (এসিবি)। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের সঙ্গে প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় মাধবী, সেবির ৩ আধিকারিক এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) ২ কর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পক্ষে রায় দিয়েছিল মুম্বইয়ের এক বিশেষ আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদনে সেবি ও বিএসই-র হয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং আইনজীবী অমিত দেশাইয়ের বক্তব্য, অভিযুক্তদের নোটিশ না পাঠিয়েই রায় ঘোষণা করেছে আদালত। তাই এই রায় আইনি দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর হাইকোর্টের বিচারপতি শিবকুমার দিঘের বেঞ্চ মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করতে এসিবিকে নির্দেশ দিয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীদের নিয়েই চিন্তা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে তাঁর সরকারের কোনও চিন্তা নেই। বর্তমানে মার্কিন সরকারের যাবতীয় দুশ্চিন্তা আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে। নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এই মন্তব্যই করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমরা পুতিনকে নিয়ে কম ভাবব। অভিবাসী ধর্ষক, মাদক ব্যবসায়ী, খুনি ও মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে আমেরিকায় আসা ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের বেশি করে ভাবতে হবে। যাতে আমাদের দশা ইউরোপের মতো না হয়।' কিছুদিন আগে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্নে কমিয়ে আনতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে অভিবাসী হামলা এবার শেষ।'

ট্রাম্পের বক্তব্য অনুযায়ী, এবছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ প্রবেশের চেষ্টা সবচেয়ে কম হয়েছে। মেক্সিকো সীমান্তে মার্কিন বাহিনী ৮,৩২৬ জনকে আটক করে। তাদের আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবৈধ অভিবাসী প্রসঙ্গে পূর্বতন বাইডেন সরকারকে এক হাত নিয়ে ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের আমলে এক মাসে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ ঘটে ৩ লক্ষ মানুষের। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক কূটনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছেন না ট্রাম্প। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, আমেরিকায় অবৈধ অভিবাসীদের উৎখাত করা, অপরাধ ও মাদক কারবার বন্ধ করা।

ট্রাম্প নীতিতে সায় নেই অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর

ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ : আমেরিকা ফার্স্ট ও মার্কিনদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি কার্যভার গ্রহণের প্রায় দেড় মাসের মধ্যেই মার্কিনদের মোহভঙ্গ হয়েছে। কারণ ক্ষমতায় বসেই কয়েক সপ্তাহে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যেভাবে দেশ পরিচালনা করছেন তাতে তাঁর প্রতি আমেরিকানদের নীতিবাচক মনোভাবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্ধেকেরও বেশি মার্কিন ট্রাম্পের অভিবাসন, শুল্কনীতি, গাজা সংঘাত ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ওভাল অফিসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

আমেরিকার একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, রিপাবলিকান নেতার জনপ্রিয়তায় এখন ভাটা চলছে। ট্রাম্পের দেশ পরিচালনা ও নীতি নিয়ে আমেরিকার এক প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম সমীক্ষা নিয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, ৫২ শতাংশ মার্কিন ট্রাম্পের বিভিন্ন কাজের পন্থা-পদ্ধতি সমর্থন করছেন না। ৪৮ শতাংশ ট্রাম্পের পক্ষে মত দিয়েছেন। এ হল সাধারণ আম মার্কিনের অভিমত। রিপাবলিকানদের ৯০ শতাংশ ট্রাম্পের পক্ষে। ৯০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার তাঁর কার্যকলাপের বিরোধী।

আমেরিকার সাধারণ মানুষ ট্রাম্পের বর্তমান নীতি-পদ্ধতির সমালোচনা করলেও তাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও অসুবিধা হবে না। তাঁকে কোনও চাপের মুখে পড়তে হবে না। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৮-এর ৭ নভেম্বর ।

তেলেঙ্গানা সুড়ঙ্গ

এখনও আটকে ৮ জন শ্রমিক

নাগারকুর্নুল, ৩ মার্চ : টানা ১০ দিন ধরে চেষ্টা চলছে। কিন্তু তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া আটজন শ্রমিককে উদ্ধার করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও তাঁদের কাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ উদ্ধারকারীরা। ফলে উদ্বেগ বাড়ছে।

নাগারকুর্নুল জেলায় ধসে পড়া সুড়ঙ্গে আটকে পড়াদের উদ্ধারে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার (জিপিআর) ব্যবহার করে ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এনজিআরআই) একাধিক জায়গায় সমীক্ষা চালিয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত শুধু ধাতব বস্তু ছাড়া আর কিছুই শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গেও কথা বলেন। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিক প্রসন্ন কুমার সোমবার জানান, অভিযান পুরোদমে চলছে। কিন্তু হাজার চেষ্টার পরেও এখনও পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে পাঠিয়েছে। আমরা তাঁদের কথামতো কাজ করছি।

টমাস গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী। তিরুবনন্তপুরমে।

ভাইপোকে দল থেকে বহিষ্কার বুয়ার

লখনউ, ৩ মার্চ : ভাইপোদের স্বস্তি নেই!

পিসি মায়াবতী রবিবার বসপার জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ভাইপো আকাশ আনন্দকে। সোমবার সরাসরি দল থেকেই বহিষ্কার করলেন তাঁকে। সোমবার মায়াবতী তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, 'বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ও শ্রদ্ধেয় কাঁসিরামের আদর্শ এবং দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার স্বার্থে আকাশ আনন্দকে তাঁর শ্বশুরের মতোই বহিষ্কার করা হল।'

সোমবার সকালে তাঁকে দলের সব পদ থেকে সরানোর বিষয়ে দলনেত্রীর সিদ্ধান্তকে 'সর্বান্তঃকরণে সমর্থন' করে আকাশ বলেছিলেন, 'উনি আমাদের দলনেত্রী। ওঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই অলঙ্ঘনীয়।' এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি মায়াবতীজির একজন কর্মী এবং তাঁর নেতৃত্বেই আমি ত্যাগ, আনুগত্য এবং নিষ্ঠার অবিস্মরণীয় পাঠ শিখেছি।' যদিও পাশাপাশি তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ছিল, 'এই ঘটনা আমাকে আবেগপ্রবণ করেছে। কিন্তু এটি আমার কাছে এক বড় পরীক্ষা। এখনও অনেক লড়াই বাকি।'

বহিষ্কারের কারণ নিয়ে বিএসপি বলেছে, আকাশের ওপর তাঁর শ্বশুর তথা সদ্য বহিষ্কৃত বিএসপি নেতা অশোক সিদ্ধার্থের প্রভাবের জেরেই ক্ষুব্ধ মায়াবতীর এই পদক্ষেপ। অশোককে সঙ্গে নিয়ে বিএসপি ভাঙার চেষ্টা শুরু করেছিলেন আকাশ। গোপনে যোগাযোগ করেছিলেন 'বিক্ষুব্ধ' নেতাদের একাংশের সঙ্গে। কিন্তু তা ফাঁস হওয়াতেই এই পদক্ষেপ।

কেন্দ্রকে চাপ দিতে তৃণমূলের প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : আগামী সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে চাপে ফেলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে খবর, শুধু রাজ্যের নয়, জাতীয় সমস্যাগুলিও সংসদে তুলে ধরবে তারা।

তৃণমূলের প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা। দলের অভিযোগ, বিজেপি এবং কেন্দ্রের মদতে বাংলার ভোটার তালিকায় অনিয়ম হচ্ছে। বিশেষ করে, একই এপিক নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নাম এবং ভিনরাজ্যের ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রকে আক্রমণ শানাতে চলেছে তৃণমূল। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ৪-৫টি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বকেয়া অর্থপ্রদানের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবক্ষয়ের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ও সংসদে জোরালোভাবে তুলে ধরতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদরা। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণপাত করেনি। তাই এবারের বাজেট আলোচনার মঞ্চেই এই বিষয়গুলি নিয়ে সরব হবে তৃণমূল।

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের অভিবাসীদের শিকল পরিয়ে পাঠানোয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিরুত্তর নিয়েও সংসদ অধিবেশনে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।

যাদবপুর কাণ্ডে প্রতিবাদ দিল্লিতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে দিল্লিতে রাজ্য সরকারের সরকারি অতিথিশালা বঙ্গভবনে বিক্ষোভ দেখালেন এসএফআই-আইসার সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা।

ব্যারিকেডের সামনে বসে টানা বিক্ষোভ চলে পড়ুয়াদের। দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম নেত্রী ঐশী ঘোষের নেতৃত্বে সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ এসএফআই-এর সমর্থকরা দিল্লির হ্যালি রোডের বঙ্গভবনে এসে জড়ো হন। যদিও দিল্লি পুলিশের তরফে আগে থেকেই মোতায়ন করেছিল প্রচুর সংখ্যক পুলিশ কর্মী এবং ব্যারিকেড দিয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছিল। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সেখানেই বসে পড়েন এবং বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন বাকি আছে। অবিলম্বে সেখানে নির্বাচন করাতে হবে এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অপসারণ চেয়ে এদিন বঙ্গভবনের সামনে টানা স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

জর্ডন সীমান্তে গুলিতে নিহত ভারতীয়

আম্মান, ৩ মার্চ : জর্ডন সীমান্ত থেকে অবৈধভাবে ইজরায়েলে ঢুকতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। টমাস গ্যাব্রিয়েল পেরেরা নামে ওই যুবককে জর্ডন সীমান্তরক্ষী বাহিনী গুলি করেছে। তিনি কেরলের তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু এডিসন। ৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। এডিসন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। জর্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে পেরেরার পরিবারকে এই খবর জানানো হয়েছে। পেরেরা ও তাঁর বন্ধু কেন ইজরায়েলে যেতে গিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। সূত্রের খবর, দুই বন্ধুর সঙ্গে টমাস গ্যাব্রিয়েল পেরেরা পর্যটক ভিসা নিয়ে জর্ডন বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার কয়েকদিন পর পেরেরা ও এডিসন অবৈধভাবে ইজরায়েলে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। পেরেরার বন্ধু আহত এডিসন সম্প্রতি কেরলে ফিরেছেন।

১৬ দিন আগে শাহজাদির ফাঁসি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শিশুসহায়িকার কাজে নিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের বান্দার বাসিন্দা শাহজাদি খানের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেই তথ্য আমিরশাহি প্রশাসন ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় দূতাবাসকে জানিয়েছে। সোমবার মেয়ের প্রাণদণ্ড কার্যকর হওয়ার খবর জানতে পারলেন তাঁর বাবা সাবির খান।

কাজের সন্ধানে পাচার হয়ে যাওয়া শাহজাদি আবুধাবিতে এক শিশুসন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব পান। শিশুটি হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাকে দেখভালের গাফিলতির

কোর্টে বয়ান কেন্দ্রের

অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ৩৩ বছরের শাহজাদি। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়। তা কার্যকরও হয়। মোদি সরকার চেষ্টা করেও প্রাণদণ্ডের সাজা রুখতে পারেনি। সাবির খান তাঁর মেয়ে জীবিত আছে কি না জানার চেষ্টা করেও সফল হননি। তিনি অবশেষে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এদিন হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানিকালীন বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা জানিয়েছেন, শাহজাদির ফাঁসি হয়েছে। শেষকৃত্য ৫ মার্চ আবুধাবিতে। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে শাহজাদির পরিবারকে সবরকমের সহায়তা দেবে।

সরকারকে সুপ্রিম প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সমাজমাধ্যম পোস্ট মুছে ফেলার আগে তাঁদের নোটিশ দেওয়া বা শুনানির সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন কি না, তা কেন্দ্রের কাছে জানতে চাইল শীর্ষ আদালত।

সোমবার বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি এজি মাসিহর ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, 'প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করি, যদি কোনও ব্যক্তি শনাক্তযোগ্য হন, তবে তাঁকে নোটিশ দেওয়া উচিত।' এই প্রেক্ষিতে সফটওয়্যার ফ্রিডম ল সেন্টারের (এসএফএলসি) আবেদনের শুনানিতে কেন্দ্রকে নোটিশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আবেদনে বলা হয়েছে, এক্স-এর মতো সমাজমাধ্যমে সরকার নির্দেশ দিলে পোস্টদাতাকে না জানিয়েই পোস্ট মুছে ফেলা হয়। আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং সোমবার আদালতে বলেন, সরকারকে তথ্য সরানোর ক্ষমতা দেওয়া হলেও পোস্টদাতাকে না জানানো ন্যায়বিচারের মূলনীতির পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, 'আইন অনুযায়ী আপত্তিকর পোস্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্ল্যাটফর্মকে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।'

জবাবে দুই বিচারপতির বেঞ্চের প্রতিক্রিয়া, 'যদি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, তাহলে তাঁকে নোটিশ দিতে হবে। আর যদি তাঁকে শনাক্ত করা না যায় তাহলে প্ল্যাটফর্মকে নোটিশ দেওয়া যেতে পারে।'এই বিষয়ে শীর্ষ আদালতের সঙ্গে সহমত হয়ে ইন্দিরা বলেন, 'এই নিয়ম চালু হলে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে শনাক্তযোগ্য ব্যক্তিকে নোটিশ দিতে।' সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইন্দিরা বলেন, 'হেগড়ের মতো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির টুইটার অ্যাকাউন্ট শুনানি ছাড়াই বছরের পর বছর বন্ধ রাখা হয়েছিল।'

ডোনাল্ডে আস্থা রেখেও রুশ প্রতিরোধের দায় নিল ইউরোপ

লন্ডন, ৩ মার্চ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে ছিল 'ব্যাটেল অফ ব্রিটেন'। হিটলারের অর্ধেক ইউরোপ বিজেতা নাৎসি বাহিনী ব্রিটেন আক্রমণ করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ধাক্কা খেয়ে ছিল। আট দশক বাদে সেই ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যই ইউক্রেন যুদ্ধের 'সন্ধিক্ষণ' রচনা করল। রবিবার ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা ঠেকাতে বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'কোয়ালিশন অফ উইলিং' গঠনে অনুঘটকের ভূমিকা নিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

লন্ডনে আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে স্টারমার, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ছাড়াও ফ্রান্স, পোল্যান্ড, সুইডেন, চেকপ্রজাতন্ত্র, নরওয়ে, তুরস্ক, স্পেন, রোমানিয়া, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, জার্মানি, ইতালি ও কানাডার নেতারা হাজির ছিলেন। এছাড়া ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লেইন, ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটে যোগ দিয়েছিলেন। মোট ১৮ জন নেতা এদিনের বৈঠকে হাজির হন।

আলোচনায় স্থির হয় ইউরোপীয় দেশগুলির সম্মতি নিয়ে ইউক্রেন, ফ্রান্স ও ব্রিটেন একটি শান্তি চুক্তির খসড়া তৈরি করবে। তারপর সেই চুক্তির শর্ত নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসবে ৩টি দেশ। চুক্তির বিষয়ে আমেরিকা রাজি হলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে চূড়ান্ত দরকষাকষি শুরু হবে। সম্মেলনে ইউক্রেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলেও দেশটির সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে কোনও আপস করা হবে না বলে ইউরোপীয় নেতৃত্বের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা সাহায্য বন্ধ করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে তৈরি, বার্তা দেওয়া হয়েছে এদিন।

স্টারমার বলেন, 'আমরা আজ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। রাশিয়ার সঙ্গে এমন কোনও চুক্তি করা অনুচিত যা ওরা সহজে ভাঙতে পারে। ইউক্রেনে দ্রুত শান্তি স্থাপনে ট্রাম্পের সওয়াল নিয়ে ইউরোপ অবগত। তবে সেই লক্ষ্যপূরণ করতে হলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'শুক্রবার (ট্রাম্প-জেলেনস্কির তর্কাতর্কি) যা ঘটেছে, সেটা না হলেই ভালো হত। তবে আমার এখনও মনে হয় না আমেরিকা তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।'

ইউক্রেনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে ইউরোপের দেশগুলির সামরিক প্রস্তুতির পক্ষে সওয়াল করেছেন উরসুলা ভন ডার লেইন। তাঁকে সমর্থন জানান মার্ক রুটে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পাশে পেয়ে দৃশ্যত আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে জেলেনস্কিকে। তাঁর কথায়, 'আমার একমাত্র চাহিদা হল আমেরিকা যেন ইউক্রেনের অবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। আমাদের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়। যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা যেন ভুলে না যায়, এই যুদ্ধে কারা আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী কারা।' তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে আমেরিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ওরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বন্ধু দেশগুলি সাহায্য না করলে আমরা রাশিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারতাম না।'

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ, বার্তা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর

নরমে-গরমে জেলেনস্কি

লন্ডন, ৩ মার্চ : শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বেনজির ঝগড়া করে হোয়াইট হাউস ছেড়েছিলেন জেলেনস্কি। রবিবার তাঁকে দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে। ব্রিটেন সফরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন কার্যত নিশ্চিত করার পর আমেরিকা ইস্যুতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের সঙ্গে খনিজ চুক্তি স্বাক্ষরের ইচ্ছা প্রকাশের পাশাপাশি ভান্সের দাবি মেনে ইউক্রেনকে সাহায্যের জন্য আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। সেই সঙ্গে চাঁছাছোলা জবাব দিয়েছেন মার্কিন মুলুকে তাঁর সমালোচকদের। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর জেলেনস্কিকে পদত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। রবিবার তাঁকে জবাব দিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, 'আমি ওঁকে (গ্রাহাম) ইউক্রেনের নাগরিকত্ব দিতে পারি। একমাত্র আমাদের দেশের নাগরিক হলেই তাঁর দাবি গুরুত্ব পাবে। ইউক্রেনের নাগরিক হিসাবে তিনি আমাকে বলবেন দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে পারেন।'

সেরার খোঁজে অস্কারে

বিশ্বের সেরা সম্মান ঘিরে রেকর্ড সৃষ্টি। প্রিয়াংকার ফসকে যাওয়া পুরস্কার। অস্কার মঞ্চে হিন্দি, ভারতের শিরোপালাভ।

অস্কারের মঞ্চে ‘অ্যানোরা’

জয়জয়কার। চলতি বছরে লস এঞ্জেলসে আয়োজিত বিশ্বের সেরা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে ‘অ্যানোরা’র জন্য পরপর চারটি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে ইতিহাস গড়লেন শন বেকার। সেরা পরিচালক, সেরা সিনেমা, সেরা অরিজিনাল চিত্রনাট্য এবং সেরা সম্পাদনা বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন শন। শুধু তাই নয়, ‘অ্যানোরা’ সিনেমায় অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছেন মাইকি ম্যাডিসন।

এই বছর শন বেকারের পাশাপাশি পরিচালক বং জুন হো ‘প্যারাসাইট’ সিনেমার জন্য ৪টি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য এবং সেরা আন্তর্জাতিক ফিচারে পুরস্কৃত হয়েছেন পরিচালক বং। কিন্তু যেহেতু সেরা আন্তর্জাতিক ফিচারে অস্কারের দাবিদার হয় সেই দেশ (এক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া), পরিচালক নয়, তাই ‘প্যারাসাইট’ ৪টি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েও আদতে পরিচালক পেয়েছেন ৩টি পুরস্কার।

তবে শন একা নন, অস্কারের ইতিহাসে আরও একজন পরিচালক আছেন যিনি অস্কারের মঞ্চে ৪টি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তবে তিনি একটি সিনেমার জন্য নন, চারটি ভিন্ন সিনেমার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন অস্কারে। তিনি হলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ওয়াল্ড ডিজনি। ১৯৫৩ সালে তিনি যে বিষয়গুলিতে পুরস্কৃত হয়েছিলেন সেগুলি ছিল, সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার (দ্য লিভিং ডেজার্ট), সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট সাবজেক্ট (দ্য আলাস্কান এস্কিমো), সেরা কার্টুন শর্ট সাবজেক্ট (টুট, হুইসেল, প্লাঙ্ক এবং বুম) এবং সেরা টু-রিল শর্ট সাবজেক্ট (বিয়ার কান্ট্রি)।

প্রসঙ্গত, অস্কার বিজয়ী ‘অ্যানোরা’ সিনেমাটি যৌনকর্মীদের জীবন ঘিরে তৈরি।

অস্কারের মঞ্চে জায়গা পেল হিন্দি

২০২৫ সালের অস্কার প্রদান অনুষ্ঠান রীতিমতো চমকপ্রদ ছিল। তাতে আরও আলো আর হাওয়া দেন সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকা কোন্যান ও ব্রায়ান। কারা পুরস্কার পাবেন, তাঁদের নিয়ে আগাম চিন্তা, টেনশন, সবকিছুর মধ্যে পুরো অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করেন সঞ্চালকরাই। ব্রায়ান সে দায়িত্ব পালনে পারদর্শী। এবার তাতে মিশিয়েছিলেন নানা কৌতুকরস, মজার ছোঁয়া। ইংরেজিতে কথা বলার মাঝেই স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন ও হিন্দি ভাষায় কথা বলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন অস্কারের অনুষ্ঠান যেন সব ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছোয়। তিনি বলেন, ভারতে এখন মানুষ ব্রেকফাস্ট করতে করতে অস্কারের অনুষ্ঠান দেখছে। এমন কথায় হাসির রোল ওঠে। এক লহমার জন্য ভারত এই বিশ্বের অন্যতম আদরের বিনোদনের আসরে জায়গা করে নেয়। ব্রায়ান, চিনের কাছেও মজার ছলে তাদের ছবিতে তাঁকে কাজ ও টাকা দেবার অনুরোধ করেন। গোড়া থেকেই বলেছিলেন, সঞ্চালনাকে তিনি রসিকতার মোড়কেই রাখবেন। এমনকী সম্প্রতি হওয়া ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল, আমেরিকার রাজনীতি, সবই তাঁর সেই মোড়কে থাকবে। অনুষ্ঠান শুরু হয় দাবানলে বিধ্বস্ত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে। এ বছর সেরা ছবির শিরোপা পেল অ্যানোরা, এই ছবির জন্যই শন বেকার হয়েছেন সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেত্রী মিকি ম্যাডিসন। সেরা অভিনেতা হয়েছেন অ্যাড্রিয়েন ব্রডি, দ্য ব্রুটালিস্ট ছবির জন্য।

শেষমেশ অস্কার হাতছাড়া প্রিয়াংকার

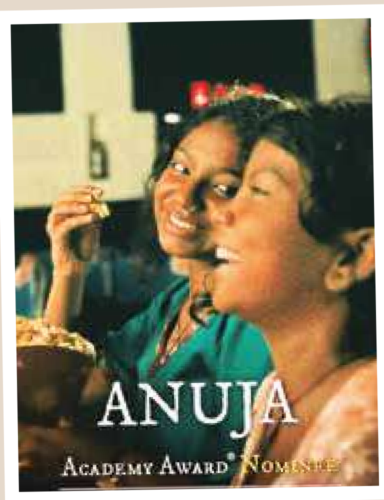

একটুর জন্য পারলেন না প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তাঁর ‘অনুজা’ পিছিয়ে পড়ল অস্কারে। সেরা লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্মের খেতাব জিততে পারলেন না তিনি। লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম হিসেবে ‘অ্যাম নট আ রোবট’ এই বছর জিতেছে অ্যাকাডেমি পুরস্কার। গুনীত মোঙ্গা এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম ‘এ লিয়েন’, ‘আই অ্যাম নট আ রোবট’, ‘দ্য লাস্ট রেঞ্জার’ এবং ‘দ্য ম্যান হু কাড নট রিমেইন সাইলেন্ট’-এর সঙ্গে অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

অ্যাডাম জে গ্রেভস ও সুচিত্রা মাত্তাই পরিচালিত এই ছবিতে ‘অনুজা’ নামে এক তরুণীর গল্প ফুটে উঠেছে।

গল্পে ‘অনুজা’ নয় বছর বয়স। সে এক প্রতিভাবান মেয়ে। কিন্তু ‘অনুজা’র পরিবার এক কঠিন সময়ের মধ্যে এসে পড়ে। যা ফলে ‘অনুজা’ ও তার বোনকে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। গল্পে ‘অনুজা’ ও তার বোন দিল্লির একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ শুরু করে। আর তাদের এই একটা সিদ্ধান্ত তাদের দু’জনের ভবিষ্যৎকে নতুন রূপ দেয়। এই শর্ট ফিল্মে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাজদা পাঠান। তার বোন ‘পলক’-এর চরিত্রে দেখা গিয়েছে অনন্যা শানভাগকে।

ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছিলেন সুচিত্রা মাত্তাই, মিন্ডি কালিং, গুণীত মোঙ্গা কাপুর, কৃষণ নায়েক, অ্যারন কপ, দেবানন্দ গ্রেভস, মাইকেল গ্রেভস, শিতিজ সাইনি এবং আলেকজান্দ্রা ব্লেনি। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং অনীতা ভাটিয়া এই ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক। বর্তমানে ছবিটি নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং করা হচ্ছে।

স্পেশাল এফেক্টসে শিরোপা ভারতের

অন্য কিছুতে না হোক, স্পেশাল এফেক্টসে অস্কার এল ভারতের ঘরে। ৯৭তম অস্কার অনুষ্ঠানে প্রাইম ফোকাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিএনইজির সিইও নমিত মালহোত্রার ভিশ্যুয়াল এফেক্টসের কোম্পানি তাদের আট নম্বর অস্কারটি ঝুলিতে ভরল ডেনিস ভিলেনিউবস পরিচালিত ডুনে: পার্ট ২-এ অসাধারণ ভিএফএক্সের কারিগরির গুণে। এর আগে এই বিভাগে নমিতের কোম্পানি ২০১১ থেকে ডুনে: পার্ট ১, টেনেট, ফার্স্ট ম্যান, ব্লেড রানার ২০৪৯, এক্স মেশিনা, ইন্টারস্টেলার ও ইনসেপশন-এর জন্য অস্কার পেয়েছে। এই সম্মানে আপ্লুত নমিত জানিয়েছেন, ‘আমার হৃদয় নিঃসৃত ধন্যবাদ জানাই পরিচালক ডেনিসের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও টিমের সব সদস্যকে, যাদের জন্য এই অসাধারণ ছবি তৈরি সম্ভব হয়েছে। এর সঙ্গে ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে ধন্যবাদ জানাই, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকার আরও একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ডিএনইজির সব শিল্পী, টেকনিশিয়ানস, কর্মীদের জন্য রইল অভিনন্দন যারা এই সম্মান ভাগ করে নিচ্ছেন।’

১০০০ ভিশ্যুয়াল এফেক্টস শটস আছে ছবিতে, আছে তেমনই জটিল অ্যানিমেশনও। নমিতের নেতৃত্বে তাঁর কোম্পানি শুধু হলিউডেই ক্রমশ পাওয়ারহাউস হচ্ছে তা নয়, ভারতে তার শিকড় ভোলেনি। রামায়ণ, ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ২ ছবিতে তাঁর কোম্পানিই ভিএফএক্স সামলাচ্ছে।

একনজরে সেরা ৫

অনুরাগ বললেন

আশিকি ৩ থেকে তৃপ্তি দিমরির বাদ পড়া নিয়ে পরিচালক অনুরাগ বাসু বলছেন, ‘আমি ইমেজ দেখি না, কাউকে অন্য চরিত্রে অভিনয়ের ভিত্তিতে বিচার করি না। ও বিশাল ভরদ্বাজের ছবির শুটিং করছে, আশিকি ৩-এর শুটিং শুরু আগামী মাসে, তাই ডেট সমস্যাটা ব্যাপার। আর এখনও ছবির নায়িকা ঠিক হয়নি।

নতুন নাম

স্বর্গীয় আইনজীবী ও দেশনেতা স্যার চেত্তুর শঙ্করণ নায়ার-এর বায়োপিকের নতুন নাম কেসরি ২। ছবিটি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রেক্ষাপটে তৈরি। স্বাধীনতা আন্দেলনকে মর্যাদা দিতেই প্রযোজক করণ জোহর ছবির নাম শঙ্করার বদলে এই নাম দিয়েছিলেন।

আঘাতের পর

গত ১৬ জানুয়ারি বহিরাগতর ছুরির আঘাতে আহত হওয়ার পর প্রথমবার সইফ আলি খান জনসমক্ষে এলেন। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ তাঁর ওটিটি ডেবিউ করছেন জুয়েল থিফ—দ্য হেইস্ট বিগিনস দিয়ে। তারই ট্রেলার লঞ্চে অভিনেতাকে দেখা গেল। ডেনিম প্যান্ট ও শার্টে সপ্রতিভ অভিনেতা বলেছেন, এখানে ফিরে এসে খুব ভালো লাগছে।

বিস্মৃত জাকির

গ্র্যামির মঞ্চে ইন মেমোরিয়াম বিভাগে প্রয়াত শিল্পী যেমন লিয়াম পেইন, ক্রিস ক্রিস্টপারসন, সিসি হিউস্টল প্রমুখকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, কিন্তু ৪ বারের গ্র্যামিজয়ী তবলা শিল্পী জাকির হুসেনকে এই তালিকায় আনা হয়নি। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে লেখেন, জাকির হুসেন কোথায়, গত বছরই তো তিনি গ্র্যামি পেয়েছিলেন।

বাংলাতেও হচ্ছে

হিন্দির মতো পুরোনো বাংলা ছবির পুনর্মুক্তি হচ্ছে। সৌজন্যে সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তিনি নিবেদন করছেন উত্তমকুমারের ‘নায়ক’, আসছে প্রিয়া সিনেমাহলে। সৃজিতের কথায়, ‘নায়ক আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের নানা পরিস্থিতি ছবির সংলাপ বলে সামলেছি।’ প্রিয়ার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত বলছেন, ‘নায়ক চললে সত্যজিৎ রায়ের ‘জন অরণ্য’ ছবিরও পুনর্মুক্তি হবে।

রাহুলের বাহুবন্ধনে শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা কাপুর কি বিয়ে করছেন? তেমনই জল্পনা শুরু হয়েছে। অভিনেত্রীর ফোনের ওয়ালপেপারে স্ক্রিনরাইটার ও সহকারী পরিচালক রাহল মোদির ছবি দেখা গিয়েছে সম্প্রতি। তারই আলোচনা শুরু হয়েছিল। এবার দেখা গেল রাহুলের দৃঢ় বাহুবন্ধনে শ্রদ্ধা কাপুর—এই মিরর সেলফির জন্যই রাহল-শ্রদ্ধার বিয়ের চর্চা হচ্ছে জোর কদমে। এতে অভিনেত্রী রাহুলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্কের কথা জনসমক্ষে এনে তাতে শিলমোহর দিলেন তো বটেই, নেটমহলও অনুমান করছে এবার তিনিই হবেন এ দেশের পরবর্তী সেলেব্রিটি যিনি খুব শিগগির বিয়ে করবেন! অনেকেই তাঁর বিয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলছে, তিনি ইচ্ছে করেই এই ওয়ালপেপার সকলের কাছে প্রকাশ করলেন। এখন সত্যিটা কি, তা শ্রদ্ধা মুখ খুললেই বোঝা যাবে। সোমবার ছিল শ্রদ্ধা কাপুরের ৩৮তম জন্মদিন।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে শাহরুখ

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি। বিজ্ঞাপন-ছবির শুটিং সারলেন তিনি। সেইজন্যই তাঁকে রান্নাঘরে শুটিং করতে হয়েছে। এই ছবি নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ছবির পরিচালক সুজিত সরকার। গত শুক্রবার রাতভর এই শুটিং হয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিকবার সুজিতের সঙ্গে শাহরুখ এই শুটিংয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে তাঁর অফিসে যান। তখন মনে হয়েছিল, কোনও ফিচার ফিল্মের জন্যই এই আলোচনা। পরে জানা যায়, এত সাক্ষাৎকার বিজ্ঞাপন-ছবির জন্য। শুটিং চলাকালীনও শাহরুখ সুজিতের সঙ্গে সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শাহরুখ এখন কিং ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

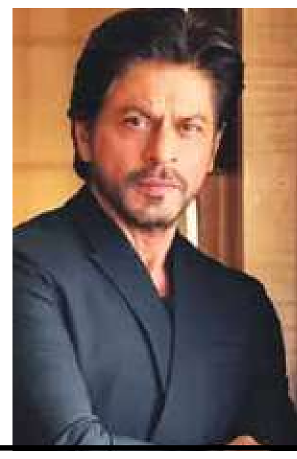

ছোট্ট তারা

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া সুরজিৎ রায় জিমনাস্টিক্সে ভালো। প্রথম শ্রেণির এই পড়ুয়ার প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

উত্তরের একমাত্র স্পোর্টস মিউজিয়ামে তালা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের একপাশে থাকা উত্তরবঙ্গের একমাত্র স্পোর্টস মিউজিয়াম ক্রীড়াদীপ্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একদল পড়ুয়া। তালাবন্ধ থাকায় মিউজিয়ামের দিকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল তারা। পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কী আছে? কখন খোলে? ভিতরে কী আছে সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা পেলেও, কখন খোলে বলতে পারলেন না ওই ব্যক্তি। তাই বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে গেল পড়ুয়ার দল।

বাম আমলে ঢাকঢোল পিটিয়ে উত্তরবঙ্গের একমাত্র স্পোর্টস মিউজিয়ামটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। তৎকালীন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ইরফান পাঠান মিউজিয়ামটির উদ্বোধন করেছিলেন। এত আড়ম্বর করে মিউজিয়ামটির উদ্বোধন হলেও, শহরে সেভাবে পরিচিতি না পাওয়ায় চিরকাল অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে এটি।

একদিকে শহর শিলিগুড়িতে যখন আয়োজিত হতে চলেছে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল। তাছাড়াও প্রায়দিনই হচ্ছে নানান ধরনের স্পোর্টস ইভেন্ট। আর এরই মধ্যে ধুঁকছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র স্পোর্টস মিউজিয়ামটি।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বাম আমলে উদ্বোধনের পর থেকেই এটা বন্ধ রয়েছে। ওঁরা শুধু উদ্বোধন করেই ছেড়ে দিয়েছেন। রক্ষণাবেক্ষণ করেননি। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদেও কাজ চলছে। আমরা আবার মিউজিয়ামটি নতুনভাবে সকলের সামনে নিয়ে আসব। এরজন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ক্রীড়াসচিব কুন্তল গোস্বামীর বক্তব্য, 'মিউজিয়ামটি বহুদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। অথচ এটা আমাদের অহংকার করার মতো একটা জায়গা।'

কখনো-সখনো মিউজিয়ামটি খোলা থাকলেও, বেশিরভাগ সময়ই এটা বন্ধ থাকে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে প্রায় দেড় বছর ধরে একবারও খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। অথচ জাতীয় স্তরে খেলা শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, চুনী গোস্বামী, সানিয়া মির্জা, রাহুল দ্রাবিড় সহ অনেকের জার্সি রাখা রয়েছে এই মিউজিয়ামে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট দলের উইকেটরক্ষক অ্যাডাম গিলক্রিস্টের অটোগ্রাফ সহ ক্রীড়াজগতের অনেক নক্ষত্র ও বিভিন্ন খেলোয়াড়ের খেলার সরঞ্জাম রাখা রয়েছে এখানে। তারপরেও মিউজিয়ামটি এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকা নিয়ে অসন্তোষ দেখা গিয়েছে শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে।

শ্রী হারিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ক্রীড়াদীপ্তি স্পোর্টস মিউজিয়াম।

ভেতরে কী

- বাম আমলে উত্তরবঙ্গের একমাত্র স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন হয়েছিল
- উদ্বোধনে ছিলেন জাতীয় দলের রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ইরফান পাঠান
- শচীন, সৌরভ, চুনী গোস্বামী, সানিয়া মির্জা, দ্রাবিড় সহ অনেকের জার্সি আছে এখানে

নদী সংস্কার ইস্যু, খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত মেয়রের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : এক কোদাল মাটি ওঠেনি। কিন্তু নদী সংস্কারের কাজ শেষ এবং ওই কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারি সংস্থার অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে কম হইচই হয়নি শিলিগুড়িতে। ২০১৩-র সেই এসজেডিএ-র দুর্নীতির মতো ঘটনা ঘটেনি পুরনিগমে। কিন্তু ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী সংস্কার নিয়েও উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। নদী দুটি থেকে যত পরিমাণ মাটি তোলার কথা, তা হয়নি বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছে। আর তা কানে যেতেই সোমবার 'সত্যের সন্ধানে' সেচকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। যে ওয়ার্ডগুলির মধ্যে দিয়ে নদী দুটি প্রবাহিত, সেই এলাকাগুলিতে পৌঁছে বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন বলেও এদিন স্পষ্ট করে দেন মেয়র।

সম্প্রতি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী সংস্কারের কাজ করেছে সেচ দপ্তর। অভিযোগ, নদী সংস্কারের জন্য যত পরিমাণ মাটি তোলার কথা ছিল তা করা হয়নি একাধিক এলাকায়। এমন অভিযোগ করেছেন খোদ ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মা।

তাঁর অভিযোগ, 'আমার ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে জোড়াপানি নদী প্রবাহিত। কিন্তু আমার ওয়ার্ডে সেভাবে সংস্কার করা হয়নি। আমাকে এই বিষয় নিয়ে কিছু অবগতও করা হয়নি। তবে এদিন আমাকে বলা হয়েছে মঙ্গলবার নাকি সেচ দপ্তরের কর্তারা ওয়ার্ডে আসবেন। সেখানে এসে তাঁরা আমার ওয়ার্ডের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।'

অভিযোগ রয়েছে ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সিপিএমের দীপ্ত কর্মকারেরও। তাঁর কথায়, 'আমার ওয়ার্ডের উপর দিয়ে ফুলেশ্বরী নদী বয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ মাটি নদী থেকে সরানোর কথা ছিল, তা করা হয়নি।'

একই অভিযোগ ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিপিএমের মৌসুমি হাজরারও। তাঁর ওয়ার্ডে রয়েছে ফুলেশ্বরী নদী। তিনি বলেন, 'নদী আবার ভরাট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে যখন কাজ হচ্ছিল, তখন সেখানকার কর্মীদের বলেছিলাম আরও কিছুটা গভীর করে মাটি কাটতে। কিন্তু তাঁরা সে কথা শোনেননি। তাই একদিকে মাটি তুলছে, অন্যদিকে আবার ভরাট হয়ে যাচ্ছে।'

মৌসুমির অভিযোগ, নদীর সেতুর উপর নেট দেওয়া হলেও কোনও কাজ হচ্ছে না। আশপাশের থেকে থার্মোকলের বাক্স, নোংরা ফেলা হচ্ছে। যার ফলে নদী আবার সেই জায়গাতেই থেকে যাচ্ছে।' যদিও এই বিষয়ে সেচ দপ্তরের বক্তব্য জানা যায়নি।

এদিকে, এদিন নদী সংস্কার নিয়ে সেচ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মেয়র গৌতম। তিনি বলেন, 'ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীতে সংস্কারের কাজ হচ্ছিল। সেখান থেকে মাটি তোলা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের এদিন আলোচনা হয়েছে। তবে ওই সাইটগুলিতে আমরা যাব। মঙ্গলবার পুরনিগমের ২২, ৩৬, ৩৫, ৩৭- এই চারটি ওয়ার্ডে আমরা যাব। এরপরে ৩৪, ২০, ১৯, ১৫, ১৭-র কিছু অংশে যাওয়া হবে। বেশ কিছু জায়গায় কিছু প্রশ্ন উঠছে। সেটা আমরা দেখব।'

সূর্য সেন পার্কে চালু পাখিঘর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : সোমবার শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে উদ্বোধন হল নতুন পাখিঘরের। এখন পার্কে ঘুরতে গেলে শোনা যাবে পাখির কিচিরমিচির শব্দ।

আগে এ শহরেও রাস্তার গাছে গাছে প্রচুর পাখি ছিল। সেই সব গাছ কাটা পড়তেই এখন দেখা যায় না তাদের। মোবাইলের রেডিয়েশন, অবাধে প্লাস্টিক ও সারের ব্যবহার, উন্নয়নের সর্বগ্রাসী থাবা পাখিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শহরে পাখিঘর অবশ্যই স্বস্তির খবর। সূর্য সেন পার্কের নতুন এই পাখিঘরে দেখা যাবে লাভ বার্ড, ককটেল, কনুর পাখি। এদিন মোট ৬০টি পাখি নতুন খাঁচায় ছাড়া হয়। নতুন এই পাখি ঘরের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

শহরের এই পার্ক বরাবরই শহরবাসীর পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও একটি আকর্ষণের জায়গা। বিভিন্ন স্কুল থেকে পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে এই পার্কে আনা হয়। শুধু পাখি ঘর নয়, এদিন পার্কে ঢোকার মুখে সংস্কার করা ফোয়ারা ও বোটিং লেকের নতুনভাবে উদ্বোধন করা হয়। পার্কে ঘুরতে এসে মানুষ যাতে আনন্দ পান সেজন্য পার্কটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে বলে মেয়র গৌতম দেব জানান। পার্কে শিশুদের জন্য খেলনার ব্যবস্থা করা হবে বলে পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় জানান।

পার্কের সার্বিক কাজের জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পয়লা বৈশাখে নতুনভাবে সেজে ওঠা পার্কে আরও নতুন জিনিস দেখা যাবে। যেখানে থাকছে কাফেটেরিয়া, মনীষীদের গ্যালারি, আলোকসজ্জা, বিভিন্ন রকমের ফুলের গাছ। ইতিমধ্যেই পার্কে যাতে সারা বছর মানুষ বোটিংয়ের আনন্দ নিতে পারে সেজন্য নতুনভাবে লেকটি তৈরি করা হয়েছে। নতুনভাবে সেজে ওঠা পার্কটি আরও বেশি মানুষকে আকর্ষণ করবে বলে আশা রাখছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পাখি ঘরে পাখির পাশাপাশি জাপানি কই মাছও দেখা যাবে।

সূর্য সেন পার্কে নতুন সংযোজন পাখিঘর। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পয়লা বৈশাখে আরও চমক

- কাফেটারিয়া
- নতুন বোট
- মনীষীদের গ্যালারি
- ছোটদের খেলনা

পাড়ায় পাড়ায়

ইসলামপুর

উকিলপাড়ার রাস্তায় জমছে জঞ্জাল

ইসলামপুর, ৩ মার্চ : পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের উকিলপাড়ায় মূল রাস্তার পাশে জমে রয়েছে আবর্জনা। যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের অন্ত নেই। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এভাবে আবর্জনা জমে থাকায় মশামাছির উপদ্রব যেমন বাড়ছে, তেমনই দুর্গন্ধের জেরে এলাকায় টেকা দায়। বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, কাউন্সিলার এ ব্যাপারে উদাসীন তা নয়। কিন্তু নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফিরোজ আহমেদ বলেন, 'মাঝেমধ্যেই ওই এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। এলাকার মানুষকেও সহযোগিতা করার আর্জি জানিয়েছি। ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলার জন্য একটা ভ্যাট দিয়ে দেব। সমস্যা সমাধানে সমস্তরকম চেষ্টা করা হবে।

এদিকে বাসিন্দাদের একাংশ বলছেন, মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করা হলেও এলাকারই কিছু মানুষ ফের ওখানেই আবর্জনা ফেলছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মেহবুব আলমের বক্তব্য, 'সেক্ষেত্রে নিয়মিত আবর্জনা সাফাই ছাড়া বিকল্প কোনও পন্থা নেই। কাউন্সিলার সবটাই জানেন। আশা করি তিনি পদক্ষেপ করবেন।'

শিলিগুড়ি

জমে থাকা আবর্জনা, স্ল্যাবে সমস্যা

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা ইস্টার্ন বাইপাস। এদিকে, নিকাশিনালা পরিষ্কারের পর পাশে রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছে আবর্জনা। সাফাইয়ের সময় তোলা কংক্রিটের স্ল্যাবের অংশও পড়ে রয়েছে সেখানে। ফলে গাড়ি যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই যানজট তৈরি হয়। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের মধ্যে একজন সুভাষ সরকার বললেন, 'রোজ এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির লাইনে পড়তে হয়। রাতের অন্ধকারে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। দোকানের সামনে স্ল্যাব ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেই কারণে ক্রেতাদের দোকানে ঢুকতে অসুবিধে হয়।'

ইস্টার্ন বাইপাসের যে অংশটি ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন, সেই অংশে নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হচ্ছে। সাফাইয়ের পর তোলা জঞ্জাল অন্যত্র সরানোর কথা, সেটা হয়নি এখনও পর্যন্ত। এমনকি নালার ঢাকনাগুলো (কংক্রিটের স্ল্যাব) যথাস্থানে বসানোর পরিবর্তে যেখানে-সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি স্ল্যাব আবার ভেঙে যাওয়ায়, তার টুকরোগুলো জমিয়ে রাখা হয়েছে এক জায়গায়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী চেতন যোশির কথায়, 'ভালোভাবে নালা সাফাই হয়েছে বটে, তবে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনা সরিয়ে ফেলা। সেটা হয়নি, তার জন্যই এখন সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।' চেতনের সঙ্গে সহমত লালু মণ্ডল। তিনি প্রায় এই পথ ধরে যাতায়াত করেন। জনতার সমস্যা নিয়ে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'নিকাশিনালা সাফাই চলছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

তথ্য : অরুণ ঝা ও মাম্পী চৌধুরী।

ওল্ড মাটিগাড়ায় বিকল পথবাতি

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : পথবাতি বিকল হয়ে পড়ে থাকায়, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড মাটিগাড়া এলাকা সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সমস্যার কথা একাধিকবার ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরতে হয় বলে জানাচ্ছিলেন সুনীল পাল। এদিকে এলাকায় জঞ্জাল জমে থাকা নিয়ে অজিত সরকার বললেন, 'এলাকার অনেকের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাঁরা যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলছেন।'

এদিকে, এলাকাবাসীর সমস্যাগুলি নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় পথবাতির একটা সমস্যা রয়েছে। তা সমাধানে আমরা দ্রুতই ব্যবস্থা নেব। পাশাপাশি এলাকায় আবর্জনা সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে সেটার সমাধানেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই এলাকায় মাত্র দুটি পথবাতি রয়েছে। যেগুলি আবার বেশিরভাগ সময়ই জ্বলে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা সীমা প্রসাদের। তাঁর কথায়, 'এত বড় এলাকায় মাত্র দুটি পথবাতি এবং বেশিরভাগ সময়ই এই পথবাতিগুলি জ্বলছে না, খুব সমস্যায় রয়েছি।'

আদালতের নির্দেশে সরল বিতর্কিত মন্দির

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : বাড়ির নীচতলার একাংশ ভাড়া নিয়ে মন্দির গড়ে উঠেছিল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড়ার এমআর রোডে সেই মন্দির সোমবার আদালতের নির্দেশে সরিয়ে দেওয়া হল। মন্দির সরানোর ঘটনাকে ঘিরে এদিন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে বিরাট পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়।

২০০৮ সালে শ্রীনাথ শর্মা নামে এক পুরোহিত অজিতকুমার মল্লিকের বাড়ির নীচতলা ভাড়া নিয়ে এখানে একটি ছোট মন্দির গড়ে তোলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির বড় হতে থাকে। ভক্তদের আনাগোনা অনেকটা বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতি বাড়ির মালিক পুরোহিতকে মন্দির সরাতে বলেন। কিন্তু মন্দির সরাতে তিনি রাজি না হওয়ায় ২০১৫ সালে অজিতবাবু শিলিগুড়ি আদালতে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মন্দির সরানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাতেও মন্দির সরানো হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে আদালত পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে নাজিরকে মন্দির সরানোর নির্দেশ দেয়। এদিন মন্দিরের সমস্ত মেঝের টাইলস ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি মন্দিরের আসবাবপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়।

আদালতের নাজির হরকুমার বর্মন বলেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে বাড়ির মালিকের হাতে মন্দিরে জায়গা তুলে দেওয়ার কাজ করা হয়েছে। আদালতের তরফে আমাকে বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।'

যদিও এদিন মন্দির সরানোর ঘটনায় ভক্তদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মন্দিরের পুরোহিত শ্রীনাথ শর্মা বলেন, 'বাড়ির মালিক মন্দিরটিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে বসান। বাড়ির একাংশ অবৈধ হওয়ায় তা থেকে সকলের নজর ঘোরাতে চেয়েছিলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।' বাড়ির মালিকের পালটা অভিযোগ, 'ভক্তির নামে ভয় দেখিয়ে জায়গাটি দখল করার ছক কষা হয়েছিল। ভাড়া নেওয়ার কথা বলে জায়গাটি দখল করার ছক কষে পুরোহিত পসরা সাজিয়ে বসেন। বাড়িতে একটি লজ চলে। বারণ করা সত্ত্বেও বিরাট করে মন্দির গড়ে তোলা। অন্যত্র জায়গা পাওয়া সত্ত্বেও পুরোহিত সেখানে মন্দির নিয়ে যাননি। সেই কারণে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আদালত আমার জায়গা ফিরিয়ে দিয়েছে।'

নয়া টার্মিনাসের প্রস্তাব গৌতমের

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : হিমুল ক্যাটেল ফিল্ডের জমিতে বাস টার্মিনাস নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে সোমবার কমিটির বৈঠক শেষে গৌতম বলেন, '১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ করা হচ্ছে।'

সমস্যায় বাইক-স্কুটার চালকরা

রাস্তায় বালি-পাথর ফেলে নির্মাণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : রাস্তায় বালি-পাথর ফেলে চলছে নির্মাণকাজ। শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে চোখে পড়ছে এমন ছবি। এর জেরে সমস্যায় পড়ছেন বাইক, স্কুটারচালকরা। বালিতে চাকা পিছলে বাইক নিয়ে পড়ে গিয়ে চোট পাওয়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরের নাগরিকরা। তাঁদের বক্তব্য, যেভাবে অলিগলিতে নির্মাণসামগ্রী ফেলে নির্মাণ চলছে সেটা সত্যি সমস্যার। এর ফলে একদিকে যেমন যানজট হচ্ছে, তেমনই বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। তবে যাঁরা তা ফেলে রাখছেন, তাঁরা গোটা বিষয়টি নিয়ে উদাসীন। এ ব্যাপারে পুরনিগমের কাছে পদক্ষেপ দাবি করেছেন বাসিন্দারা। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ডেপুটি মেয়রও।

সোমবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনিতে যেতেই নজরে পড়ল, রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে বালি-পাথর। সেখানেই চলছে ঢালাইয়ের মিশ্রণ তৈরি। রাস্তার পাশে বাড়ি অশোক পাসোয়ানের। তাঁর দোতলার কাজ চলছে। সেজন্য রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। এতে যে বাইক বা স্কুটার চালকদের সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে অশোকের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বললেন, 'ও কোনও অসুবিধা হবে না।'

একই ছবি দেখে গিয়েছে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ কলোনিতেও। কয়েকদিন আগে সেখানকার রাস্তায় ফেলে রাখা বালিতে চাকা পিছলে জখম হয়েছেন শহরের বাসিন্দা রিদম দাস। তাঁর কথায়, 'রাতেরবেলা বুঝতে পারিনি। এভাবে রাস্তায় বালি-পাথর স্তূপ করে রাখা বিপজ্জনক। পড়ে চোট পেয়েছি।'

অলিগলির পাশাপাশি শহরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেও নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। গুরুংবস্তি দিয়ে নিবেদিতা রোডে যাওয়ার সময়ই যেমন রাস্তায় বালি-পাথরের স্তূপ নজরে পড়ল। ওই সামগ্রী দিয়ে পাশে চলছে নির্মাণকাজ। যাঁরা নির্মাণ করছেন, তাঁদের পক্ষে একজনকে বলতে শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেব।' শহরের বাসিন্দা অনির্বাণ সাহা বললেন, 'শিলিগুড়িতে এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের কোনও নজর নেই।'

অন্যদিকে, সমস্যার কথা মেনে নিয়ে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'রাস্তায় বালি-পাথর পড়ে থাকতে দেখলেই আমরা তা সরিয়ে নিতে বলছি। অনেকক্ষেত্রে জরিমানাও করা হচ্ছে।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনিতে রাস্তায় রাখা হয়েছে নির্মাণসামগ্রী

বৈঠকই সার, ইসলামপুর স্টেডিয়ামে খেলা হল না

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩ মার্চ : বৈঠক ও ঘোষণার প্রায় দু'মাস কাটতে চললেও সংস্কার ও টুর্নামেন্ট দূরঅস্ত। আগাছা পর্যন্ত সাফাই হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা ইসলামপুর স্টেডিয়ামের। মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা এবং ইসলামপুর পুরসভা সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

২০২৩ সালে মালদা জেলায় এসে রিমোটে ইসলামপুর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর গত লোকসভা ভোটের আগে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাই ছিল বড় ইভেন্ট। গত দুই বছরে ক্রীড়া সংস্থার কোনও টুর্নামেন্ট স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়নি।

গত জানুয়ারি মাসের গোড়ায় মহকুমা প্রশাসন একাধিক ব্লকের বিডিও, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, পুরসভা সহ বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের নিয়ে একটি বৈঠক করে। মহকুমা শাসক বৈঠকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৈঠক শেষে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা করেছিল প্রশাসন ও পুরসভা। সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল ক্রীড়া সংস্থা। কিন্তু মার্চ মাসের গোড়াতেও টুর্নামেন্টের কোনও প্রস্তুতি নেই।

শনিবার স্টেডিয়ামে পৌঁছাতেই দেখা গেল ভগ্ন পরিকাঠামো। দেওয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। স্টেডিয়ামের মূল বিল্ডিংয়ের কাচের জানলাগুলি অধিকাংশ ভাঙা। এমনকি স্টেডিয়ামে ঢোকার মূল গেট সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আগাছা ছেয়ে রয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছিল, ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে স্টেডিয়ামে ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে নিয়মিত খেলাধুলোর পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্রীড়া সংস্থার এক পদাধিকারী বলেছেন, 'প্রশাসন তো বলেই খালাস। ওই টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে হলে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা নিয়ে কেউই ভাবেনি। ফলে এই পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্ট করার ঝুঁকি কে নেবে?'

প্রশ্ন, টুর্নামেন্ট আয়োজনে ব্যর্থ হলেও স্টেডিয়াম চত্বর আগাছামুক্ত করতে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় কেন? পরিকাঠামো সংস্কার হবে ঘোষণা করেও তার উদ্যোগ নেই কেন? আদৌ কী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের করার মানসিকতা রয়েছে?

মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কল্যাণ দাসের প্রতিক্রিয়া, 'জানুয়ারি মাসের প্রশাসনিক বৈঠকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভলিবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। আর্থিক প্রতিকূলতা অন্যতম একটি কারণ তা অস্বীকার করব না। তবে দ্রুত স্টেডিয়ামে যাতে খেলাধুলোর আয়োজন করা যায় আমরা সেই চেষ্টায় আছি।'

পুর চেয়ারম্যান তথা ক্রীড়া সংস্থার চিফ প্যাট্রন কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেছেন, 'স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণে অর্থবরাদ্দ বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া পূর্ত দপ্তর এখনও স্টেডিয়াম হস্তান্তর করেনি। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ফেব্রুয়ারিতে টুর্নামেন্টের আয়োজন করা যায়নি। তবে আমরা হাল ছাড়ছি না। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত টুর্নামেন্টের আয়োজন করার উদ্যোগ নেব। খেলাধুলোর স্বার্থেই স্টেডিয়ামে নিয়মিত টুর্নামেন্ট হওয়া প্রয়োজন।'

ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইসলামপুর স্টেডিয়ামের ভগ্ন পরিকাঠামো আগাছায় ছেয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- জানুয়ারি মাসে মহকুমা প্রশাসন ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারি থেকে স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট হবে
- কথা ছিল টুর্নামেন্টের আগে স্টেডিয়ামে জমে থাকা আগাছা সাফাই করা হবে
- কিন্তু টুর্নামেন্ট তো দূর অস্ত, এখনও জমে থাকা আগাছা সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই
- বলা হচ্ছে আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য খেলার সঙ্গে অন্য বিষয়গুলো আটকে রয়েছে

নিঃশব্দে খুন নিয়ে প্রশ্ন পুলিশের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩ মার্চ : মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসে থাকা কোয়ার্টার্র থেকে মা, ছেলে ও নাতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। কোয়ার্টার্রে পাশের ঘরেই রাতে ছিলেন বড় ছেলে বিনোদ ওরাওঁ, তাঁর স্ত্রী পুষ্পা ও তাঁদের ছোট ছেলে বিভান। তিনজনের মৃত্যুতেও বিনোদ ও তাঁর স্ত্রী কিছুই টের পেলেন না কেন, তা তদন্তকারী অফিসারদের কাছেও ধন্দ। তাঁদের ধারণা, রবি তাঁর সৎমা ও ভাইপোকে মারার সময় ধস্তাধস্তির ঘটনা তো হবেই। আর রবির তুলনায় মা বিবি ওরাওঁয়ের শারীরিক গঠন অনেকটাই বলিষ্ঠ। তাহলে কীভাবে চুপিসারে রবি দুজনকে খুন করলেন, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

মা ও দাদার ওপর প্রতিহিংসার জন্যই রবি তাঁর সৎমা ও ভাইপোকে খুন করেছেন বলে মোটামুটি নিশ্চিত পুলিশ। তাঁদের সন্দেহ, রাতে সৎমা ও ভাইপোর সঙ্গে খাওয়ার সময় কোনওভাবে বিষ মিশিয়েছিলেন রবি। কারণ, তিনজনের কারও দেহেই আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। তাছাড়া আঘাত করা হলে পাশের ঘরে বিনোদ-পুষ্পা-বিভানের টের পাওয়ার কথা।

রেঞ্জ অফিসের এই কোয়ার্টার্রগুলি কাঠের তৈরি। মোট তিনটি ঘর ও একটি রান্নাঘর রয়েছে। রবির দাদা বিনোদ, স্ত্রী এবং ছোট ছেলে বিভানকে নিয়ে একটি রুমে থাকতেন। আর একটি রুমে থাকতেন রবি ও তাঁর দাদা বিনোদের বড় ছেলে বিবেক। বিবেকের সঙ্গে তার কাকার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল বিবেক। রবি ও বিনোদের সৎমা বিবি লোহার ওরাওঁ থাকতেন মথুরা চা বাগানে। বিনোদ মায়ের পেনশন থেকে আড়াই লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন। বিনোদ জানিয়েছেন, প্রতি মাসের প্রথম দিকে মা আসতেন এবং ঋণের কিস্তির টাকা নিয়ে চলে যেতেন।

রবি সম্ভবত পরিকল্পনা করেই এই খুন করেছে বলে আঁচ করেছে পুলিশ। কোয়ার্টার্রের পিছনদিকে রবিবার সন্ধ্যায় রবি তাঁর সব সার্টিফিকেট এবং চাকরির চেষ্টার কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

চাকরি না পাওয়া আর মায়ের থেকে কোনও টাকা না পাওয়ার হতাশা তাঁকে গ্রাস করেছিল। পুলিশ জানতে পেরেছে, রবির বাবার মৃত্যুর পর মৃত্যুকালীন প্রায় ৭ লক্ষ টাকার পুরোটাই রবির দাদা বিনোদ নিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি মাদারিহাট শালহামণ্ডল চৌপথির কাছে একটি পাকা ঘর তৈরি করছেন। বাবার টাকার একটি কানাকড়িও রবিকে দেননি তিনি। অভিযোগ, বিনোদ রবিকে বলেছিলেন ওই বাড়িতে থাকতে হলে শৌচাগার তৈরির টাকা রবিকে দিতে হবে। এই নিয়ে কয়েকদিন আগে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলাও হয়েছিল।

রেঞ্জ অফিসের কয়েকজন কর্মী জানিয়েছেন, ইদানীং রবি কথাও কম বলতেন। খুব হতাশায় তিনি ভুগছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ঘটনার পর মাদারিহাটে আসেন রবির মামা নরেশ ওরাওঁ ও জামাইবাবু কিশোর ওরাওঁ। তাঁরা জানিয়েছেন, রবি তাঁর বাবার চাকরির জন্য কয়েক বছর ধরে খুব চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেন হচ্ছিল না তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। কারণ, বিনোদ-রবির বাবা তো বন দপ্তরের স্থায়ী পদে চাকরি করতেন। আর চাকরিরত অবস্থায় তিনি মারা যান। তাছাড়া রবি মাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। তা হলেও রবি কেন চাকরি পাননি, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। মাদারিহাটে।

ধোঁয়াশা

- তিনজনের মৃত্যুতেও বিনোদ ও তাঁর স্ত্রী কিছুই টের পেলেন না কেন, তা তদন্তকারী অফিসারদের কাছেও ধন্দ
- পুলিশের সন্দেহ, রাতে সৎমা ও ভাইপোর সঙ্গে খাওয়ার সময় কোনওভাবে বিষ মিশিয়েছিলেন রবি
- কারণ, তিনজনের কারও দেহেই আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই

এক বাড়িতে তিনজনের দেহ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

খুন যে রবি করেছেন, এই ব্যাপারে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত।

বিনোদ ওরাওঁ জলদাপাড়া হলং বিটের কুনকি হাতি ডায়নার মাহুতের কাজ করেন। আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা থাকতেন মাদারিহাট রেঞ্জের একটি কোয়ার্টার্রে। তাঁদের সৎমা থাকেন মথুরা চা বাগানে মেয়ের কাছে। তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিকে আসতেন এবং এই ছেলেদের কাছে কয়েকদিন থেকে চলে যেতেন। এবারও তিনি সেই কারণেই মাদারিহাটে এসেছিলেন।

এদিন কোয়ার্টার্রের ভেতরেই বিবির দেহ যেখানে পড়েছিল তার লাগোয়া ঘরেই রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন বিনোদ, তাঁর স্ত্রী পুষ্পা এবং তাঁদের ছোট ছেলে বিভান। তাঁরা এতগুলি খুনের ঘটনার কিছুই টের কেন পেলেন না, এটা নিয়েও ধন্দে পুলিশ। এই ঘটনার পর পুলিশ ওই কোয়ার্টার্র সিল করে দিয়েছে।

বিনোদ জানিয়েছেন, ছেলেদের পড়াশোনার জন্য মাদারিহাট রেঞ্জের এই কোয়ার্টার্রে থাকতেন। রবিবার বিকালে তিনি বাজার থেকে মাছ আনেন। রাতে মা, ভাই ও ছেলে বিবেক একসঙ্গেই খাবার খায়। এরপর রাত ১০টা নাগাদ তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে বিভান সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর ঘরেই এসে ঘুমিয়ে পড়ে। সোমবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ওঠেন ও পাঁচটা নাগাদ ডিউটিতে চলে যান। তখন ঘরের মেঝেতে মাকে কম্বলমুড়ি দেওয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। আর অন্য একটি রুমে ভাই ও বড় ছেলে বিবেক ঘুমিয়ে ছিল। সেই ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় তিনি কাউকে ডাকেননি। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ স্ত্রী এই ঘটনার খবর দিলে তিনি চলে আসেন।

বিনোদের স্ত্রী পুষ্পা বলেন, ‘আমি সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠি। মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকা শাশুড়িকে ডাকাডাকি করলেও না ওঠায় মুখের ওপর থেকে কম্বল সরাতেই দেখেন মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে রয়েছে। এরপর পাশের রুমে থাকা দেওর ও ছেলেকে ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না দেখে জোরে দরজায় ধাক্কা দিই। দরজা খুলে গেলে দেখি দেওরের দেহ গলায় দড়ি লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। আর পাশেই বিছানার ওপর ছেলের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। এরপর স্বামীকে ফোন করি। রাতে যে এতবড় ঘটনা হয়েছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।’

এদিন ঘটনাস্থলে প্রথমেই আসেন মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার ও প্রবেশনারি আইপিএস অফিসার শেখ হাবিবুল্লা। এরপর আসেন বীরপাড়ার সিআই শুভজিৎ ঝা এবং জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু নাকি শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

চকোলেটের স্বাদ।। সোমবার কোচবিহার টাকাগাছ এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা

ভোটার তালিকা নিয়ে দিশেহারা পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে মাঠে নামার নির্দেশ দেয়নি রাজ্য বিজেপি। কিন্তু নিজে থেকে তৃণমূলের ওপর নজরদারি শুরু করে দিয়েছে দলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটি। আসলে সাংগঠনিক নির্বাচনের গেরোয় ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কর্মসূচি বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও শুরু হলেও কর্মীদের মাঠে নামা এখনও অনেক জেলায় বিশবাঁও জলে।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ খটিকের হোয়াটসঅ্যাপ পোস্ট সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের নজরে আসার পর খোঁজখবর শুরু করে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। জেলা বিজেপির পোস্ট না হলেও খটিকের এই উদ্যোগ সম্পর্কে তাঁরা অবহিত বলে দাবি দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্যের।

জেলা সভাপতি বলেন, ‘এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়, দলগতভাবে আমরা এই কাজ শুরু করেছি। তবে এখনও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পাইনি।’ যে হোয়াটসঅ্যাপ পোস্ট নিয়ে এত জলঘোলা, তাতে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি নেতা ইন্দ্রজিৎ খটিক ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, বিগত লোকসভা ভোটে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক বিধানসভায় তৃণমূল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। সম্ভবত সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খটিকের বক্তব্য, ‘আমাদের আশঙ্কা, স্ক্রুটিনির নামে বিজেপির হিন্দু ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে।’ ভোটার তালিকায় কোনও সংশয় থাকলে, কারও নাম বাদ পড়ে থাকলে দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বরও উল্লেখ করা হয়।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপি ভবানীপুর, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের মতো বেশ কিছু এলাকায় কারচুপির আশঙ্কা করছে। গত লোকসভা ভোটে ভবানীপুরের ৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি ওয়ার্ডে ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূল। ভবানীপুরের মতো এলাকায় প্রায় ২০ হাজারের বেশি অবাঙালি হিন্দু ভোটার এখন তৃণমূলের টার্গেট। বিজেপি মনে করছে, এতদিন এ রাজ্যের অবাঙালি হিন্দুরা লোকসভায় বিজেপিকে সমর্থন করলেও বিধানসভায় রাজ্যের শাসকদলকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণে এখানে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ হবে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল। এজন্য তৃণমূলের অবাঙালি ভোটাররা বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সাহস দেখাবেন। এই অঙ্ক মাথায় রেখে দক্ষিণ কলকাতায় ভালো ফল আশা করছে বিজেপি। সেই কারণে ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে না থেকে মাঠে নেমে পড়েছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপি। কিন্তু কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বিজেপি সভাপতিরা এখনও নড়াচড়া শুরু করেননি।

যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদার বলেন, ‘বারুইপুরের চম্পাহাটি এলাকার ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাম তোলায় আমরাই প্রথম সরব হয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে দলের মণ্ডল সভাপতি কাজ না করায় বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে তৃণমূল।’ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তালিকা সাফসুতরো করার দায় কমিশনের ঘাড়েই চাপিয়েছেন জোয়ারদার। কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার বিজেপি সভাপতি অরিজিৎ বক্সীর মতে, এ নিয়ে পালটা নজরদারি করলে বোকামি হবে।

বক্সী বলেন, ‘এটা আমরা সারা বছর ধরে করি। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো নির্বাচন কমিশন আর প্রশাসনের একাংশকে চাপে রাখতে এসব ঘোষণা করেছেন। আর তা শুনে আমরা লাফালাফি শুরু করে দিলাম।’ উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষের দাবি, তৃণমূলের হয়তো এখন ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আমরা তালিকা তৈরি করে কমিশনে জমা দিয়েছি। দলে এই কাজ করার জন্য আলাদা কর্মী আছেন। তাঁরাই যা করার করবেন।

অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যুতে গাফিলতি

জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ : এক অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ঘটনাটি ঘটে। মহসিনা বেগম (২৫) নামে ওই তরুণী জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এদিন সকালে প্রসবযন্ত্রণা অনুভব করায় পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ওই তরুণীকে মৃত অবস্থায় সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে বলে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে জানান। অন্যদিকে, মৃতার পরিবারের তরফে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের দাবি, গত সপ্তাহে প্রসবযন্ত্রণা ওঠার পর ওই তরুণীকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। একদিন ভর্তি রেখে চিকিৎসক তাঁকে ছেড়ে দেন।

স্পিন মন্ত্রই

প্রথম পাতার পর

করেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতায় ভরা ইতিহাস বদলে আগামীকাল কি রোহিতরা নয়া শুরু করতে পারবেন? জবাব মঙ্গলবারই জানা যাবে। তবে তার আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার পর দলের প্রথম একাদশের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়েই ঘেঁটে ঘ রোহিত, গৌতম গম্ভীররা। গতকালের নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মতো আগামীকালও কি ভারতীয় দল চার স্পিনারে খেলবে? প্রশ্নটা প্রবলভাবে সামনে আসছে। আর সঠিক জবাব মিলছে না কিছুতেই। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অন্দরেই তিন নাকি চার স্পিনার নিয়ে রয়েছে ধন্দ। গতকাল রাতে বরুণ চক্রবর্তী কিউয়িদের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট দখল করে সব সমীকরণ বদলে দিয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, অজি ব্যাটারদের মধ্যে স্মিথ ও ম্যাক্সওয়েল বাদে কেউ কখনও বরুণের রহস্য স্পিনের বিরুদ্ধে খেলেননি। তাই আগামীকাল বরুণ খেললে অ্যাডভান্টেজ ভারত। বরুণকে খেলাতে হলে ভারত কি শেষ পর্যন্ত চার স্পিনারে স্পিনের মায়াজাল বিস্তার করবে? কম্বিনেশন নিয়ে ভারতীয় কোচ-অধিনায়ক আপাতত সিদ্ধান্তের দোলাচলে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে অজিদের হারাতে হলে স্পিনই টিম ইন্ডিয়ার মূল ভরসা হতে চলেছে।

চোটের কারণে ম্যাথু শর্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে কাল অজি প্রথম একাদশে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। আর ব্যাট হাতে ম্যাকগার্কের তুমুল আগ্রাসনের কথাও কারও অজানা নয়। ফলে ম্যাকগার্কের মতো আগ্রাসী ব্যাটারকে শুরুতেই থামানোর জন্যও রোহিতের ভরসা স্পিন মন্ত্রই। অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান থেকে দুবাই পৌঁছে কার্যত প্রস্তুতি ছাড়াই আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের মঞ্চে নেমে পড়ার চ্যালেঞ্জটাও স্মিথদের সংসারে চাপ তৈরি করেছে। চাপ বিরাট কোহলিদের সংসারেও রয়েছে। ব্যর্থতার কানাগলি থেকে বেরিয়ে সাফল্যের সরণিতে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে জয়ের হ্যাটট্রিক অনেকটা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে পারলে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা ভুলেই যাবেন কয়েক মাস আগে স্যর ডনের দেশে গিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া করার যন্ত্রণা।

স্পিন মন্ত্র আগামীকাল দুবাইয়ে রোহিত-বিরাটদের কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার।

বৃদ্ধা মাকে রাস্তায় ফেলে চম্পট সন্তানরা

মালদা, ৩ মার্চ : 'ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার'- নচিকেতার সেই বিখ্যাত গানের লাইন হয়তো অনেকেরই মনে আছে। ঠিক যেন বৃদ্ধাশ্রম গানের অভিনয়, তবে সোমবার সকালে মালদা শহরের বাসিন্দারা যা দেখলেন তা কোনও অভিনয় নয়, বাস্তব ঘটনা। যা প্রথমত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না স্থানীয়রা। এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে বাবা-মায়ের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের সন্তানদের আচরণ নিয়ে।

এক চরম অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন মালদা শহরের পুড়াটুলির বাসিন্দারা। সোমবার সকালে এক বৃদ্ধাকে রাস্তার পাশে বসে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। সঙ্গে রয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। অসহায় অবস্থায় বসেছিলেন তিনি। আশেপাশের বাসিন্দারা বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন কেউ বা কারা তাঁকে এখানে ফেলে গিয়েছে।

ঘটনাপ্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার বাড়ি মালদায় নয়, পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় তার বাড়ি। সেখান থেকে মালদা শহরে নিয়ে এসে ফেলে গিয়েছে কেউ বা কারা। বৃদ্ধার মুখে এমন কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন সকলে। অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিশিষ্ট আইনজীবী তথা মালদা জেলা গ্রন্থাগারের সচিব প্রসেনজিৎ দাস। সমস্ত কিছু শুনে তিনি ওই বৃদ্ধাকে মালদা শহরের বৃদ্ধাশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি তার সম্পত্তি যেন তিনি ফেরত পান তার জন্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলেন।

অসহায় ওই বৃদ্ধার নাম শিবানী দাস। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। স্বামী মারা গেছেন বিগত কয়েক বছর আগে। তিন ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে তাঁর। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। সংসার, ছেলেপুলে রয়েছে। বৃদ্ধা জানান, সম্প্রতি ছেলেরা তাঁর বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রির পর তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিজের রাস্তা নিজেকেই দেখে নিতে বলে। এরপর কেউ বা কারা তাঁকে কান্দি থেকে মালদায় এনে রেখে চলে যায়। তাই এখন কী করবেন, না করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। অসহায় অবস্থায় রাস্তার পাশে বসেছিলেন মহিলা। এহেন সংবাদ পেয়ে মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়ান মালদা শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রসেনজিৎ দাস। আপাতত তিনি ওই বৃদ্ধাকে মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার অনুভব বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঘটনাপ্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ‘রাস্তার পাশে অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন। আমি তাঁর আপাতত থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছি বৃদ্ধাশ্রমে। বৃদ্ধা যেন তাঁর সম্পত্তি ফিরিয়ে পান তার জন্য আইনি লড়াই করা হবে।’

তবে ৭৮ বছরের ওই বৃদ্ধাকে কে বা কারা রাস্তায় ফেলে গেল। কেনই বা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এইভাবে ওই বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । পাশাপাশি বৃদ্ধার পাঁচ ছেলেমেয়ের ভূমিকা নিয়েও নানা অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। জন্মদাত্রী মাকে কেউ কী এইভাবে ফেলে যেতে পারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে এমন অমানবিক ঘটনা। যার সাক্ষী থাকল এদিন মালদা শহর।

অমর্ত্যের নিশানায় জামায়াতে

প্রথম পাতার পর

একটি সংবাদ সংস্থাকে ইউনূস বলেন, ‘এই যে জাগো, নামো ইত্যাদি ইত্যাদি আহ্বান জানাচ্ছে, কর্মসূচি দিচ্ছে, হরতাল ডাকছে। মানুষ এটাকে কীভাবে নেবেন বলেন! এরা কি মিষ্টিমুখে চলে যাবে সব।’

যদিও আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ না করার ব্যাপারটি তিনি ঠারেঠোরে রাজনৈতিক সহমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

অমর্ত্য কিন্তু আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার ঘোর বিরোধী। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘বাংলাদেশের সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেনি। এটা অত্যন্ত ইতিবাচক।’ অন্তর্বর্তী সরকার সরাসরি কিছু না বললেও অমর্ত্যের বক্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জামায়াতে।

জামায়াতে ইসলামির আমির শরিকুর রহমান ফেসবুক পোস্টে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অভিযোগ তুলেছেন অমর্ত্যের দিকে। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশকে সহনশীলতা শেখানোর প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের জনগণ টানা ১৫ বছর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চরম ভণ্ডামি প্রত্যক্ষ করেছেন।’

অমর্ত্যর অবশ্য বক্তব্য, ‘স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ চোখে পড়ার মতো উন্নতি করেছে। সেখানে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। আমি বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু হতাশ নই।’

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৩ মার্চ : ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে রবিবার রাতে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম তনজিনা খাতুন (২৩)। খবর পেয়ে রাতেই গ্রামে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারপর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

পদ্ম নেতাদের পিছন পিছন

প্রথম পাতার পর

লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে এরাজ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই হেরেছেন। ছ’জন জেলা সভাপতিও রয়েছেন। কেন্দ্রীয় পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঘাটাল ও কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের।

অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের ২৪ জন আর সন্দেশখালি সহ উত্তর ২৪ পরগনার ১৩ জন নাম না জানা নেতার কেন্দ্রীয় পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে। ভোটের পর হামলার যুক্তিতে একেবারে মুড়িমুড়কির মতো বিলি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। এর মধ্যে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দল বদলাবদলির পর থেকেই জেড হয়েছেন। এ বাদে বিজেপির ৭৭ জন বিধায়কই সিআরপিএফ, সিআইএসএফের জওয়ান নিয়ে ঘোরেন।

তাঁরা সবাই ভয়ংকর হামলার বিপদে রয়েছেন, এমনটাই দিল্লির বক্তব্য। এঁদের মধ্যে ১৬ জন এক্স ক্যাটিগোরির বেশি পাহারা পেয়ে থাকেন।

বাকিরা এক্স ক্যাটিগোরি। এই নিরাপত্তার লিস্টে যেমন মুকুল রায় আছেন, তেমনই আছেন এ রাজ্যের তিনজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আছেন দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তনরাও।

বোঝা মুশকিল নয়, এই গাদা গাদা পাহারার আয়োজন কেন, কোন অঙ্কে। দল রাখতে খুচরো নেতাদের খুশি রাখতে হবে। তাঁদের পিছনে পাহারাদার দিলে এলাকায় তাঁদের কদর বাড়ে। স্ট্যাটাস সিম্বল বলে কথা! তাছাড়া একইসঙ্গে এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার কী দুরবস্থা সেটাও তুলে ধরা সবার সামনে।

রাজ্যের পুলিশে ভরসা নেই। তাই কেন্দ্রের সেপাই ছাড়া নেতাদের কাজ করা মুশকিল। লোকসভা ভোটের পর দেখা যাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। ওইসব নেতাদের আর বিপদের ভয় নেই। তাই তাঁদের পিছন থেকে সরিয়ে নেওয়া হল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা।

অসুবিধে তো কিছু নেই। দিল্লিতে খুঁটির জোরে এই মহামান্যদের পাহারার বন্দোবস্ত করা হবে আমার আপনার ট্যাক্সের টাকায়। আবার দরকারে তা তুলেও নেওয়া হবে, যখন যেমন প্রয়োজন।

ছাত্র ধর্মঘটে

প্রথম পাতার পর

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। যারা আমাদের আক্রমণ করেছে তারা কেউ ছাত্র নয়।’ যদিও মারধরের কোনও ঘটনা হয়নি বলে দাবি করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তনয় তালুকদার। তনয়ের বক্তব্য, ‘সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে পালটা পথে নামে। তারাই বাম ছাত্র সংগঠনদের প্রতিহত করে। উচ্চমাধ্যমিক শুরুর দিন এমন ধর্মঘট মানা যায় না।’

যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ওপর আক্রমণের অভিযোগে এদিন পথে নামে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। বিকেলে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির তরফে শিলিগুড়ি কলেজের সামনে থেকে মিছিল করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সমিতির জেলা সভাপতি সুপ্রকাশ রায় বলেন, ‘এসএফআই এবং অতি বাম ছাত্ররা শিক্ষামন্ত্রীর ওপর আক্রমণ করেছে। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের আমরা ছাত্র বলে মনে করি না।’ অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে এবং দিনহাটায় সিপিএমের পার্টি অফিস ভাঙার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে পালটা মিছিল করা হয়। পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধি চক ও শিবমন্দির মোড় অবরোধ করা হয়। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, ‘যেভাবে এসএফআইয়ের উপর হামলা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে পথে নেমেছি। যাদবপুরের ঘটনায় লাগাতার আন্দোলন চলবে।’

চা নিলামকেন্দ্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রকে চাঙ্গা করতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করল চা নিলাম কমিটি। ৭ দিনের মধ্যে চা কিনলে ২ শতাংশ এবং ১৪ দিনের মধ্যে চা কিনলে ১ শতাংশ ছাড় দেবে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কমিটি। এখন শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে ২১ দিনের মধ্যে চা নিলাম করা হয়। জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে ১১ দিনের মধ্যে নিলামের ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিল কমিটি। সোমবার জলপাইগুড়ি আইটিপিএ হলঘরে নিলাম কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী ১০ মার্চ চা নিলামের মক টেস্ট হবে। ৩১ তারিখ লাইভ চা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিন চা নিলাম প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি অ্যাড হক কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

২০০৮ সালে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চালু হলেও চায়ের জোগানের অভাবে ২০১৪-’১৫ অর্থবর্ষে নিলামকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। তারপর নিলাম কমিটি ও জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের চেষ্টায় টি বোর্ড চলতি মাসের ৩১ তারিখ থেকে আবার নিলাম চালু করার নির্দেশ দিয়েছে।

চা নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সীগুপ্ত বলেন, ‘জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রকে চাঙ্গা করতে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছি। ১১ দিন অন্তর চা নিলামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে বিক্রেতাদের গুদামে চা বেশিদিন রাখার জন্য ভাড়া গুনতে না হয়। সোমবার করে চা নিলামের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার নিলাম শুরু করে শেষ হবে বৃহস্পতিবার। তার ১১ দিনের মাথায় সোমবার পরবর্তী নিলাম হবে। বিভিন্ন চা বিক্রেতা, ক্রেতাদের ও ব্রোকারদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ করার জন্য এদিন অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিন জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং পাহাড় থেকে একাধিক বড় বাগানের মালিক, বটলিফ ফ্যাক্টরির সংগঠনের প্রধান থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত বটলিফ ফ্যাক্টরির কর্ণধার, ক্রেতা ও বিক্রেতা এবং ব্রোকাররা উপস্থিত ছিলেন। আপাতত নিলামের ঘরের কিছু সংস্কার করা হবে। প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগ দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি টি অকশন সেন্টারের পুনরুজ্জীবনের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোটি বলেন, ‘আমরা খুবই আশাবাদী যে বৃহৎ চা বাগান, বটলিফ ফ্যাক্টরির থেকে ভালো সাড়া পেয়েছি নিলামে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে। যত চা আসবে এবং যত দ্রুত দাম পাওয়া যাবে ততই চা নিলামকেন্দ্র সচল থাকবে আমরা ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্রোকারদের থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি।’

সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, ‘চা নিলামকেন্দ্র চালু হচ্ছে, খুবই খুশির খবর। মানুষের দাবি ছিল নিলামকেন্দ্রটি চালু করার জন্য।’

উদ্যোগ

- ৩১ মার্চ থেকে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চালু হচ্ছে
- ১১ দিনে চায়ের নিলাম করা হবে
- ৭ দিনের মধ্যে চা কিনলে ২ শতাংশ ছাড় মিলবে কেনার উপর
- ১৪ দিনের মধ্যে চা কিনলে ১ শতাংশ ছাড় মিলবে
- সোমবার করে চায়ের নিলাম হবে

দুবাই ঘরের মাঠ নয় : রোহিত

দুবাই, ৩ মার্চ : রাত পোহালেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ। পাওয়ার প্লে-তে অজি বোলারদের গ্যালারিতে ফেলার চ্যালেঞ্জ। যদিও তার আগে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সব ম্যাচ খেলা নিয়ে চলতি বিতর্কে সমালোচকদের মাঠের বাইরে ফেললেন রোহিত শর্মা।

প্রতিপক্ষ একাধিক দল, প্রাক্তনদের একটা বড় অংশ ভারতের সুবিধা নিয়ে সোচ্চার। প্রতিদিনই আক্রমণ শানাচ্ছেন। অবশেষে যা নিয়ে মুখ খুললেন ভারত অধিনায়ক। হিটম্যানসুলভ মেজাজে জবাব, দুবাই ভারতীয় দলের হোম গ্রাউন্ড নয়। সমালোচনা অযৌক্তিক।

নিউজিল্যান্ড-বধে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে পা রাখে ভারত। শেষ চারের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে সতর্কতার কথাও শোনান রোহিত। সেরা খেলাটা তুলে ধরার কথা মনে করিয়ে দেন সতীর্থদের।

হাইভোল্টেজ যে দ্বৈরথের পূর্বে ছক্কা হাঁকালেন দুবাই বিতর্কে।

রোহিতের দাবি, 'পিচ নিয়ে কী চলছে তা জানা নেই। জানি না কোন পিচে সেমিফাইনালে আমাদের খেলতে হবে। মোদ্দা কথা, যে পিচ, পরিবেশ পাব, তার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। এটা আমাদের হোম নয়, এটা দুবাই। এখানে খুব বেশি ম্যাচও খেলিনি। আমাদের কাছে তাই নতুনই সবকিছু।'

এখনও পর্যন্ত দুইটি পিচে তিনটি ম্যাচ খেলেছে ভারত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে পিচে খেলেছিল, সেখানেই নিউজিল্যান্ড ম্যাচ খেলে রবিবার। পাকিস্তান ম্যাচের পিচেই সেমিফাইনাল হবে বলে খবর। সমালোচকদের দাবি, ভারতকে অন্যান্য দলের মতো লাহোর-করাচি-রাওয়ালপিন্ডি-দুবাই করতে হচ্ছে না। সঙ্গে একই পিচে সব ম্যাচ খেলার সুবিধা।

যদিও রোহিতের পালটা যুক্তি, পিচের আচরণ তাঁরাও বুঝতে পারছেন না। বলেছেন, 'তিনটি ম্যাচ খেললাম এখানে। পিচ প্রায় একইরকম দেখতে। অথচ, তিন ম্যাচে পিচ ভিন্নরকম আচরণ করেছে। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে যেমন নতুন বলে ওদের পেসাররা সিম-সুইং পেয়েছে। আগের দুই ম্যাচে যা দেখা যায়নি। রাতের দিকে ঠান্ডা থাকায় বল সুইংয়ের প্রবণতা বেশি। ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ, শটে অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। বোলারদের ক্ষেত্রেও তাই।'

নিন্দুকদের দাবি, মন্থর পিচ হবে জেনে বাড়তি স্পিনার এনেছে ভারত এবং প্রতি ম্যাচে স্পিন-স্ট্র্যাটেজিতেই বাজিমাত করছে। কিউয়ি ম্যাচে তো একেবারে স্পিন চতুর্ভুজ। এই ব্যাপারে রোহিত জানান, গত ২-৩ মাসে দুবাই পিচের গতিপ্রকৃতি কীরকম ছিল, আগাম ধারণা নিয়েছিলেন, যা কাজে লাগাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ভাবনায় রদবদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফের চার স্পিনারের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। জবাবে অস্ট্রেলিয়ার হাতে তারকা স্পিনার বলতে অ্যাডাম জাম্পা। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্পিন বিভাগের যে ব্যবধান সেমিফাইনালের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। মাঠে নামার আগে অ্যাডভান্টেজ ভারত।

রোহিত তা মানতে নারাজ। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া মহান টিম। বছরের পর বছর ধরে তা প্রমাণ করে চলেছে। দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি আমরা। সেমিফাইনাল বলে কথা। ফলে বাড়তি উত্তেজনা, চাপ থাকবে দুই শিবিরেই।'

গ্রুপ লিগে জয়ের হ্যাটট্রিকের ফর্মুলাই যে অজি-বধে ব্যবহার করবেন, তা পরিষ্কার করেও দেন। রোহিত জানান, শেষ তিন ম্যাচে দল যেভাবে খেলছে, সেটাই বজায় থাকবে সেমির দ্বৈরথে। অজিরা কতটা বিপজ্জনক সেই সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। বাইশ গজের যুদ্ধে কাল সেটাই মাথায় রাখবেন।

'এখানে খুব বেশি খেলিনি, সবই নতুন'

> অস্ট্রেলিয়া মহান টিম। বছরের পর বছর ধরে তা প্রমাণ করে চলেছে। দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি আমরা। সেমিফাইনাল বলে কথা। ফলে বাড়তি উত্তেজনা, চাপ থাকবে দুই শিবিরেই।
>
> রোহিত শর্মা

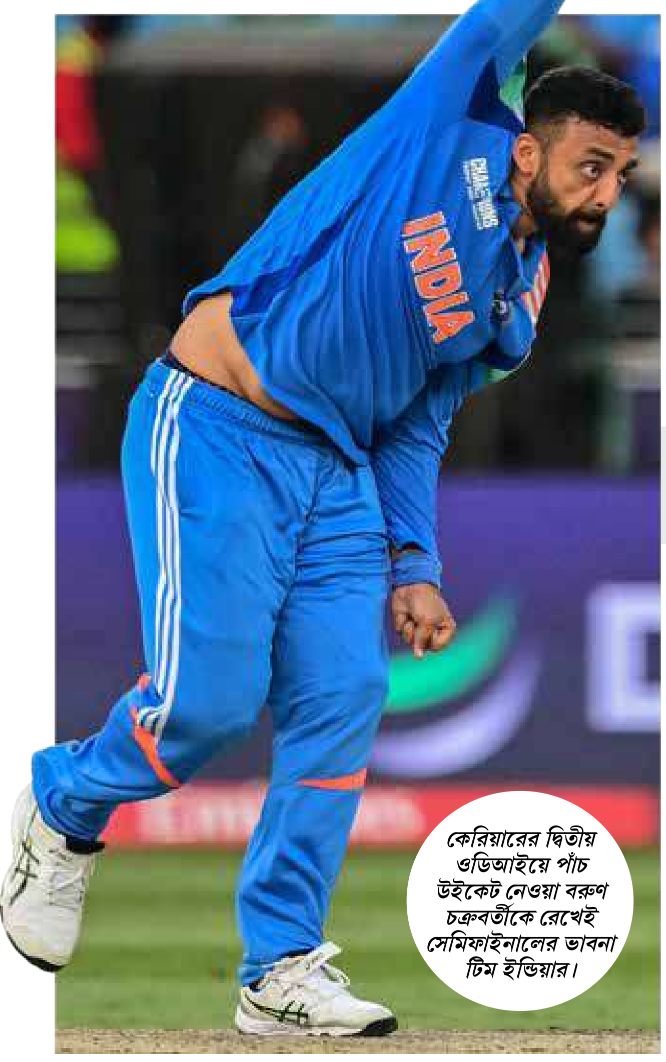

কেরিয়ারের দ্বিতীয় ওডিআইয়ে পাঁচ উইকেট নেওয়া বরুণ চক্রবর্তীকে রেখেই সেমিফাইনালের ভাবনা টিম ইন্ডিয়ার।

CHAMPIONS ICC TROPHY 2025 • PAKISTAN

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সেমিফাইনালে আজ

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : দুবাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

অক্ষর প্যাটেলের কাছ থেকেই মিলল খোয়া যাওয়া ইমপ্যাক্ট ফিল্ডারের মেডেল।

পুরস্কার লুকিয়ে রাখলেন অক্ষর

দুবাই, ৩ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্লেন ফিলিপসের ক্যাচ দুর্দান্তভাবে তালুবন্দি করেছিলেন অক্ষর প্যাটেল। তারপরও ইমপ্যাক্ট ফিল্ডারের পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সংশয় থেকে অক্ষর লুকিয়ে ফেলেন মেডেল। ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ বরাবর বলে থাকেন, শুধুমাত্র ভালো ক্যাচ ধরে এই পুরস্কার পাওয়া যাবে না। বুলেট থ্রোয়ে ব্যাটারদের ভয় ধরানো বা ফিল্ডিংয়ের মাধ্যমে ম্যাচে কী প্রভাব ফেলছেন, সেটাও বিবেচনা করেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। রবিবার এই পুরস্কারের জন্য অক্ষরের সঙ্গে বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারও মনোনয়ন পান। এরপর দিলীপের সহকারী নুয়ান পুরস্কারের জন্য বিরাটের নাম ঘোষণা করার পর আর মেডেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেকেই ভেবেছিলেন মহম্মদ সামি বা অক্ষর মেডেল লুকিয়ে রেখেছেন। শেষপর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে অক্ষরের কাছ থেকে মেলে মেডেলের বাক্স। এরপর সেই মেডেল পরিয়ে দেওয়া হয় বিরাটের গলায়।

মন্থর পিচে ব্যাটিং সহজ নয়, মানছেন হেডও

ভারতীয় স্পিনের জবাবে প্রস্তুত জাম্পা

দুবাই, ৩ মার্চ : পাকিস্তানের মাটিতে রানের বন্যা।

পাটা উইকেটে ব্যাটাররা আধিপত্য দেখিয়েছে। দুবাইয়ের ছবিটা ঠিক উলটো। রান পেতে টেকনিক আর টেম্পারামেন্টের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। লো স্কোরিং ম্যাচে বোলাররাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে ব্যাটারদের ওপর। বিশেষত, ভারতীয় স্পিনারদের রমরমা দেখা গিয়েছে দুবাইয়ের তিন টক্করেও।

মঙ্গলবারের সেমিফাইনালের দ্বৈরথে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে যা মাথায় ঘুরছে অস্ট্রেলিয়া শিবিরের। সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হওয়ার আগেই দুবাইয়ে চলে এসেছিল অজিরা। বাড়তি যে সময়ে স্টিভেন স্মিথের দলের মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় স্পিন-চক্রব্যূহ ভাঙার নীল নকশা।

গত কয়েকদিনের নেট প্র্যাকটিসে স্পিনকেই জোর। দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে রবিবার অজিদের নেটে একঝাঁক স্পিনার দেখা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে বাড়তি সময় বল করতে দেখা যায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঁহাতি স্পিনার হর্ষিত শেঠকে। রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলের জন্য আগাম প্রস্তুতি।

অজি অধিনায়ক স্মিথ অবশ্য ভারতীয় শিবিরকে ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালের জুজু দেখাচ্ছেন। বলেছেন, 'দুবাইয়ের পিচ অনেকটা আহমেদাবাদের মতোই স্লো। গ্রাউন্ডসম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারতীয় দল এখানে তিনটি ম্যাচ খেলেছে। অবশ্যই যা ওদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। তবে আমরাও তৈরি আছি। উত্তেজক ম্যাচ হতে চলেছে।'

ভারতীয় স্পিন নিয়ে চিন্তার মাঝে টিম কম্বিনেশনও ভাবাচ্ছে। চোটের জন্য নিয়মিত ওপেনার ম্যাথু শর্ট নেই। পরিবর্ত হিসেবে অলরাউন্ডার বছর একুশের কুপার কনোলিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ডেকে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে কাল ওপেনিংয়ে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে সম্ভবত জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক।

স্পিন বিভাগকে শক্তিশালী করতে সম্ভবত দলে তনভীর সাঙ্গাও ঢুকে পড়তে পারেন। অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের স্পিনও বেশ কার্যকর। তবে ধারভারে স্পিন বিভাগে ভারতের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। জাম্পা অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। বলেছেন, 'পাকিস্তানে গোটা দুয়েক ম্যাচ, তারপর দুবাই। ব্যস্ত সফরসূচি। দুবাইয়ের পিচ তুলনায় মন্থর। সেক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ থাকবে আমার জন্যও। কাজে লাগানোর জন্য মুখিয়ে আছি।'

অবশ্য জাম্পা নয়, ভারতের মূল মাথা ব্যথা হেড। বলের রং লাল হোক সাদা, যে কোন ফর্ম্যাটে সামনে ভারত মানে বিধ্বংসী মেজাজে অজি ওপেনার। বারবার ভারতের মুখের গ্রাস কেড়েছেন। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি ভালোমতোই টাটকা।

সেই হেডের মুখেও মন্থর গতির পিচের কথা। বলেছেন, 'লাহোরের তুলনায় দুবাইয়ের পিচ অনেক বেশি পরীক্ষায় ফেলবে ব্যাটারদের। মন্থর পিচ। লো স্কোরিং ম্যাচের হাতছানি। আমরা অবশ্য যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।'

সামি-হার্দিকের পেস নাকি স্পিন, হেডের জন্য রোহিতদের দাওয়াই কী হয়, সেদিকে চোখ থাকবে।

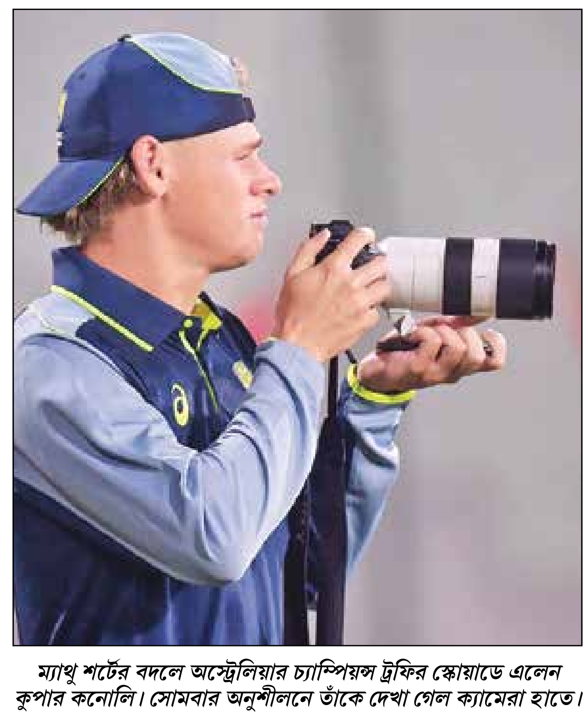

ম্যাথু শর্টের বদলে অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে এলেন কুপার কনোলি। সোমবার অনুশীলনে তাঁকে দেখা গেল ক্যামেরা হাতে।

চার স্পিনার খেলানোর পরামর্শ শাস্ত্রীর

শুধু ১০ ওভার খেললে হবে না, রোহিতকে সানি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা। দুবাই দ্বৈরথে অজি চ্যালেঞ্জ রোহিত শর্মাদের। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে ফাইনালের টিকিট আদায়ে চোখ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রাক্কালে রোহিতদের জয়ের রাস্তা বাতলে দিলেন সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী।

গাভাসকারের মতে, ভালো শুরু দরকার। প্রথম দশ ওভারে ঝড় তুলে থেমে গেলে চলবে না, হিটম্যানকে বড় ইনিংস খেলতে হবে। সানি বলেছেন, 'নিজের খেলাটা শুধু খেলুক। রোহিতকে মনে রাখতে হবে ও একজন ওপেনার। আর ওপেনারদের শুধু ১০ ওভার খেললে চলবে না, ৪০-৪৫ রান করা যথেষ্ট নয়। আরও বেশি ওভার, বড় ইনিংসের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে দল।'

শাস্ত্রী আবার গৌতম গম্ভীরকে চার স্পিনার খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। হর্ষিত রানাকে বসিয়ে নিউজিল্যান্ড ম্যাচে প্রথম এগারোয় প্রবেশ বরুণ চক্রবর্তীর। পাঁচ শিকারে যে সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখেন বরুণও। শাস্ত্রী বলেছেন, 'একাধিক ম্যাচ হওয়ার ফলে পিচের তাজা ভাব কিছুটা উধাও। মন্থর উইকেটের সম্ভাবনা। ফলে স্পিনাররা ফের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা। টসে জিতে আগে ব্যাট নিয়ে ২৪০-২৫০ করো। এই রানটাও সেমিফাইনালের মতো বড় ম্যাচে ভালো স্কোর।'

রবি শাস্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত বলেছেন, 'হর্ষিতকে কেন দরকার? কুলদীপ যাদব, বরুণরা ভুলটাই বা কী করেছে? চার স্পিনার খেলানো দুর্দান্ত পদক্ষেপ। প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের যা চাপে রাখবে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী। কিন্তু বরুণ সহ ভারতীয় স্পিন চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ হবে না।'

একনজরে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম

ম্যাচ ৬১
প্রথমে ব্যাটিং করে জয় ২৩
পরে ব্যাটিং করে জয় ৩৬
নো রেজাল্ট ১। টাই ১

প্রথম ইনিংসের গড় স্কোর
২২৯

সর্বাধিক স্কোর
৩৫৫/৫ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের, ২০১৫)

সর্বনিম্ন স্কোর
৯১ (নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির, ২০২৩)

সর্বাধিক সফল রানতাড়া
২৮৭/৮ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার, ২০১৩)

সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড
১৬৮ (নেপালের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির, ২০২২)

সর্বাধিক ছক্কা
রোহিত শর্মা (১৫টি)

শেষ পাঁচ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

১৯ নভেম্বর, ২০২৩
অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী (আহমেদাবাদ)

৮ অক্টোবর, ২০২৩
ভারত ৬ উইকেটে জয়ী (চেন্নাই)

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
অস্ট্রেলিয়া ৬৬ রানে জয়ী (রাজকোট)

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
ভারত ৯৯ রানে জয়ী (ইন্দোর)

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
ভারত ৫ উইকেটে জয়ী (মোহালি)

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে
ম্যাচ ৪
ভারত ২। অস্ট্রেলিয়া ১
নো রেজাল্ট ১

ওডিআইয়ে
ম্যাচ ১৫১
ভারত ৮৪। অস্ট্রেলিয়া ৫৭
নো রেজাল্ট ১০

সাল	স্থান	ফল	ব্যবধান
১৯৯৮	ঢাকা	ভারত জয়ী	৪৪ রান
২০০০	নাইরোবি	ভারত জয়ী	২০ রান
২০০৬	মোহালি	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	৬ উইকেট
২০০৯	সেঞ্চুরিয়ান	ম্যাচ পরিত্যক্ত	

সেরা প্রত্যাবর্তনের স্বীকৃতি

লরিয়াসে মনোনীত ঋষভ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ : মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন ঋষভ পন্থ। আবার সেই মৃত্যুকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাতে তুলে নিয়েছেন ব্যাট ও উইকেটকিপিং গ্লাভস। টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দিতে নেমে পড়েছেন মাঠে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার ধাক্কা সামলে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যেভাবে ঋষভ স্বাভাবিক জীবনের পাশে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন, ২১ এপ্রিল মাদ্রিদে তার স্বীকৃতি পেতে চলেছেন তিনি। গর্বের লরিয়াস স্পোর্টস পুরস্কারের এবার ২৫ বছর। মাদ্রিদে তাই লরিয়াস পুরস্কারের রজত জয়ন্তী বর্ষে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে দুনিয়ার প্রায় সব খেলার সেরাদেরই। সেই তালিকায় সেরা প্রত্যাবর্তনকারী হিসেবে আজ মনোনীত হয়েছেন ঋষভ। এমন স্বীকৃতির খবর সামনে আসার দিনে আবেগে ভেসে ঋষভ বলেছেন, 'আমি বরাবরই বিশ্বাস করি জীবনে চলার পথে যা কিছু ঘটে, তার পিছনে ঈশ্বরের অবদান থাকে। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, পজিটিভ মানসিকতায় চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি। আজও তাই করি। পথ দুর্ঘটনায় অনেক কিছুই হতে পারত। কিন্তু সেখান থেকে নতুন জীবন পেয়েছি আমি। ক্রিকেট মাঠেও ফিরেছি। তার জন্য লরিয়াসের এই স্বীকৃতি আমায় আগামীর অনুপ্রেরণা দেবে।' ঋষভকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লরিয়াস স্পোর্টস পুরস্কারের শুভেচ্ছাদূত যুবরাজ সিংও। বলেছেন, 'ঋষভের পথ দুর্ঘটনার পর ২০২৩ সালের মার্চে প্রথম ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখনও সুস্থ নয় ও। সেদিনও দেখেছিলাম ওর মধ্যে অদ্ভুত পজিটিভ মানসিকতা ও প্রাণশক্তি রয়েছে। আজও ঋষভের সঙ্গে কথা হলে সেটা অনুভব করতে পারি।'

সেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদদের তালিকায় স্পেনের টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, পোল ভল্টে দশটি বিশ্বরেকর্ডের মালিক সুইডেনের আর্মান্দো ডুপ্লান্টিস, প্যারিস অলিম্পিকে চারটি সোনাজয়ী ফ্রান্সের সাঁতারু লিও মার্চান্ড, ফর্মুলা ওয়ানে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাক্স ভেরস্টাপেনরা রয়েছেন। সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদের মনোনীতের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিমনাস্ট সিমোনে বাইলস, স্পেনের ফুটবলার আইতানা বোনমাতিরা জায়গা পেয়েছেন।

প্রায় শূন্য গদ্দাফিতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল!

লাহোর, ৩ মার্চ : ২৯ বছর অপেক্ষা শেষে পাকিস্তানের মাটিতে আইসিসি টুর্নামেন্ট। ১৯৯৬ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে ঘিরে স্বভাবতই স্বপ্নের ঘোরে ছিল ওয়াঘা পাড়ের পাক ক্রিকেট মহল। যদিও পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা এবং প্রিয় দলের ব্যর্থতা-স্বপ্নের ঘোর কেটে রূঢ় বাস্তবের সামনে পাকিস্তান।

৫ মার্চ লাহোরে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড। ভারত ফাইনালে পৌঁছোতে না পারলে খেতাবি যুদ্ধও হবে পাকিস্তানের মাটিতে। কিন্তু মহম্মদ রিজওয়ান, বাবর আজমদের দ্রুত বিদায়ে টুর্নামেন্ট নিয়ে উৎসাহ হারিয়েছে পাক ক্রিকেটপ্রেমীরা। এমনিতেই তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যায় জেরবার পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কিছুটা মাঠবিমুখ। বেশিরভাগ মাঠই প্রায় দর্শকশূন্য থেকেছে। যার ইঙ্গিত মিলেছিল পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড উদ্বোধনী ম্যাচেই।

আশঙ্কা, প্রায় শূন্য গ্যালারিতে হয়তো বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ডকে। নিশ্চিতভাবে আইসিসি টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য যা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। ইতিমধ্যে খারাপ পরিকাঠামো, জলনিকাশি ব্যবস্থার কারণে একাধিক ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়া শূন্য গ্যালারি।

পিসিবি-র এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, পাকিস্তান ছিটকে যাওয়ায় এমনিতেই উৎসাহ নেই। তার ওপর রমজানে মেতে উঠেছে গোটা দেশ। সাধারণ মানুষ আপাতত রমজান নিয়ে ব্যস্ত। মাঠমুখো হওয়ার সংখ্যাটা তাই কমই হবে। মেগা ইভেন্টের সেমিফাইনালে শূন্য গ্যালারি দৃষ্টিকটু হলেও স্থানীয় প্রশাসন কিছুটা স্বস্তিতে! রমজানের ভিড়ের সঙ্গে ভরা গ্যালারির নিরাপত্তা দেওয়া সহজ হত না। হিমসিম খেতে হত নিরাপত্তাকর্মীদের। দর্শক উপস্থিতি কম হওয়ার সম্ভাবনায় সেই চিন্তা দূর!

তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মুখ যে প্রতি পদে পুড়ছে তা বারবার প্রমাণিত। আইসিসি-র থেকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পেলেও মাঠ, গোড়া থেকেই স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ, কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে সংস্কার করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কয়েকদিন যেতে না যেতেই স্টেডিয়ামের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে।

নিকাশি ব্যবস্থার হাল তো বোঝা গিয়েছে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডির বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচগুলিতে। পুরো মাঠ কভারের ব্যবস্থা ছিল না রাওয়ালপিন্ডিতে। ছিল না উন্নতমানের ড্রেনেজ সিস্টেম। এরপর পাকিস্তানে কোনও বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবাতে হবে আইসিসি-কে।

প্রশ্নের মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সাফল্যের দাবি

নতুন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চ : চলছিল এক অদ্ভুত লড়াই। সেই লড়াইয়ে কখনও এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। আবার কখনও তাঁকে পিছনে ফেলে দিচ্ছিলেন আজিঙ্কা রাহানে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের শীর্ষকর্তারাও ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলে দলের অধিনায়ক কে হবেন, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারছিলেন না। অবশেষে

সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ

আজ দুপুরের দিকে কেকেআরের তরফে সেই ঘোষণা হয়ে গেল। আর ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে চমকে দিয়ে আজিঙ্কা রাহানেকে আসন্ন আইপিএলে দলের অধিনায়ক ঘোষণা করা হল। তাঁর ডেপুটির দায়িত্ব পেলেন ভেঙ্কটেশ।

রাহানের বয়স এখন ৩৬। টিম ইন্ডিয়ার সংসারে তিনি এখন কার্যত ‘ব্রাত্য’। কিন্তু তারপরও রাহানে স্বপ্ন দেখেন জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের। আজ কেকেআরের নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর রাহানের জাতীয় দলে কামব্যাকের সম্ভাবনা জোরদার

> আজিঙ্কার মতো একজনকে দলের অধিনায়ক হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি। রাহানের দীর্ঘ ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সম্পদ হতে চলেছে। ওর অভিজ্ঞতা ও পরিণতিবোধের কথা মাথায় রেখেই রাহানেকে নয়া দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভেঙ্কটেশের কথাও আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু আপাতত ওকে রাহানের ডেপুটি করা হল।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর**
> কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও

হল নিশ্চিতভাবেই। আইপিএলে নাইটদের যদি সাফল্যের দিশা দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে রানও করতে পারেন রাহানে, তাহলে জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে তাঁর থাকার সম্ভাবনা বাড়বে। কেন রাহানেকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল? কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, ‘আজিঙ্কার মতো একজনকে দলের অধিনায়ক হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি। রাহানের দীর্ঘ ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতা আমাদের দলের সম্পদ হতে চলেছে। ওর অভিজ্ঞতা ও পরিণতিবোধের কথা মাথায় রেখেই রাহানেকে নয়া দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভেঙ্কটেশের কথাও আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু আপাতত ওকে রাহানের ডেপুটি করা হল।’

ঘরোয়া ক্রিকেটে রাহানে নিয়মিত খেলেন। মুম্বইয়ের হয়ে এবার লাল ও সাদা বলের ক্রিকেটে দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। তাছাড়া অতীতে কেকেআরের হয়ে আইপিএলও খেলেছেন তিনি। এহেন রাহানে আসন্ন আইপিএলে কেকেআরের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর বলেছেন, ‘এই দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত ও সম্মানিত। আইপিএল ইতিহাসে কেকেআর অন্যতম সফল দল। শেষবারের চ্যাম্পিয়নও। দুর্দান্ত সফল ও ভারসাম্যের একটা দলের অধিনায়ক হতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করছি নাইটদের সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারব।’ উল্লেখ্য, আগামী ১২ মার্চ থেকে ইডেনে কেকেআরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরু হচ্ছে। সেই শিবিরের প্রথম দিন থেকেই রাহানের হাজির থাকার কথা। এদিকে, আজ মুম্বইয়ে কেকেআরের নতুন জার্সির উদ্বোধন হল। নয়া জার্সিতে করব, লড়ব, জিতব নামের তিন তারাও থাকছে এবার।

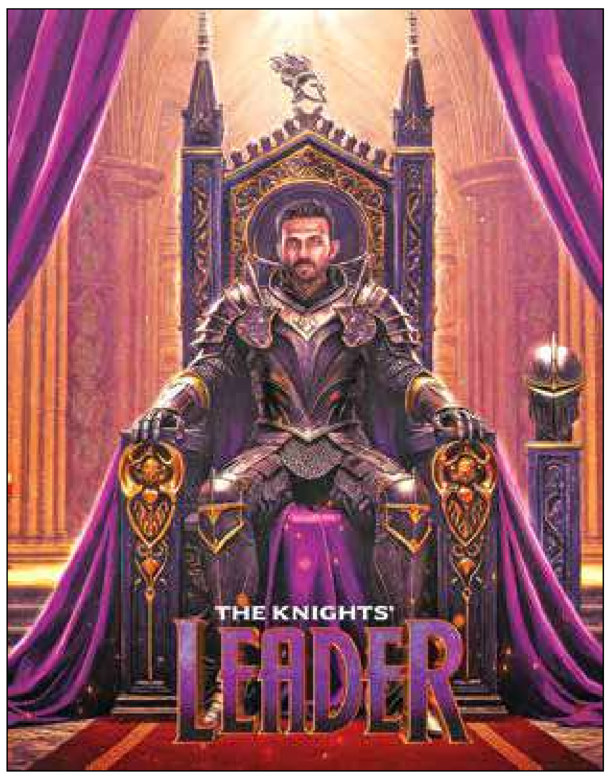

অধিনায়ক ঘোষণা করার পর সামাজিক মাধ্যমে আজিঙ্কা রাহানের এই ছবি পোস্ট করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

ইস্টবেঙ্গলের নজর শুধু এএফসি-তে

ঘরের মাঠে সুযোগ কাজে লাগাতে চান অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চ : আইএসএল অতীত। এবার সব ফোকাস এএফসি-তে। রবিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে পয়েন্ট খোয়ানোর পর এই কথাই বোঝাতে চাইলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

সোমবার বিশ্রাম। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে এফকে আর্কাদাগের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে বুধবার। সর্বসাকুল্যে প্রস্তুতির সময় মাত্র একদিন। কাজেই কৌশলে খুব বেশি পরিবর্তন করতে চাইছেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ। যদিও প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি বদল আনতেই হচ্ছে। রবিবার বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর নাম না করেই দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অস্কার। হবে নাই বা কেন, দল এগিয়ে, ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে, সেই সময় অকারণে লাল-কার্ড দেখেন গ্রিক স্ট্রাইকার। সেটাই লাল-হলুদ জনতার স্বপ্নে জল ঢেলে দেয়। ফলে আর্কাদাগ ম্যাচে দিমিকে যদি অস্কার প্রথম একাদশে নাও রাখেন, তাতে অবাক হওয়ার থাকবে না। এর মধ্যে আবার নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে আনোয়ার আলির চোট। এদিন

> প্রথম লেগ নিজেদের মাঠে খেলা একটু হলেও বাড়তি সুবিধা দেবে। আসলে প্রথম লেগটা খারাপ ফল হলে কাজটা কঠিন হয়ে যায়।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

তাঁর চোটের জায়গায় এমআরআই হয়েছে। আনোয়ারকে বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে খবর। ফলে রক্ষণ নিয়েও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অস্কারকে।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে আর্কাদাগ সোমবার সকালেই কলকাতায় চলে এসেছে। সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারে তারা। এদিকে, প্রথম লেগ ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। তুর্কমেনিস্তানে গিয়ে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে লাল-হলুদকে। একইরকমভাবে আর্কাদাগের কাছেও কলকাতার আবহাওয়ায় খেলা যথেষ্ট কঠিন। বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর বারবার এই কথাটাই শোনা গেল ইস্টবেঙ্গল কোচের মুখে। বলেছেন, ‘প্রথম লেগ নিজেদের মাঠে খেলা একটু হলেও বাড়তি সুবিধা দেবে। আসলে প্রথম লেগটা খারাপ ফল হলে কাজটা কঠিন হয়ে যায়।’ সবমিলিয়ে আইএসএল থেকে সরিয়ে সমস্ত ফোকাস এএফসির দিকে দিতে চাইছেন অস্কার। তিনি বলেছেনও, ‘এতদিন আমরা আইএসএলকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। মনেপ্রাণে সুপার সিক্সে থাকতে চেয়েছিলাম। এখন আর সেই সম্ভাবনা নেই।’

বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবসে সোমবার এই ছবি পোস্ট করে বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দিলেন কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার।

বিপক্ষের লাল কার্ডে সুবিধা হয় বার্সার : ফ্লিক

মাদ্রিদ, ৩ মার্চ : লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনা। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে তারা ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল সোসিয়েদাদকে। এই জয়ের সুবাদে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে সরিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা।

ম্যাচের ১৭ মিনিটে সোসিয়েদাদের আর্টিজ এলুস্টন্ডো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। দশজনের সোসিয়েদাদকে পেয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বার্সা। ২৫ মিনিটে জেরার্ড মার্টিন ও ২৯ মিনিটে মার্ক কাসাদোর করা গোলে প্রথমার্ধে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সা। বিরতির পর রোনাল্ড আরাহৌ এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কি আরও দুটি গোল করেন। এই ম্যাচের পর ২১ গোল করে লা লিগার সর্বাধিক গোলদাতার দৌড়ে এগিয়ে লেওয়ানডস্কি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কিলিয়ান এমবাপের থেকে ৪টি গোল বেশি করেছেন তিনি।

ম্যাচের পর কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘শুরুতেই সোসিয়েদাদের একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখায় আমাদের সুবিধা হয়ে যায়। তবে ওরা ভালো দল। আমরা যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘এদিন দলের সবাই জয়ের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল। তবে ম্যাচ জিতলেও আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’

আপাতত ২৬ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট পেয়েছে বার্সা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

গোলের পর উল্লাস বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের ধাক্কা ভুলে সামনে চোখ শুভাশিস বসুর।

পানু-সুকমল ট্রফি ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : ক্রিকেট লাভার অফ শিলিগুড়ি ৪ দলীয় পানু দত্ত মজুমদার চ্যাম্পিয়ন ও সুকমল বাগচী রানার্স ট্রফি ক্রিকেট শনি ও রবিবার আয়োজন করবে। আয়োজকদের তরফে মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ), শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ, শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব ও উত্তরবঙ্গ সংবাদ অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলার পর ফাইনাল হবে। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় প্রতিযোগিতার শুরু। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে জার্নালিস্ট ক্লাব-আইএমএ। সকাল ১০টায় খেলা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-ক্রীড়া পরিষদ। দুপুর ১টায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের মুখোমুখি হবে আইএমএ। দুপুর আড়াইটায় খেলবে ক্রীড়া পরিষদ-আইএমএ।

৫৬ পয়েন্ট লক্ষ্য শুভাশিসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চ : শিল্ড এসেছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লক্ষ্য ছিল ৫৮ পয়েন্টে লিগ শেষ করা। মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে পয়েন্ট খোয়ানোর পর এখন আর তা সম্ভব নয়। এই জায়গায় দাঁড়িয়েই শুভাশিস বসুরা চাইছেন যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট নিয়ে লিগ অভিযান শেষ করতে। তবে সবুজ-মেরুনের চোখ নকআউটে।

২২ ম্যাচে ৬টি গোল, ১৬টি সুযোগ তৈরি করেছেন, গোলে অবদানও রেখেছেন। এখানেই শেষ নয়, ৪৪টি ইন্টারসেপশন রয়েছে, ৮৩২টি সফল পাস খেলেছেন, ১৩টি ম্যাচ যেখানে প্রথম একাদশে ছিলেন দল কোনও গোল হজম করেনি। পরিসংখ্যানটা মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিসের। চলতি আইএসএলে সোনার বল জয়ের দৌড়েও এগিয়ে রয়েছেন তিনি। যদিও বাগান অধিনায়ক তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। গতবারও সবুজ-মেরুনে শিল্ড এসেছিল। তবে ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরে হাতছাড়া হয় ট্রফি। এবার আর একই ভুল করতে চাইছে না মোহনবাগান। মুম্বই সিটি ম্যাচের পর শুভাশিস বলেছেন, ‘যে কোনও কারণেই হোক মুম্বই ম্যাচে পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে। তবে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে এফসি গোয়াকে হারিয়ে ৫৬ পয়েন্টে শেষ করাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। তারপর সেমিফাইনালের প্রস্তুতির জন্য সময় পাব।’

এদিকে, প্রায় গোটা মরশুম রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা একাধিক ফুটবলারকে প্রথম একাদশে রেখে মুম্বই ম্যাচে দল সাজান হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। শুভাশিস মনে করছেন, একটা ম্যাচে সুযোগ পেয়ে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি সৌরভ ভানওয়ালা, অভিষেক সূর্যবংশীরা। বলেছেন, ‘সবাই ভালোই খেলেছে। কিন্তু বেঞ্চ থেকে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন।’ একইসঙ্গে প্রতিপক্ষের সেটপিসের সময় দলকে আরও সতর্ক থাকতে হবে বলে জানান বাগান অধিনায়ক।

কিরণ চন্দ্র ট্রফি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্যদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেট সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এনবিইউ ইউনিট ৩ উইকেটে হারিয়েছে এসি কলেজ অফ কমার্সকে। টসে হেরে এসি কমার্স ১৯ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক সিং ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে এনবিইউ ইউনিট ১৫.১ ওভারে ৭ উইকেটে ৯১ রান তুলে নেয়। অনিকেত সরকার ১৯ বলে করেছেন ২৭ রান। শিবাঙ্গ বিনা ১৮ ও অভিনব চৌধুরী ২৪ রানে ২ উইকেট নেন। ২০টি দলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ১৩ মার্চ।

ম্যাগনাসের জিনসের দাম ৩১ লক্ষ টাকা

অসলো, ৩ মার্চ : নিলামে বিক্রি হল কিংবদন্তি দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের ‘বিতর্কিত’ জিনস। গত ডিসেম্বরে এই জিনস পরেই তিনি ওয়ার্ল্ড চেজ র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জিনস পরে খেলতে নামা নিয়ে সেই সময় আপত্তি জানিয়েছিল বিশ্ব দাবা সংস্থা। তাই প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন ম্যাগনাস। পরে অবশ্য ফিরে আসেন তিনি।

ম্যাগনাসের সেই ইতালিয়ান জিনসের জন্য নিলামে ৯৪টি বিড হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ লক্ষ টাকায় জিনসটি কিনেছেন এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। নিলামে প্রাপ্ত অর্থ ‘বিগ ব্রাদার্স বিগ সিস্টার্স’- নামক এক মার্কিন দাতব্য সংস্থায় চলে যাবে।

শেষ অ্যাওয়ে ম্যাচে নামছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ মার্চ : মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে চলতি আইএসএলের শেষ অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ তালিকায় একদম শেষে রয়েছে সাদা-কালো শিবির। আর দুইটি ম্যাচ বাকি আছে তাদের।

আইএসএলে আজ
এফসি গোয়া বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও হটস্টার

শেষ দুই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলতে মরিয়া মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ছেলেরা।

এফসি গোয়া ম্যাচকে ‘মর্যাদার ম্যাচ’ বলেই দাবি করছেন মহমেডান কোচ মেহরাজ। তিনি বলেছেন, ‘এই ম্যাচটা আমাদের কাছে মর্যাদার লড়াই। ম্যাচটা জিততে হবে। এফসি গোয়া এখন দারুণ ছন্দে রয়েছে। তাই ৩ পয়েন্ট পেতে গেলে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।’ এফসি গোয়া ম্যাচের আগে চোট-আঘাতে জর্জরিত মহমেডান। কোচ মেহরাজ বলেছেন, ‘আমাদের দলে আদিঙ্গা, গৌরব বোরা ও মহম্মদ ইরশাদের চোট রয়েছে। এছাড়াও কার্ড সমস্যার জন্য কাশিমভকে পাব না।’

গোয়ার আক্রমণভাগে আর্মান্দো সাদিকু, বোরহা হেরেরার মতো ফুটবলার রয়েছেন। তাই কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে সাদা-কালো রক্ষণভাগ। সেজন্য চোট থাকলেও অধিনায়ক আদিঙ্গাকে নিয়েই গোয়া গিয়েছে মহমেডান। যদি আদিঙ্গা না খেলতে পারেন তাহলে সাজাদ হুসেনকে খেলানো হবে। এছাড়া কাশিমভের জায়গায় অমরজিৎ সিং কিয়ামের শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর সঙ্গে মিডফিল্ডে অ্যালেক্সিস ও মাফেলা খেলতে পারেন। আপফ্রন্টে লালরেমসাঙ্গা ফানাই, কার্লোস ফ্রাঙ্কা ও মনবীর সিংয়ের ওপরেই ভরসা রাখতে চলেছে সাদা-কালো শিবির। প্রথমপর্বে ঘরের মাঠে এই গোয়াকে রুখে দিয়েছিল মহমেডান। সেই ফলাফলই মঙ্গলবার আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে মেহরাজের ছেলেদের।

জিতল গুজরাট

লখনউ, ৩ মার্চ : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে গুজরাট জায়েন্টস ৮১ রানে হারিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। প্রথমে গুজরাট ৫ উইকেটে ১৮৬ রান করে। বেথ মুনি ৫৯ বলে ৯৬ রান নিয়ে অপরাজিত থাকেন। তাঁকে সঙ্গ দেন হার্লিন দেওল (৪৫)। ৩৪ রানে ২ উইকেট নেন সোফি এক্লেস্টোন। জবাবে ইউপি ১৭.১ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। চিনাইল হেনরি করেন ২৮ রান। প্রথম ওভারেই ফিরে যান কিরণ নাভগিরে (০) ও জর্জিয়া ভল (০)।

এফএ কাপেও স্বপ্ন শেষ ব্রুনোদের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ মার্চ : এফএ কাপ পঞ্চম রাউন্ড থেকেই বিদায়। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফুলহামের কাছে টাইব্রেকারে হার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের।

প্রিমিয়ার লিগের খেতাব আসেনি এক যুগ হতে চলল। আট বছরের খরা কাটিয়ে গত মরশুমে এফএ কাপ ঘরে তোলে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। এবার সেখানেও স্বপ্ন শেষ। রবিবার রাতে ঘরের মাঠে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল হজম করে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৭১ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। এরপর অতিরিক্ত সময়ও কোনও গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ৪-৩ ফলে টাইব্রেকারে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেয় ফুলহ্যাম। এদিকে হারলেও দলের খেলায় সন্তুষ্ট ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বলেছেন, ‘আমরা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রেখেছি। দুর্দান্ত কিছু সুযোগ তৈরি করেছি। তবে যেটুকু ভুলভ্রান্তি করেছি সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে।’ টাইব্রেকারের প্রসঙ্গ উঠলে অ্যামোরিমের স্পষ্ট জবাব, ‘দিনটা আমাদের ছিল না।’

জিতল অভিযাত্রী

বালুরঘাট, ৩ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে সোমবার অভিযাত্রী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ৭ উইকেটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে প্রথমে ফ্রেন্ডস ১৯.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। রাহুল চক্রবর্তী ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিজয় থাপা ২২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে অভিযাত্রী ১৭ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়।

প্রয়াত শিভালকার

মুম্বই, ৩ মার্চ : ৮৪ বছর বয়সে সোমবার প্রয়াত হলেন মুম্বইয়ের (তৎকালীন বম্বে) বাঁহাতি স্পিনার পদ্মাকর শিভালকার। ১২৪টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫৮৯ উইকেটে পেলেও কখনও জাতীয় দলের হয়ে খেলা হয়নি তাঁর। বিষেণ সিং বেদীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা স্পিনার মনে করা হয় তাঁকে।

চ্যাম্পিয়ন বাঘা যতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মহিলাদের আন্তঃক্লাব মেয়র্স কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। সোমবার ফাইনালে তারা ৫৪ রানে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে বাঘা যতীন ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। পূজা অধিকারী ৬৬ ও সানভী মিত্র ২৩ রান করেন। জবাবে সুকান্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৪ রানে আটকে যায়। শিঞ্জিনী সরকার ৪৪ রান করেন। প্রীতি মহন্ত ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। ফাইনালের সেরা প্রীতি কুমারী মাহাতো ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। সেরা ফিল্ডার নম্রতা দত্ত। সেরা ব্যাটার পূজা অধিকারী। সেরা বোলার অ্যাঞ্জেল কুমারী। সেরা উইকেটকিপার ঈশানী মজুমদার। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দিলীপ বর্মন প্রমুখ।

মেয়র্স কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

উত্তরের খেলা

জিটিএসসি-কেই ঘোষণা করা হল চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ মার্চ : কোশেন্টের হিসেব করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ গতকালই মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে জিটিএসসি-কে চ্যাম্পিয়ন বলে জানিয়েছিল। সোমবার পরিষদের তরফে নেট রান রেটের বিস্তারিত হিসেব দিয়ে জানানো হয়েছে জিটিএসসি ১.২৯৯, অগ্রগামী সংঘ ০.৩৭৫ ও স্বস্তিকা যুবক সংঘ ০.০৫৭-এ শেষ করেছে। তিনটি ক্লাবই ৩ ম্যাচ থেকে পেয়েছে ৪ পয়েন্ট। যার ভিত্তিতে জিটিএস-কে চ্যাম্পিয়ন এবং অগ্রগামীকে রানার্স ঘোষণা করা হল। একইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বুধবার সন্ধে ৬টায় পরিষদের দপ্তরে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, ‘এদিনই সংশ্লিষ্ট দুই ক্লাবকে চিঠি দিয়ে পুরস্কার ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদকে। ওদের আন্তরিক সাহায্য ছাড়া সফলভাবে সুপার ডিভিশন লিগ আয়োজন সম্ভব ছিল না।’

শিলিগুড়ির অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য অর্চনা মাহাতো, প্রীতি মাহাতো ও নন্দিনী মাহাতোকে ক্রিকেট কিটস উপহার দিলেন ক্রীড়াপ্রেমী উত্তম আগরওয়াল। মহানন্দার তীরবর্তী এলাকায় অনুশীলন শুরু করে খুব দ্রুত এই তিনটি মেয়ে শিলিগুড়ি দলে জায়গা করে নিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা মাধব চ্যাটার্জী - কে 09.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52H 40828 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ক্রমাগত প্রত্যক্ষ করেছি আমার চারপাশের লোকজন কোটিপতি হয়ে উঠছে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে, তাও খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দেওয়া এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলাম যা প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে প্রদান করে, সেটি ব্যবহার করে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করেছি।"